

ইসলামের ইতিহাস ও সংক্ষিতি ২য় পত্র

অধ্যায়-২: দিল্লি সালতানাত যুগ (১২০৬—১৫২৬ খ্রি.)

প্রশ্ন ▶ ১ শ্রীমাতো বন্দরনায়েক আধুনিক বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করার পর দেশ-বিদেশের কতিপয় অভিজাত শ্রেণির সমালোচনার মুখ্যমুখ্য হন। কিন্তু নিজ মেধা ও কর্মদক্ষতার গুণে তিনি সকল বিশ্বজুলা দূর করে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

(সি. বোঃ রা. বোঃ চ. বোঃ ১৭; আজিমপুর গজ গুরস শুভল এভ কলেজ, ঢাকা/ক. সালতানাতের শেষ সুলতান কে ছিলেন?)

১
খ. আলাউদ্দিন খলজির মোজাল্লানীতি ব্যাখ্যা করো।

২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মহিলা শাসকের সাথে দিল্লি সালতানাতের কোন মহিলা শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

৩
ঘ. উক্ত মহিলা শাসকের কৃতিত্ব তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিচার করো।

৪
প্রতিভাশালী একজন নারী। প্রচলিত মুদ্রায় তিনি নিজেকে উমদাদ-উল-নিসওয়ান (নারীদের মধ্যে বিশিষ্ট) বলে উল্লেখ করেন। মিনহাজ-উস-সিরাজ তাকে মহান নৃপতি, বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ ও মহানুভব বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন সার্বভৌম নৃপতির প্রয়োজনীয় গুণাবলি ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এ. বি. এম. হবিবুল্লাহর মতে, সাহসিকতা ও অদম্য দৃঢ়তাই (Courage and unflinching determination) ছিল রাজিয়ার আদর্শ।

চারিত্রিক দৃঢ়তায় সুলতান রাজিয়া নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতার প্রমাণ করেন। ব্যক্তিগত দৃঢ়তা ও যোগ্যতাই তার ক্ষমতা ও অস্তিত্বের চারিকাঠি ছিল। সুলতান রাজিয়া প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিত্যাগ করেন, অশ্঵ারোহণে জনসমক্ষে বের হন এবং প্রকাশ্যে দরবার পরিচালনা করেন। অধ্যাপক কে. এ. নিজামী যদ্যপই বলেছেন, “অঙ্গীকার করার অবকাশ নেই যে, তিনি ছিলেন ইলতুর্ধমিশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যোগ্যতম।”

পরিশেষে বলা যায় যে, সুলতান রাজিয়া ছিলেন অপরিসীম কৃতিত্বের অধিকারী।

ক সালতানাতের শেষ সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদি।

খ আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলে দিল্লি সালতানাতে প্রায় সাত বার মোজগল আক্রমণের তথ্য পাওয়া যায়। তাই মোজগলদের প্রতিহতকরণে তিনি কতিপয় কার্যকর মোজাল্লানীতি গ্রহণ করেন।

আলাউদ্দিন খলজি মোজগলদের মোকাবিলায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সাথে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মোজগলদের আক্রমণ পথে তিনি পুরাতন কেবো সংস্কার ও নতুন কেবো স্থাপন করে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি উম্মতমানের অন্তরে জন্ম কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব বিশ্বস্তদের পের ন্যস্ত করেন। এছাড়া তিনি মোজগলদেরকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহ করেন। এভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি মোজগল আক্রমণ মোকাবিলায় সাফল্য লাভ করেন। তার রাজত্বকালে মোজগলরা আর ভারত আক্রমণে সাহস করেনি।

গ উদ্দীপকে শ্রীমাতো বন্দরনায়েকের সঙ্গে দিল্লির সালতানাতের মহিলা শাসক সুলতান রাজিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে।

পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা চিরকালই অবহেলিত হয়ে আসছে। এই অবহেলার মাঝেও নারীরা স্বীয় যোগ্যতাবলে সমাজের উন্নয়নে অংশীদার হয়েছে। নানা বাধার সম্মুখীন হয়েও তারা সফল হয়েছে; সকল সমালোচনার উচিত জবাব দিয়েছে। উদ্দীপকের শ্রীমাতো বন্দরনায়েক এবং সুলতান রাজিয়া এমনই দুজন নারী বাস্তিত।

শ্রীমাতো বন্দরনায়েক ছিলেন আধুনিক বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করার পর বিভিন্ন দেশের কিন্তু অভিজাত শ্রেণির সমালোচনার মুখ্যমুখ্য হন। তারা নারী বলে শ্রীমাতো বন্দরনায়েককে শাসনকার্যে অনুপযোগী ও অদক্ষ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু নিজ মেধা, তেজস্বিতা আর কর্মদক্ষতার গুণে শ্রীমাতো সকল বিশ্বজুলা ও দুর্নীতি প্রতিহত করে দেশের উন্নতি সাধন করেন। সুলতান রাজিয়াও একইভাবে ১২৩৬ থেকে ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির সিংহাসনে বসে সুলতানি শাসন পরিচালনা করেন। তার ৪ বছরের রাজত্বকাল মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে সাম্রাজ্যের বিশ্বজুলা ও বিদ্রোহ প্রতিহত করেন। তিনি উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা শাসনকর্তা। তার সাহসিকতা, দক্ষতা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তুর্কি জাতির সাহসিকতা এবং দুরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। তার উদার রাজনৈতিক চিন্তাধারা ব্যক্তি মুসলিম শাসনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সুতরাং দেখা যায় উদ্দীপকের শ্রীমাতো বন্দরনায়েক এবং সুলতান রাজিয়া শাসন পরিচালনার দিকে দিয়ে একে অন্যের প্রতিরূপ।

ঘ ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সুলতান রাজিয়া ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র মহিলা।

সালতানাতের এক সংকটকালে সুলতান রাজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজের হিসেব মতে, তিনি ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন ব্যক্তিসম্পর্ক এবং অসাধারণ

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০

ক তৃঘলক বৎশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দিন তৃঘলক (শাসনকাল ১৩২০-১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ)।

খ. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং মোজাল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত নিষ্ঠুর ও কঠোর পদক্ষেপই ‘রক্তপাত ও কঠোর নীতি’ (Blood and Iron policy) নামে পরিচিত।

সিংহাসনে আরোহণ করেই বলবন নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আমির-ওমরাহ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা, ইন্দ্র-কলহ ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ, দিল্লির সম্মিকটম্ব মেওয়াটি দস্যুদের উপদ্রব, উপর্যুক্তি মোজাল আক্রমণ প্রভৃতি। এসব সমস্যা সাম্রাজ্যের ভিতকে তুমকির সম্মুখীন করে তোলে। তাই নিজের ক্ষমতা সুসংহত করে সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি গুপ্তচর প্রথা চালু, বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন, মোজাল নীতি প্রভৃতি বিষয়ে কঠোর ও নিষ্ঠুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এগুলোই বলবনের ‘রক্তপাত ও কঠোর নীতি’ হিসেবে স্বীকৃত।

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের শাসক দিল্লি সালতানাতের সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেই নানামুখী

সুলতানের এ সংস্কার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সুলতানের এ সংস্কার কাজগুলোর মধ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্যতম। মূলত আলাউদ্দিন খলজি সাম্রাজ্যের আর্থিক স্থিতিশীলতা বিধান, জনসাধারণের সুবিধা, মুদ্রাস্কীতি রোধ, বিশাল সৈন্যবাহিনীর ভরণ-পোষণ এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংস্থাপন বিধানের জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

উদ্দীপকে একটি বাজারের দ্রব্যমূলের অস্থিতিশীল অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে না। এ ব্রক্ষম অবস্থার প্রেক্ষিতেই সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

আলাউদ্দিন খলজি খাদ্যশস্য সুলভ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন—গম, বালি, চাল, চিনি, আটা, ডাল, তৈল, সোডা ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণ করে দেন। এছাড়া তিনি বন্ধ, পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্যের তালিকা করে দেন। এছাড়া তিনি দ্রব্যাদির চাহিদা অনুসারে সরবরাহের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি বন্ধ, পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্যের তালিকা করে দেন। উদ্দীপকে এরকমই একটি মূল্যাতালিকার কথা বলা হয়েছে, যা আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দৃষ্টিত্বে বহন করছে।

৪ উক্ত শাসক অর্থাৎ আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জনজীবনে বস্তি ও নিরাপত্তি নিশ্চিত হয়েছিল।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি ও পদ্ধতি আলাউদ্দিন খলজি প্রবর্তিত সংস্কারসমূহের মধ্যে ছিল সর্বাপেক্ষা উত্তেব্হোগ্য। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সম্ভবত তিনিই একমাত্র শাসক, যিনি একটি বৈপ্লবিক অব্যবেক্ষিক সংস্কার সাধন করে ইতিহাসে অমর ও অক্ষয় হয়ে রয়েছেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার তাৎপর্য ও ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বলেন, ‘বাজারে শস্যের অপরিবর্তিত মূল্য সে যুগের অন্যতম বিস্ময় ছিল’। স্টেনলি লেনপুলের মতে, ‘এ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে সফল হয়েছিল। সকল শ্রেণির জনগণ এ অভ্যন্তরীণ পদ্ধতির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছিল’। সুলতানের দৃঢ় সংকল্প, কঠোর নজরদারি, কর্মচারীদের কর্তব্যপ্রাপ্তিতা এবং জনগণের সহযোগিতায় এ পদ্ধতি কার্যকর ও সফল হয়। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি বোধ, খাদ্য সমস্যার সমাধান এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধিত হয়। সুলতানের এ মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেবল তার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করেনি, এটা জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও কল্যাণ নিশ্চিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সুলতানের পক্ষে যেমন অর বেতনে বিশাল সেনাবাহিনী প্রতিপালন সম্ভব হয়, তেমনি এ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আনয়নেও তিনি সফল হন।

প্রশ্ন ▶ ৩ অনলাইন শপিং এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলছে। মানুষের ব্যক্তি ও কর্মপরিধি বাড়তে থাকায় তারা আজ বাজারে যাবার পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছে না। তাছাড়া প্রতিটি পণ্যের দাম নির্ধারিত থাকায়, সঠিক ওজন ও পণ্যের গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করায় এ শপিং ব্যবস্থার উপর ক্রেতাদের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্যের সরবরাহ নির্বিঘ্ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দ্রব্য সামগ্ৰীৰ বিপুল সমাহার রাখা হয়েছে। ফলে এটি জনগণের নিকট অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ঠিক একইভাবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য কিছু যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

১. ক. কু. ব. বো. ১২. আজিমপুর গড়, গালুস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।

ক. তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. তৈমুর লঙ্ঘ এর ভারত আক্রমণের ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনলাইন শপিং ব্যবস্থাপনার সাথে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মিল কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, অনলাইন শপিং ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মতো সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও উক্ত ব্যবস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? তোমার উত্তরে পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক।

খ তৈমুর লঙ্ঘের ভারত আক্রমণের ফলে দিল্লি সালতানাত পতনের হার প্রাপ্তে পৌছে যায়।

দিল্লি সালতানাতের দুর্বলতার সুযোগে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ সমরনেতা আমির তৈমুর লঙ্ঘ ভারত আক্রমণ করেন (১৩৯৮-১৩৯৯ খ্রি)। তার এ আক্রমণের ফলে দিল্লি সালতানাতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। এ সুযোগে সালতানাতের বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সালতানাতের পতনের বিষয়টি শুধু সময়ের ব্যাপারে পরিণত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অনলাইন শপিং ব্যবস্থাপনার সাথে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়ার বিষয়টির মিল রয়েছে।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাবোহণ করেই নানামূর্চী সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সুলতানের এ সংস্কার কার্যগুলোর মধ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্যতম। তিনি মূলত সাম্রাজ্যের আর্থিক শিথিতশীলতা বিধান, জনসাধারণের সুবিধা, মুদ্রাস্ফীতি বোধ, বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংস্থাপন জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দীপকেও তার এ ব্যবস্থার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত অনলাইন শপিং ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পণ্যের সঠিক ওজন ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও তার শাসনামলে খাদ্যশস্য সুলভ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন। যেমন— গম প্রতি মণি ৭২ জিতল (১ জিতল = ০.৬ পয়সা), বালি প্রতিমণ ৪ জিতল, ধান প্রতিমণ ৫ জিতল, ডাল প্রতিমণ ৫ জিতল, তিল ও তৈল তিন সের ১ জিতল, মাথন ২২ সের ১ জিতল, ঘি ২২ সের ১ জিতল ইত্যাদি। সুলতান কেবল দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করেই ক্ষমতা হননি। তিনি তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। উদ্দীপকের অনলাইন শপিং ব্যবস্থাপনায়ও সুলতান আলাউদ্দিন খলজির এ কর্মকাণ্ডের প্রতিজ্ঞবিহীন ফুটে উঠেছে।

ঘ হ্যা, আমি মনে করি, অনলাইন শপিং ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মতো সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত অনলাইন শপিং ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করার জন্য পণ্যের সঠিক ওজন ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এছাড়া পণ্যের সরবরাহ নির্বিঘ্ন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দ্রব্য সামগ্ৰীৰ বিপুল সমাহার রাখা হয়েছে। ফলে এটি জনগণের নিকট অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ঠিক একইভাবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য কিছু যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাউদ্দিন খলজি পণ্য বাজার স্থাপন করেন। তিনি দিল্লি মাস্তি নামে প্রধান ও কেন্দ্রীয় শস্য বাজার বসান। ক্ষেত্রপত্র, কাপড়, শুকনো ফল, চিনি, মাথন এবং জুলানি তেলের বাজার বসানো হয় দিল্লির বাদাউন তোরণে ‘সেহরা আদলে’। এ সময়ে পণ্য বাজার পরিচালনা ও তুলুবধানের জন্য ‘শাহানা ই মান্ডি’ এবং ‘দিউয়ান ই রিয়াসত’ নামক দুজন পদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্যসহ পণ্য আমদানি এবং নিদিষ্ট মূল্যে তা বিক্রির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবসায়ীদের পণ্য মূল্য টানিয়ে রাখার নির্দেশ ছিল। নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত আদায় ও ওজন পরিমাপে কারচুপি করা হলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো।

প্রাকৃতিক কারণে যাতে খাদ্য ঘাটতি না পড়ে এবং চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ সুনির্ণেত করা যায় সেজন্য দিল্লিতে একটি রাজকীয় শস্যাগার স্থাপন করা হয়েছিল। পণ্য বরাদ্দ নির্ধারণের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী একটি পরিবারের সপ্তাহে নিদিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও অধিক মুনাফার লোডে কেড়ে যাতে পণ্যের মজুতদারি না করতে পারে সুলতান সে ব্যবস্থা করেন। মজুতদারি নিরোধে জরিমানা ও পণ্য বাজেয়াপ্ত করা সহ নানা ব্রকমের শাস্তি দেওয়া হতো। এ সকল ব্যবস্থাছাড়াও সুলতান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য বহুমুর্চী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৪ উচ্চাভিলাষী জমিদার প্রবাল রায়ের অত্যাচার ও কঠোর কর আদায় নীতির কারণে সাধারণ প্রজাগণ বৃত্তির ছেড়ে পালিয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বন্ধ করে দেয়, কৃষক কৃষিকাজ ফেলে পালিয়ে যায়। বিদ্রোহ দমন করতে যেমেন তার মৃত্যু হয়। গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে চাচাত ভাই শ্যামল রায় নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে জমিদারির দায়িত্ব নেন। তিনি জমিদারের প্রতি প্রজাদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক জনকল্যাণকর কাজ করেন। তিনি সাধারণ প্রজার বকেয়া কর মাফ করে দেন। আবার ঝণ প্রদান করেন। তবে অধিক হারে ঝণ প্রদান ও বেহিসেবি দান খয়রাতের ফলে রাজকোষে প্রচণ্ড অর্থ ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে জমিদারির দুরবস্থার জন্য তাকে দায়ী করা হয়।

(দি. বো.: কু. বো.: সি. বো.: হ. বো.: ব. বো.: ১৭/

ক. মালিক কাফুর কে ছিলেন? ১

খ. দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দির কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত জমিদার শ্যামল রায়ের সাথে কোন ভারতীয় সুলতানি শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্বীপকের জমিদার শ্যামল রায়ের মতো উক্ত সুলতানকেও তার বংশের পতনের জন্য দায়ী করা যায় কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মালিক কাফুর ছিলেন দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণ্যাত অভিযানের সেনাপতি।

খ. দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দির প্রধান কারণ ছিল বিষ্ণুশালী কৃষকদের বিদ্রোহ দমন করা।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দির অন্যতম কারণ ছিল হিন্দু বিদ্রোহ দমন এবং জমিদারদের দর্পচূর্ণ করা। আবার অনেকেই মনে করেন রাজধানী স্থানান্তর, খোরাসান ও কারাচিল অভিযানের ব্যৰ্থতা এবং প্রতীকী মুদ্রার বিকল্পাতার কারণেই সুলতান দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দি করেন। কর বৃন্দির মারাত্তক পরিণতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক বারানী বলেন যে, সুলতান দোয়াবে দশ হতে বিশগুণ কর বৃন্দি করেন।

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত জমিদার শ্যামল রায়ের সাথে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সাদৃশ্য রয়েছে।

দিল্লি সালতানাতের তুঘলক বংশের অন্যতম ব্যাতিমান শাসক ছিলেন ফিরোজ শাহ তুঘলক। অনিষ্ট সঙ্গেও তিনি সালতানাতের ক্ষমতা গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উদ্বীপকের জমিদার শ্যামল রায়ের মধ্যে এ শাসকেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্বীপকে আমরা দেখতে পাই যে, বিদ্রোহ দমন করতে যেমেন জমিদার প্রবাল রায়ের মৃত্যু হয়। এরপর তার চাচাতো ভাই শ্যামল রায় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে জমিদারির দায়িত্ব নেন। তিনি জমিদার হওয়ার পর অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। অনুরূপভাবে তাকির বিদ্রোহ দমন করত গিয়ে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তার চাচাতো ভাই ফিরোজ শাহ অনিষ্ট থাকা সঙ্গেও আমির ও অভিজাতগণের অনুরোধ এবং সাম্রাজ্যের বাস্তুর সংকটজনক অবস্থা বিবেচনা করে সালতানাতের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি প্রজা কল্যাণে মনোনিবেশ করেন। প্রজাকল্যাণমূলক কার্যবলির জন্য তিনি ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার সময়ে দরিদ্র, অনাথ ও বিধবাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হতো, তিনি পূর্ববর্তী সুলতানের দেওয়া ঝণ মণ্ডুক করে দেন। কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাই বলা যায় যে, উদ্বীপকের জমিদার শ্যামল রায়ের সাথে দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের মিল রয়েছে।

ঘ. যা, উদ্বীপকের জমিদার শ্যামল রায়ের মতো উক্ত সুলতানকেও অর্থাৎ সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলককেও তার বংশের পতনের জন্য দায়ী করা যায়।

উদ্বীপকের শ্যামল রায় জমিদারের প্রতি প্রজাদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক জনকল্যাণকর কাজ করেন। তিনি প্রজাদের বকেয়া কর মাফ করেন এবং নতুন করে ঝণ প্রদান করেন। তবে অধিক হারে ঝণ প্রদান ও বেহিসেবি দান খয়রাতের ফলে রাজকোষে ব্যাপক অর্থ ঘাটতি দেখা দেয়, যা জমিদারকে দুরবস্থায় ফেলে দেয়। শ্যামল রায়ের মতো দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকও তার বংশের পতনের জন্য দায়ী ছিলেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের সংস্কার ও উদারনীতির মধ্যে তুঘলক বংশের পতনের বীজ নিহিত ছিল। তার কোনো কোনো নীতি ও কার্যবলি শুধু তুঘলক বংশের নয়, দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্যও দায়ী ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। সমাজের বিদ্রোহ বিশ্বজ্ঞলা দমনে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তার আরেকটি বড় ভূল ছিল জায়গিরদার প্রথার পুনঃপ্রবর্তন। এর ফলে অভিজাতবর্গ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ে। তিনি সেনাবাহিনীতে বংশানুক্রমিক চাকরির অধিকার প্রদান করে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তার সৃষ্টি ক্ষীতিদাস বাহিনীর ভরণপোষণে রাজকোষের প্রচুর অর্থ অপচয় হয়। ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। আবার যুদ্ধনীতি পরিহার করায় সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। শাসনকাজে উলামাদের প্রাধান্য দেওয়ায় সুলতান অসুন্দি মসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের রোধানলে পতিত হন। তার সময়ে অপরাধীদের শাস্তি প্রদান ঋহিত করার ফলে দুর্নীতি বেড়ে যায় এবং দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীরা সরকারি অর্থ সম্পদ লুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এ সকল কর্মকাণ্ড তুঘলক বংশকে পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসননীতি ও কার্যবলি তুঘলক বংশের পতন এমনকি সালতানাতের পতনের পথকে সুগম করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫ প্রশাসনের একজন অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়ে দেখলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে আমলা শ্রেণি তৈরি করা হয়েছিল তারাই এখন প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। তারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে অশোভন আচরণ ও বিশ্বজ্ঞলা তৈরি এবং সিভিকেটভিক্টিক অফিসিয়াল কার্যাদি পরিচালনা করছে। এমতাবস্থায় মেয়র প্রশাসনে শুভলা ফিরিয়ে আনার জন্য সিভিকেটদের কঠোরভাবে দমন-বদলি, দুর্নীতিবাজাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিধি-নিয়ে আরোপ করেন। ফলে সিটি কর্পোরেশনে সুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সুনাম বৃদ্ধি পায়।

(সকল ক্ষেত্রে ১৬/ক. সুলতান মাহমুদের পিতার নাম কী? ১

খ. কুতুবিমান নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত আমলা সিভিকেটের সাথে বন্দেগান-ই-চেহেলেগানের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্বীপকে বর্ণিত মেয়র কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগের সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সুলতান মাহমুদের পিতার নাম আমির সুকুতগীন।

খ. মহান সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে কুতুবিমানের নামকরণ করা হয়।

দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি বেশ অনুরোধী। স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাই তিনি ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে একটি বিজয় স্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এ সময় কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী নামে একজন মহান সাধক সুলতানের সংস্পর্শে আসেন। তাকে সুলতান খুবই পছল এবং শ্রদ্ধা করতেন। তাই তার নামানুসারে এ বিজয় স্তম্ভের নামকরণ করা হয় কুতুবিমান।

গ. কর্মকান্ডের দিক দিয়ে বন্দেগান-ই-চেহেলেগানের সাথে উদ্বীপকে উল্লিখিত আমলা সিভিকেটের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

সুলতান ইলতুর্থমিশ্রের শাসনামলে তুর্কি অভিজাতরা প্রভৃতি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। এরাই ‘বন্দেগান-ই-চেহেলেগান’ নামে পরিচিত ছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনও এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইলতুর্থমিশ্র-পরবর্তী দুর্বল উত্তরাধিকারীদের (বুকুলউদ্দিন ফিরোজ, মুইজ উদ-দীন বাহরাম, আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ) যুগে এ গোষ্ঠী প্রশাসন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। মাঝে মধ্যে তারা শাসকদের বিরুদ্ধেও মৃত্যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধেও এ চুক্তি শাস্তিশালী অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা করে। তারা নানা ধরনের অপকর্ম করে প্রশাসনে বিশ্বজ্ঞলা সূচি করে। উদ্বীপকের আমলা সিভিকেটের মধ্যেও এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রশাসনের একজন অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিটি মেয়র নির্বাচিত হলে শাসনকার্য পরিচালনায় আমলা শ্রেণি তার বাধা হয়ে দাঢ়ায়। একইভাবে বন্দেগান-ই-চেহেলেগান নামক আমলা শ্রেণি গিয়াসউদ্দিন বলবনের বিবৃত্তি অবস্থান নেয়। সুলতান বলবন এ গোষ্ঠীর বিবৃত্তি উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের ওপর সুলতানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকের সিভিকেট দমনেও সিটি মেয়রকে সুলতান বলবনের ন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়। সুতরাং সরকারের বিবৃত্তি অবস্থান, অভিজ্ঞাত্য, অপচেষ্ট প্রভৃতি কার্যাবলি বিবেচনায় বন্দেগান-ই-চেহেলেগান ও উদ্দীপকের সিভিকেট একই ধরনের আমলা শ্রেণি।

ঘ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়র কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপের অনুরূপ।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময় 'বন্দেগান-ই-চেহেলেগান' নামক তুর্কি অভিজ্ঞাতদের অপকর্মের দৌরাত্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। সুলতান তাদের অপরাধ চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তাদের পদনোন্নতি বল্ধ করে দেন এবং বদলির ব্যবস্থা করেন। তিনি তাদের জনসমক্ষে শাস্তি দেন। উদ্দীপকেও এ ধরনের উদ্যোগ লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সিটি মেয়র দুর্নীতিবাজদের বিবৃত্তি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শান্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি কর্মকর্তাদের বদলির আদেশ দেন। একইভাবে গিয়াসউদ্দিন বলবনও দুর্নীতিবাজ বন্দেগান-ই-চেহেলেগানদের শাস্তি দেন। তিনি অপরাধীদের চিহ্নিত করে যেমন জনসমক্ষে বিচার করতেন তেমনি সিটি মেয়র একই ধরনের বাস্তবধৰ্মী ও নিরপেক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে সিটি কর্পোরেশনে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। গিয়াসউদ্দিন বলবনের বন্দেগান-ই-চেহেলেগানদের দমনের ফলেও সাম্রাজ্যে সুশাসন ও শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান বলবন এ চক্রের প্রভাব খর্ব করে সাম্রাজ্যে নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের সিটি মেয়র এবং গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবধৰ্মী এবং কার্যকর হওয়ায় উভয়ই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন।

প্রশ্ন ৬ জমিদার আবুল হাসন মৃত্যুর পূর্বে তার বিদ্যুষী ও বৃক্ষিমতী কন্যা হাসনা বানুকে তার বিশাল জমিদারির উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আপনজনদের নানামূর্তী বিবেচিতার সম্মুখীন হয়ে তাকে জমিদারি হারাতে হয়েছিল। কিন্তু 'ত্রুদের হাতে তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি জমিদারি ফিরে পান। সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নারী হওয়ার কারণে তিনি নানা বড়বন্দের শিকার হয়ে কাঙ্ক্ষিত সফলতার পরিচয় দিতে পারেননি। ঠিক একইভাবে সুলতান রাজিয়াও সিংহাসনে আরোহণ করার পর শাসন ক্ষেত্রে নানাবিধ গুণাবলি ও যোগ্যতার প্রমাণ দিলেও বার্থ হন। মূলত নারীত্বই ছিল তার প্রধান অযোগ্যতা। ডি. ডি. মহাজন বলেন, 'যদি রাজিয়া একজন নারী না হতেন তাহলে তিনি ভারতের অন্যতম সফল শাসক হতেন।'

প্রশ্ন ৬ ক. 'আইবেক' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. গিয়াসউদ্দিন বলবন কেন রক্তপাত ও কঠোরনীতি গ্রহণ করেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদার কন্যার সাথে দিলি সালতানাতের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হাসনা বানু ও উক্ত নারী শাসকের ব্যর্থতার কারণ একই সূত্রে গীথাম— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আইবেক' শব্দের অর্থ চ্ছন্দ দেবতা।

ঘ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিরাক্তমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময় তুর্কি অভিজ্ঞাতদের বড়বন্দে এবং বহিরাক্তমণ মারাত্তক বৃপ্ত ধারণ করে। সুলতান বলবন বড়বন্দে প্ররোচন অভিজ্ঞাতদের দমনের জন্য কঠোর শাসন নীতি গ্রহণ করেন। তাহাড়া মোঙ্গলদের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্যও তিনি কঠিন দৃঢ়তার পরিচয় দেন। সুতরাং অভ্যন্তরীণ কলহ ও শত্রু দমনের জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদার কন্যার সাথে দিলি সালতানাতের সুলতান রাজিয়ার মিল রয়েছে।

সুলতান ইলতুর্মিশ পুত্রদের তুলনায় কন্যা রাজিয়াকেই সালতানাত পরিচালনায় অধিক যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি কন্যা রাজিয়াকে দিলি সালতানাতের দায়িত্ব নিলে তার কাছের মানুষেরা বিবেচিতায় লিপ্ত হয়। তাদের বিবেচিতা চরম আকার ধারণ করলে রাজিয়াকে ক্ষমতা

হারাতে হয়। উদ্দীপকেও এ ধরনের ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবুল হাসনের মৃত্যুর পর তার যোগ্য কন্যা জমিদারি লাভ করলে আপনজনরা বিবেচিতা করে। এ ধরনের আপন লোকেরাই সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটিয়েছিল। সুলতান হিসেবে রাজিয়াকে নানা বাধা-বিপত্তি, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। রাজিয়াকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে অভিজ্ঞাত আলেম-উলেমা এবং আম্বায়রা নানা ধরনের বিবেচিতা করেন। তিনি সাম্রাজ্যের সাথে বিবেচ থাকলে অথবা প্রতিযোগিতা থাকলে তাতে জয় লাভ করা যায়। কিন্তু নিজ সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞাতদের সাথে শত্রুতা থাকলে তা অনেক সময় পরাজয় দেকে আনে। উদ্দীপকে হাসনা বানু ও দিলি সালতানাতের রাজিয়ার ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে। সুতরাং নারী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ, যোগ্যতা, পরাজয় প্রভৃতি বিষয় অনুসারে সুলতান রাজিয়ার সাথে উদ্দীপকের হাসনা বানুর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধু নারী হওয়ার কারণেই হাসনা বানু ও সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটেছিল।

ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে দিলির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র নারী ছিলেন সুলতান রাজিয়া। শাসনকার্যে চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতর প্রমাণ করেন। তিনি তার প্রশাসনের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সমর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তুর্কি অভিজ্ঞাত শ্রেণি নারী বলে সুলতান রাজিয়ার এ সকল কর্মকাণ্ডের বিবেচিতা করেন। অভিজ্ঞাত শ্রেণির এ বিবেচিতা ও ষড়যন্ত্রের ফলেই তার পতন হয়। হাসনা বানুর ব্যর্থতার পেছনেও এ ধরনের বিষয় প্রধান কারণ হয়ে দাঢ়িয়েছিল।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, হাসনা বানু জমিদারি গ্রহণ করে সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নারীসুলতান দুর্বলতার কারণে নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কাঙ্ক্ষিত সফলতার পরিচয় দিতে পারেননি। ঠিক একইভাবে সুলতান রাজিয়াও সিংহাসনে আরোহণ করার পর শাসন ক্ষেত্রে নানাবিধ গুণাবলি ও যোগ্যতার প্রমাণ দিলেও বার্থ হন। মূলত নারীত্বই ছিল তার প্রধান অযোগ্যতা। ডি. ডি. মহাজন বলেন, 'যদি রাজিয়া একজন নারী না হতেন তাহলে তিনি ভারতের অন্যতম সফল শাসক হতেন।'

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, একজন নারী হিসেবে সুলতান রাজিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করার বিষয়টিকে তুর্কি অভিজ্ঞাতগণ নিজেদের অপমান হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে তারা নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটায়। আর এতে প্রমাণিত হয়, হাসনা বানু ও সুলতান রাজিয়ার ব্যর্থতার কারণ একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৭ ভূটানের 'কিংস কাপ' ফুটবল ফাইনাল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শেখ জামাল ধানমণি ক্লাবের রঞ্জিটভাগের সাহসী খেলোয়াড় ইয়াছিন তার চমৎকার ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করে ভারতের শক্তিশালী পুনে ক্লাবের বিবৃত্তি জয় এনে দেন। ইয়াছিন ডিফেন্স থেকে প্রতিপক্ষের দুর্বলতাগুলো লক্ষ করেন এবং সুযোগ বুঝে মধ্যমাঠ দিয়ে না গিয়ে বরং সাইড লাইন ধৈঘে ক্ষিপ্ত গতিতে গিয়ে গোলপোস্ট ছেড়ে দূরে দাঢ়ানো বিপক্ষ গোল কিপারকে বোকা বানিয়ে বলাটিকে অতিরিক্ত প্রতিপক্ষের জালে পাঠিয়ে দেন। বাকি সময়ে প্রতিপক্ষ সে গোল আর শোধ করতে পারেনি। অঠাচ জয়ের নায়ক ইয়াছিন ইতোপূর্বে জাতীয় দলসহ বিভিন্ন ক্লাবে নিজের নাম অন্তর্ভুক্তির প্রাপ্তিপদ্ধতি চেষ্টা করেও বার্থ হয়েছিলেন। /সকল বোর্ড-২০১০/

ক. ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে? ১

খ. কৃতবৃদ্ধিন আইবেক প্রতিষ্ঠিত বৎসকে দাসবৎস বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ইয়াছিনের বেলোয়াড় হিসেবে ক্লাবে নাম অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টার সাথে বখতিয়ার খলজির প্রথম জীবনের ইতিহাসের কী মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কিংস কাপ জয়ের কৌশল ও বখতিয়ার খলজির বক্ষণ বিজয়ের কৌশল প্রাপ্ত একই-উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

ক ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কৃতবউদ্দিন আইবেক।

খ কৃতবউদ্দিন আইবেক প্রথম জীবনে ঝৌতদাস ছিলেন বলে এবিএম হাবিবুল্লাহ কৃতবউদ্দিনের এ রাজবংশকে 'মামলুক' বা 'দাস বংশ' নামে অভিহিত করেছেন।

১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন আইবেক সুলতান উপাধি গ্রহণ করে দিয়ির সিংহাসনে আরোহণ করেন। কৃতবউদ্দিন আইবেকের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন ও একটি নতুন রাজবংশের সূচনা হয়। কৃতবউদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত এ রাজবংশই ইতিহাসে 'দাস বংশ' নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে ইয়াছিলের খেলোয়াড় হিসেবে ক্লাবে নাম অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টার সাথে ব্যক্তিয়ার খলজির প্রথম জীবনের সেনাবাহিনীতে চাকরি প্রাপ্তির প্রচেষ্টার মিল রয়েছে।

ভাগ্য সব সংয় মানুষের অনুকূলে থাকে না। তবে প্রচেষ্টা থাকলে শেষ পর্যন্ত সফলতা লাভ অনিবার্য। উদ্দীপকের ইয়াছিল প্রথম জীবনে ভাগ্যের আনুকূল্য পাননি। বারবার চেষ্টা করেও তিনি জাতীয় দলসহ কোনো ক্লাবে ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে নাম লেখাতে পারেননি। ব্যক্তিয়ার খলজির প্রথম জীবনের ঘটনাও অনুরূপ।

ইতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ ব্যক্তিয়ার খলজি দারিদ্র্যের নিপীড়নে তিনি প্রথম জীবনে স্বাদেশ ভ্যাগ করে ভাগ্যাবেষণে বের হন। প্রথমেই গজনির সুলতান মুহাম্মদ ঘূরীর সৈন্যবাহিনীতে চাকরি প্রাপ্তি হয়ে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি দিয়িতে কৃতবউদ্দিন আইবেকের দরবারে হজির হন। এখানেও তিনি চাকরি পেতে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি বাদাউনে ঘান, সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবর উদ্দিন ব্যক্তিয়ার খলজিরে নগদ বেতনে সেনাবাহিনীতে চাকরি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি সামান্য বেতনভোগী সিপাহি হয়ে পরিচ্ছন্ন হতে পারেননি। অঞ্চল পরে তিনি অযোধ্যায় যান। অযোধ্যার শাসনকর্তা কুসামউদ্দিন তাকে দুইটি পরগনায় জায়গির প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে মনোনিবেশ করেন। এভাবে উদ্দীপকের খেলোয়াড়ের নাম প্রাপ্তপণ প্রচেষ্টা করে ব্যক্তিয়ার খলজি নিজের অবস্থান দৃঢ় করেন।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের কিংস কাপ জয়ের কৌশল ও ব্যক্তিয়ার খলজির বজ্ঞ বিজয়ের কৌশল প্রাপ্ত একই— উক্তিটি সঠিক।

যেকোনো কাজে সফলতা লাভের জন্য পরিকল্পনা ঠিক করতে হয়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা যত সুস্ক্র ও যথাযথ হবে ততই সফলতা লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। উদ্দীপকের ইয়াছিল অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষ দলের দুর্বলতা চিহ্নিত করে কৌশলে গোল করতে সক্ষম হয়েছেন। তার এরপ কৌশল ব্যক্তিয়ার খলজির বজ্ঞ বিজয়ের কৌশলের সাথে প্রাপ্তি মিলে যায়।

ব্যক্তিয়ার খলজি অত্যন্ত সর্তর্কতার সঙ্গে বাংলা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বাংলার সেন রাজা লক্ষণ সেন এ সময় দ্বিতীয় রাজধানী নদীয়াতে অবস্থান করেছিলেন। ব্যক্তিয়ার খলজি বুঝেছিলেন যে, স্বাভাবিক কারণেই লক্ষণ সেন বাংলায় প্রবেশের একমাত্র পথ তেলিয়াগরহিতে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। তাই তিনি বাংলা আক্রমণের জন্য বেছে নিলেন ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল। তিনি তার সেনাবাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করেন। সতেরো সৈন্যের প্রথম দলের অগ্রভাগে ছিলেন ব্যক্তিয়ার খলজি। অধ্বিক্রেতার ছয়বেশে তারা বিনা বাধায় লক্ষণ সেনের নদীয়ার বাজগুরীতে চলে আসেন। যথ্যাত্ম দুপুরে লক্ষণ সেনের অপস্তুত প্রহরীদের সহজেই তিনি পরাজিত করলেন। এভাবে সহজেই কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি জয়লাভ করলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে ব্যক্তিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের কৌশল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ যেন উদ্দীপকে বর্ণিত কিংস কাপ জয়েরই প্রতিরূপ।

প্রশ্ন ►৮ একটি পাঁচ টাকার কয়েন গলিয়ে ২টি চা-চামচ তৈরি করে তা দশ টাকায় বিক্রি করার ফলে হাতাং 'ক' দেশে ধাতব মুদ্রার অভাব দেখা দেয়। অভাব মোকাবিলায় সরকার উর্বর দক্ষিণ অঞ্চলের কর বৃদ্ধি করে। ওদিকে ব্যবসায়ীরা মুদ্রার অভাবে সিলযুক্ত কাগজের মিপ ব্যবহার করতে থাকে। কিন্তু অসাধু ব্যক্তিরা এসব মিপ জাল করে দেশের অর্থনীতিতে বিশ্বালো সৃষ্টি করে।

ক. কারাচিল কোথায় অবস্থিত?

খ. দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উর্বর দক্ষিণ অঞ্চলের সাথে ভারতের কেন অঞ্চলের তুলনা করা যায়? তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রা ব্যবস্থার মতই মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 'প্রতীক মুদ্রা' পরিকল্পনাটি ব্যর্থভায় পর্যবসিত হয়— উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কারাচিল হিন্দুস্থান ও চীনের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।

খ ভোগোলিক অবস্থান ও গুরুত্ব, প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন, অনুকূল আবহাওয়া প্রভৃতি কারণে মুহাম্মদ বিন তুঘলক দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব লক্ষ করে তাদের ওপর আধিপত্য ও কর্তৃত বজায় রাখতে সুলতান দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। মোঝগল আক্রমণের আশঙ্কাক দূর করে রাজধানী নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে দৌলতাবাদই ছিল উপযুক্ত স্থান। দাক্ষিণাত্যের প্রাচুর্য ও সম্পদের অধিকতর সংগ্রহয়ের জন্য সুলতান দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন অধিক সমীর্চ্ছা করে মনে করেছিলেন। মূলত শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত উর্বর দক্ষিণাঞ্চলের সাথে ভারতের দোয়াব অঞ্চলের তুলনা করা যায়।

উদ্দীপকে অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে 'ক' দেশের উর্বর দক্ষিণাঞ্চলে সরকার কর্তৃত কর বৃদ্ধির ফলন উল্লিখিত হয়েছে। একই রকম প্রেক্ষাপটে দিয়ি সালতানাতের সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক উর্বর দোয়াব অঞ্চলের কর বৃদ্ধি করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য অঞ্চল দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

গজা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চল দোয়াব নামে পরিচিত। দিয়ি সালতানাতের 'শস্যভাত্তার' নামে খ্যাত এ অঞ্চলে কর বৃদ্ধি ছিল মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিকল্পনা। ঐতিহাসিক ডারিউ হেগের মতে, 'সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও শাসনব্যবস্থাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করা হয়।' তাহাড়া ওই অঞ্চলের বিদ্রোহী প্রজাদের শক্তি প্রদান করা ছিল অন্য একটি কারণ। এছাড়া রাজধানী স্থানান্তর, খোরাসান ও কারচিল অভিযান এবং মুদ্রা প্রবর্তনের ফলে রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়লে তিনি এ অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন। আধুনিক গবেষকদের মতে, দোয়াব অঞ্চলে ধার্যকৃত করের পরিমাণ ৫০% এর বেশি ছিল না। বিজ্ঞানদের বিদ্রোহ, অলাভূতি ও অতিবৃদ্ধির কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় এবং দুর্ভিক্ষের কারণে সুলতানের দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাব্যবস্থার মতোই মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী মুদ্রা পরিকল্পনাও ব্যর্থভায় পর্যবসিত হয়েছিল— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের 'ক' দেশে ধাতব মুদ্রার অভাব দেখা দিলে ব্যবসায়ীরা সিলযুক্ত কাগজের মিপের ব্যবহার শুরু করেন, যা প্রতীকী মুদ্রার ন্যায়। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীরা এই মিপ জাল করায় এ ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী মুদ্রার প্রচলনও নানা কারণে ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 'প্রতীকী মুদ্রা' পরিকল্পনাটি ব্যর্থভায় পর্যবসিত হয়। কেননা, নতুন মুদ্রা নির্মাণে একচেটীয়া সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় হিন্দুরা ব্যাপক জাল মুদ্রার প্রচলন করেন। প্রদেশেও ব্যাপকভাবে জালমুদ্রা চালু হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে আসল ও জাল মুদ্রা চেনা সম্ভব না হওয়ায় তারা এ মুদ্রা গ্রহণে অশ্বিকৃতি জানায়। সুলতান মুদ্রা জাল করা বন্ধ করতে অসমর্থ হলে এই মুদ্রা অচল হয়ে পড়ে। বিদেশি বণিকগণও এই মুদ্রা গ্রহণে অসম্মতি জানায়। কারণ তাদের দেশে এই মুদ্রার কোনো মূল্য ছিল না। ঐতিহাসিক আগা মেহেন্দী হাসানের মতে, সুলতানি বুগে ঘন ঘন রাজবংশের পরিবর্তন হেতু পরবর্তী সুলতানগণ বৈধ মুদ্রা হিসেবে তামার মুদ্রা স্বীকার করবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। প্রতীকী মুদ্রা যাতে জাল হতে না পারে সে জন্য সুলতান উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেননি এবং জাল মুদ্রা প্রস্তুতকারীদের শাস্তিদানেরও কোনো ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেননি। ফলে মুদ্রা জালিয়াতি গ্রোধ করা যায়নি।

পরিশেষে বলা যায়, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মুদ্রাব্যবস্থার পরিকল্পনা মহৎ হলেও উপর্যুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে তা ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন ৯ উত্তরাধিকার সূত্রে তকী খান এক বিশাল জমিদারির মালিক হন। তিনি এতিম ও অসহায়দের সাহায্যার্থে বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ কাজে রাজকোষের প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। এ ছাড়া জমিদারির পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে খাজনা-ট্যাক্স আদায়ে যথেষ্ট নমনীয়তাৰ পরিচয় দেন। এতে জমিদারের প্রতি জনগণের ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রকাশ পেলেও রাজ্য সুদূরপ্রসারী আর্থিক সংকট দেখা দেয়, যার পরিণতিতে ধীরে ধীরে জমিদারির পতনের দিকে ধাবিত হয়।

/পত্র নং ১০১/

- ক. ফিরোজ শাহ তুঘলক কত শিঙ্গাদে সালতানাতে অধিষ্ঠিত হন? ১
- খ. ফিরোজ শাহ ছিলেন ক্রীতদাসদের প্রতি অনুরুত্ত - ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে তকী খানের প্রজাহিতৈষী কাজের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের কাজের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তকী খানের জমিদারির পরিণতির সাথে তুঘলক বংশের পরিণতি আলোচনা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ সালতানাতে অধিষ্ঠিত হন।

খ ফিরোজ শাহ ছিলেন ক্রীতদাসদের প্রতি অনুরুত্ত।

ফিরোজ শাহ একটি বিরাট ক্রীতদাস বিভাগ গড়ে তোলেন। তার আমলে ১,৮০,০০০ জন ক্রীতদাস ছিল। এর মধ্যে দরবারে প্রায় বারো হাজার ক্রীতদাস বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থেকে পারদর্শী হয়ে ওঠে। ক্রীতদাসদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' নামে একটি নতুন বিভাগ স্থাপন করা হয়। যুদ্ধবন্দিদের অবস্থা হত্যা না করে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য সুলতান তাদের প্রতি উদার মৌতি গ্রহণ করেন। এ ব্যবস্থা মানবোচিত হলেও এতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে পরিবর্তীকালে রাজ্যে আর্থিক সংকট দেখা দেয় এবং এসব দাস দিয়ে সালতানাতের জন্য হুমকি হয়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে তকী খানের প্রজাহিতৈষী কাজের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের ফিরোজ শাহ তুঘলকের কাজের সাদৃশ্য রয়েছে।

জমিদার তকী খান প্রজাদরদি ছিলেন। তিনি এতিম ও অসহায়দের সাহায্যার্থে বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ কাজে রাজকোষের প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ফলে তিনি জনগণের নিকট প্রশংসিত হন। ফিরোজ শাহ তুঘলকও তার প্রজাতৈষী কাজের জন্য প্রশংসিত ছিলেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের গৃহীত কয়েকটি প্রজাহিতৈষী পদক্ষেপ ইতিহাসে 'মাতামহীসুলত ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য দিকের মধ্যে ছিল বিবাহ দপ্তর এবং চাকরি দপ্তর প্রতিষ্ঠা। বিবাহ দপ্তরের মাধ্যমে গরিব ও অনাথ মেয়েদের সরকারি খরচে বিয়ে এবং বেওয়ারিশ লাশের অত্যুচ্চিত্তিয়া সম্পর্কের ব্যবস্থা করা হতো। 'দিওয়ান-ই-ইস্তহাক' নামক দপ্তর থেকে দরিদ্র, অনাথ ও বিধবাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হতো। প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুলতান 'দারউস শেক্ষ' নামক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। অন্যান্য শহরে এরকম আরও ৪টি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। সুলতান ৩৬টি কুন্দ ও বৃহৎ শিল্পকারখানা গড়ে তুলেছিলেন। কৃষিকাজের উন্নতির জন্য খাল খনন করেন এবং প্রায় ১২০০ উদ্যান নির্মাণ করে আয়ের টাকা দিয়ে খাদ্যঘাটতি পূরণ করেন। এভাবে সুলতান জনস্বাস্থ্যমূলক কাজের হাতা তার শাসনব্যবস্থাকে স্মরণীয় করে রাখেন। সুতরাং জনকল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণের দিক দিয়ে তকী খান এবং ফিরোজ শাহ তুঘলক পরম্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের তকী খানের জমিদারির পরিণতির সাথে তুঘলক বংশের পরিণতির সাদৃশ্য বিদ্যমান। সুতরাং জনকল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণের দিক দিয়ে তকী খান এবং ফিরোজ শাহ তুঘলক পরম্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রজাহিতৈষী কার্যক্রমের মাধ্যমে জমিদার তকী খান জনগণের আশ্পদা ও ভালোবাসা পেলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হতে পারেননি। তার গৃহীত পদক্ষেপ আর্থিক সংকট সৃষ্টি করে এবং তার জমিদারির পতন ঘটে। দিয়ি সালতানাতের ইতিহাসে ফিরোজ শাহ তুঘলককেও অনুরূপ পরিণতির শিকার হতে দেখা যায়।

ফিরোজ শাহ জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন কিন্তু সিংহসনের মূলভিত্তি তিনি রক্ষা করতে পারেননি। সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ, বিশুল্যনা দমনে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তার আরেকটি বড় ভুল ছিল জায়গিরদারি প্রথার পুনৰ্প্রবর্তন। এর

ফলে অভিজাতবর্গ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ে। তিনি সেনাবাহিনীতে বংশানুক্রমিক চাকরির অধিকার প্রদান করে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তার সৃষ্টি ক্রীতদাস বাহিনীর ভরণপোষণে রাজকোষের প্রচুর অর্থ অপচয় হয়। ফলে সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুলতান ফিরোজ শাহ শাসনকার্যে উল্লম্বাদের প্রাধান্য দেওয়ায় অসুন্দি মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের রোষানলে পতিত হন। অপরাধীদের শাস্তি প্রদান রহিত করার ফলে দুর্নীতি বেড়ে যায় এবং দুর্নীতিপরামুণ্ড কর্মচারীরা সরকারি অর্থসম্পদ লুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে রাজ্যের আর্থিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসননীতি ও কার্যাবলি তুঘলক বংশের পতনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না হলেও এ বংশের পতনের পথকে তুরাবিত করেছিল।

প্রশ্ন ১০ ফরাসী গৃহযুদ্ধের ফলে প্রজাতন্ত্রী সরকারের অর্থ সংকট দেখা দেয়। অর্থ সংকট মোচনের জন্য সরকার ক্ষমতাদের প্রদেয়ে করের ওপর প্রতি ত্রুটি পিছু ৪৫ সেন্টিম পরিমাণ কর বৃদ্ধি করেন। কর বৃদ্ধির জন্য ক্ষমত সমাজ অসন্তুষ্ট হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিস নগরীকে ভেঙ্গে পুনর্গঠন আরম্ভ করেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ব্যারন হজম্যানের পরিকল্পনা অনুসারে নতুন রাস্তাঘাট ও ঘর বাড়ি তৈরি করা হয়। উদ্যান ও জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করে শহরের জীবনযাত্রার উন্নতি করা হয়। প্যারিস একটি উন্নত নগরীতে পরিষ্কৃত হয়।

- ক. কোন সুলতান দ্বিতীয় আলেকজান্ড্র উপাধি গ্রহণ করেছিলেন? ১
- খ. পিয়াউন্ডিন বলবন এর মোজল নীতি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের ঘটনা মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কোন পরিকল্পনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর এর ঘটনা তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান আলাউন্দিন খলজি দ্বিতীয় আলেকজান্ড্র উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

খ মোজলদের প্রতিহত করার জন্য সুলতান পিয়াসউন্ডিন বলবনের গৃহীত নীতিই মোজল নীতি নামে পরিচিত। মোজলদের আক্রমণ প্রতিহত করতে বলবন সেনাবাহিনী পুনর্গঠন এবং তাদেরকে সামরিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত করেন। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ৰগুলোতে সুলতান নতুন দুর্গ নির্মাণ এবং পুরাতন দুর্গগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। মোজলদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে তিনি সর্বদা রাজধানীতে অবস্থান করতেন। মূলত বলবন নতুন রাজ্য বিজয়ে উৎসাহিত না হয়ে রাজ্যে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি এবং সাম্রাজ্যকে শক্তামুক্ত রাখতে মোজল আক্রমণ প্রতিহতের জন্য বেশি সচেষ্ট ছিলেন।

গ উদ্দীপকের ঘটনা মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির পরিকল্পনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ফরাসী গৃহযুদ্ধের ফলে সৃষ্টি অর্থ সংকট মোচনে সরকার ক্ষমতাদের প্রদেয়ে করের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন। অনুরূপভাবে, অনেকটা একই রকম প্রেক্ষাপটে দিয়ি সালতানাতের সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক উর্বর দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে উর্বর ঘটনা সাদৃশ্যপূর্ণ।

জ্ঞান ও যন্মনা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চল দোয়াব নামে পরিচিত। দিয়ি সালতানাতের শস্যভাণ্ডার নামে পরিচিত এই অঞ্চলে কর বৃদ্ধি ছিল মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিকল্পনা। প্রতিহাসিক ড্রিউ হেপের মতে, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও শাসনব্যবস্থা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিস নগরীকে ভেঙ্গে পুনর্গঠন আরম্ভ করেন। একইভাবে মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী দিয়ি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করলে নতুন শহর এর অবকাঠামো বিনির্মাণে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে সুলতান তার উচ্চাভিলাষী নীতির মাধ্যমে দোয়াব অঞ্চল থেকে অতিরিক্ত কর আহরণের মাধ্যমে খরচ যোগানের পরিকল্পনা করেন। দোয়াব অঞ্চলের কর বৃদ্ধির মাধ্যমে সুলতান দেবগিরিকে উন্নত নগরে পরিণত করতে পারলেও পরবর্তীতে নানা কারণে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের এই সিদ্ধান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

গ সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অভ্যন্তর উচ্চাভিলাষী সুলতান। তিনি রাজত্বের প্রথম ভাগে পাঁচটি উচ্চাকাঞ্জামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার এ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার অন্যতম শাসনতাত্ত্বিক পদক্ষেপ ছিল দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, তৃতীয় নেপোলিয়ন যেমন প্যারিস নগরীকে ভেঙ্গে পুনর্গঠন করেন, নতুন রাষ্ট্রাঘাট, ধরবাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেন।

অনুরূপভাবে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকও কতগুলো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের অন্যতম কারণ ছিল এর ভৌগোলিক অবস্থান ও গুরুত্ব। দেবগিরি বিশাল দিল্লি সালতানাতের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় কৌশলগত সুবিধা ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য কেন্দ্রভূমিতে রাজধানী স্থাপন অধিক যৌক্তিক বলে সুলতান মনে করেছিলেন। তাছাড়া মোঙ্গল আক্রমণের পটভূমিতে দিল্লি অপেক্ষা দেবগিরি ছিল অনেক বেশি নিরাপদ। অন্যদিকে দার্কিঙাত্তের ওপর নজরদারি ও এর ধৈনেশ্বর্য নিয়ন্ত্রণ ও সহ্যবহারের উদ্দেশ্যে দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন অধিক সমীচীন ছিল। এ সকল কারণেই মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করা হয়, যা উদ্দীপকের রাজধানী স্থানান্তরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ১১ জনৈক বৃন্দিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ভাইদের ষড়যন্ত্র কারণে দাস হিসেবে একজন শাসকের কাছে বিক্রি হন। অঞ্চলের মধ্যে তার আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ও কর্মসূক্ষতায় প্রীত হয়ে উক্ত শাসক নিজ কল্যাণ সাথে তার বিয়ে দেন। শাসকের মৃত্যুর পর তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন এবং রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা লাভ করেন।

(/নেজাবতী সরকারি মহিলা কলেজ/)

ক. মালিক কাফুর কে ছিলেন?

১

খ. শাসনকার্যে সুলতান রাজিয়া কেন ব্যর্থ হলেন?

২

গ. উদ্দীপক উল্লিখিত শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের মিল রয়েছে?

৩

ঘ. উক্ত শাসককে দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়— বিশ্লেষণ কর।

৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালিক কাফুর ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন খলজির প্রধান সেনাপতি।

খ শাসনকার্যে সুলতান রাজিয়ার ব্যর্থতার মূলে ছিলে তুর্কি অভিজাতদের উচ্চাভিলাষ। অ-তুর্কি মুসলমানদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ এবং তাদের ওপর রাজিয়ার নির্ভরতা সুলতানি সাম্রাজ্যের ওপর তুর্কিদের অপ্রতিহত ক্ষমতা স্থাপনের আকাঞ্জকা বাস্তবায়নের অন্তরায় হয়ে দাঢ়ায়। তাছাড়া রাজিয়ার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও কঠিন হস্তে শাসন পরিচালনার প্রয়াসও তাদের নিকট কাম্য ছিল না। ফলে তুর্কি অভিজাতরা ঐক্যবন্ধ হয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে রাজিয়ার পতন ঘটায়।

গ উদ্দীপকের জনৈক ব্যক্তির সাথে সুলতানি আমলের শাসক শামসউদ্দিন ইলতুর্থমিশের মিল রয়েছে।

শামসউদ্দিন ইলতুর্থমিশ তর্কিস্তানের অভিজাত ইলবারি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগের নির্মম পরিষ্কারের শিকার হয়ে তিনি দাস হিসেবে প্রাথমিক জীবন পার করেন। পরবর্তীতে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতাবলে দিল্লি সালতানাতের শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। উদ্দীপকের জনৈক বৃন্দিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির জীবনেও এ ঘটনার প্রতিচ্ছবি অঙ্গিত হয়েছে। জনৈক বৃন্দিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেও মানব পাচারের শিকার হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের খুমস প্রদেশের শাসনকর্তার নিকট বিক্রয় হন। পরবর্তীতে নিজ যোগ্যতাবলে ঐ শাসকের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং খুন্দুরের মৃত্যুর পর জনৈক ব্যক্তি খুমস প্রদেশের শাসক হন। ঠিক একইভাবে ইলতুর্থমিশ অভিজাত পরিবারের জন্মগ্রহণ করেও ভাতৃবিরোধের শিকার হয়ে শৈশবেই জনৈক ব্যক্তির নিকট দাস হিসেবে বিক্রি হন। পরবর্তীতে তাকে দিল্লিতে এনে কুতুবউদ্দিন আইবেকের নিকট দাস হিসেবে বিক্রয় করা হয়। ইলতুর্থমিশের প্রজা, বিচক্ষণতা, কর্মসূক্ষ্মতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে কুতুবউদ্দিন স্বীয় কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দেন। কুতুবউদ্দিন আইবেকের নির্দেশে তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে বাদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আইবেকের মৃত্যুর পর ইলতুর্থমিশ দিল্লির সালতানাতে অধিষ্ঠিত হন। উদ্দীপকে এ দৃশ্যপটেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুর্থমিশকে দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুর্থমিশ দিল্লি সালতানাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদ ইলতুর্থমিশকে নিঃসন্দেহে মামলুক বংশের ‘প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা’ এবং স্টেনলিলেনপুল সভিকারের প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিহিত করেছেন। কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর সুলতান আরাম শাহের দুর্বল শাসনের সুযোগে ক্ষমতালোভী অভিজাত বর্গ, আমির-মালিক এবং প্রদেশ পালদের বিদ্রোহ এবং সিন্ধু, বাংলা, রনথম্পোর ও গোয়ালিয়ার ইত্যাদির স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে ভারতে তুর্কি আধিপত্য যথন বিপদাপন, ঠিক সেই সংকটমুহূর্তে ইলতুর্থমিশ সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে সাহস, দৃঢ়তা, দূরদৰ্শিতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন ও প্রতিষ্ঠানীদের পরাভূত করে শুধু দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্ব রক্ষা করেননি বরং একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম সালতানাতের বিরুদ্ধে হিন্দুদের চ্যালেঞ্জকেও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করেন। বস্তুত তার দৃঢ়তা ও উদ্যমশীল কর্মপ্রচেষ্টা দিল্লি সালতানাতকে ঐক্যবন্ধ করে এবং অঙ্কুরে ঝৎসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তার এ অসামান্য কীর্তি তাকে দিল্লি সালতানাতের প্রাথমিক যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান এবং প্রাথমিক তুর্কি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

উল্লিখিত আলোচনার নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুলতান ইলতুর্থমিশ স্বীয় কর্মের মাধ্যমেই দাস বা মামলুক বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ১২ সেনবাগ পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর জনাব আবু জাফর টিপু নিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে পৌরসভার বাজারে মূল্যালিকা বোর্ড স্থাপন করেন।

ক. আড়াই-দিন-কা বোপড়া মসজিদ কে নির্মাণ করেন।

১

খ. চালিশ চক্রের পরিচয় দাও।

২

গ. অনেকদেশে উল্লিখিত জনাব আবু জাফর টিপুর কর্মকাণ্ডে তোমার পঠিত কোন শাসকের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে মেয়র আবু জাফর টিপু কী কী ব্যবস্থা নিতে পারে বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর।

৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আড়াই-দিন-কা বোপড়া মসজিদ নির্মাণ করেন কুতুবউদ্দিন আইবেক।

খ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে প্রভাব- প্রতিপত্তিসম্পন্ন চালিশজন আমিরই চালিশচক্র হিসেবে পরিচিত। এ চালিশজন তুর্কি-আমিরের বিরুদ্ধে বলবন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি নিম্নপদস্থ তুর্কিদেরকে আমির পদে নিয়োগ দেন এবং পূর্বের প্রভাবশালী আমিরদেরকে সামান্য অপরাধের কারণে শাস্তির বিধান করেন। ফলে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসনামলে যে চালিশজন আমিরের দরুন সুলতানের সম্মান ও ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে তিনি জনমনে স্বীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

গ উদ্দীপকে মেয়র আবু জাফর টিপুর দ্ব্যামূল্য সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, সেনবাগ পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর জনাব আবু জাফর টিপু নিয়ত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে পৌরসভার বাজারে মূল্যালিকা বোর্ড স্থাপন করেন। এ মূল্য নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার প্রতিফলন আমরা আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যেও লক্ষ করি।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সিংহসনে আরোহণ করেই নিয়ত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশেষ গুরুত্বাবৃপ্ত করেন। মূলত আলাউদ্দিন খলজি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও রাজ্যবিস্তারের জন্য যে সেনাবাহিনী গঠন করেন তাদের ব্রহ্মবায়ে

পোষণের জন্য তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি নিয়তপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করেন। যেমন— গম প্রতিমগ ৭ $\frac{1}{2}$, জিতল (জিতল = .০৬ পঁয়সা), বার্লি প্রতিমগ ৪ জিতল, ধান প্রতিমগ ৫ জিতল, ডাল প্রতিমগ ৫ জিতল, তিল তৈল ৩ সের ১ জিতল, মাখন ২ $\frac{1}{2}$, সের ১ জিতল ইত্যাদির মূল্য তিনি নির্ধারণ করেন। সুতরাং বলা যায়, উচ্চিষ্ঠ মেয়ারের কর্মকাণ্ড সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

৪ উদ্দীপকে মেয়ার আবু জাফর টিপু মুদ্রাস্ফীতি রোধ, গুদামঘর নির্মাণ এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের দমনের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কার্যকর করতে পারেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার কার্যকর দৃষ্টিত্ব স্থাপন করেছিলেন। তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণে পদ্য বাজার স্থাপন, বাজার পরিদর্শন ব্যবস্থা, নির্ধারিত মল্যে পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করা, মজুত নিরোধব্যবস্থা ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। উদ্দীপকের মেয়ারও এবুপ কার্যকর ব্যবস্থা প্রাপ্ত করে সফল হতে পারেন।

মূল্য নিয়ন্ত্রণে আবু জাফরকে প্রথমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এছাড়া খাদ্যঘাটাতি পুরণ করার জন্য শস্যাগ্রহ বা গুদামঘর নির্মাণ করার মাধ্যমে তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা যাতে কোনো অসদৃশ্য অবলম্বন করতে না পারে সেদিকেও তাকে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায়ীদের প্রতিরোধের মাধ্যমেও এ ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারেন। পণ্যদ্রব্য যাতে সময়মতো ক্রেতার নিকট সরবরাহ করা যায় সেজন্য পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা প্রাপ্ত করতে পারেন। তাছাড়া বাজারের ফটকা ব্যবসায়ীদের দমন করে তিনি এ নীতি কার্যকর করতে পারেন। পণ্যদ্রব্য মজুত করে মজুতদাররা যাতে কৃতিম আভাব সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্যও তাকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে আবু জাফর টিপুকে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মতোই কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রশ্ন ১৩ তৃঘলক বৎশের একজন শাসনকর্তা শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কিছু উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে উক্ত শাসক রাজধানী দিল্লি হতে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন। বিদ্রোহীদের দমন করতে খোরাসান ও কারাচিল অভিযান করেন এবং তাম্রমুদ্রা প্রচলন, দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোযোগী হন। কিন্তু তিনি দিল্লি সুলতানদের মধ্যে বিহান ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

(নোয়াবানী সরকারি মহিলা কলেজ)

- | | |
|---|---|
| ক. দাস বৎশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? | ১ |
| খ. গিয়াসউদ্দিন বলবনের বাংলা অভিযানের বর্ণনা দাও। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে উচ্চিষ্ঠ শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উক্ত শাসকের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ দিল্লি সালতানাতে কতটুকু প্রভাব ফেলেছিল? ব্যাখ্যা কর। | ৪ |

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দাস বৎশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুর্মিশ।

খ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাংলার শাসনকর্তা তৃঘরিল খানের বিদ্রোহ দমন করার জন্য পরপর তিনটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনটি অভিযানই ব্যাপ্তি হয়। উপর্যুক্তি ব্যাপ্তি করে অভিযানে নেতৃত্ব দেন। শাহজাদা বুগরা খান এ অভিযানে পিতার সঙ্গী হন। সুলতানের আগমনে জীত হয়ে তৃঘরিল খান রাজধানী ছেড়ে উড়িষ্যার অরণ্যে আশ্রয় নিয়েও শেষ রূপ্তা করতে পারেননি। তিনি রাজকীয় বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং তাকে হত্যা করা হয়। অতঃপর পুরু বুগরা খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করে বলবন বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

গ উদ্দীপকে উচ্চিষ্ঠ কর্মকাণ্ডের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের শাসক মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন শাসক সিংহাসনে আরোহণ করেই তার রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং পুরাতন রাজধানীর সকল মানুষকে নতুন রাজধানীতে যেতে বাধ্য করেন। ফলে বহুলোকের মৃত্যু ঘটে। এ তথ্য মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের শাসননীতির সাথে সংগতিপূর্ণ।

মুহাম্মদ বিন তৃঘলক প্রশাসনিক সুবিধা বিবেচনা করেই রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেছিলেন। দেবগিরিকে রাজধানী হিসেবে পরিবার-পরিজন, আমির-ওমরাহ, অভিজাত ব্যক্তিগণ এবং দিল্লির জনগণসহ দেবগিরিতে গমন করেন। দিল্লি থেকে দেবগিরির দূরত্ব ছিল ৭০০ মাইল। এই দীর্ঘ রাস্তা অভিক্রম করতে গিয়ে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফলে পথিমধ্যে অনেকের মৃত্যু ঘটে এবং রাজধানীতে পৌছার পর অসংখ্য মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এছাড়া দিল্লির বিশ্বপ্র জোবহাওয়া এবং হিন্দু অধ্যায়িত হওয়ার কারণে সেখানে আমির-ওমরাহগণ বসবাস করতে রাজি ছিলেন না। এ কারণে সুলতান বাধ্য হয়ে রাজধানী দিল্লিতে ফিরিয়ে আনেন। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে সুলতান মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের কর্মকাণ্ডেরই প্রতিষ্ঠিত ফুটে উঠেছে।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ দিল্লি সালতানাতে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে না পারলেও এগুলো ছিল আধুনিক ও গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

মুহাম্মদ বিন তৃঘলক ছিলেন একজন আধুনিক সংস্কারক। উত্তোবন ও অভিনবত্ব ছিল তার প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি মোট পাঁচটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার সব কয়টি পরিকল্পনাই ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। তবুও তার পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে আধুনিকতার ছাপ ছিল। উদ্দীপকে মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের এ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাগুলোর প্রতিটি ইঞ্জিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, একজন শাসক তার রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং পুরাতন রাজধানী শহরের লোকদের নতুন শহরে যেতে বাধ্য করেন। যা বহু লোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঢ়ায়। এই ঘটনাটি মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেটি বহু মানুষের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তবুও তার এ পরিকল্পনাটিকে নিরুন্ধিতা প্রসূত কাজ বলা যায় না। কেননা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা দেখা যায় সুলতানের রাজধানী স্থানান্তরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সাম্রাজ্যের জন্য মজলিকর। তিনি মোজাল আক্রমণ থেকে রাজধানীকে রক্ষা করা এবং দাক্ষিণাত্যের ধন-সম্পদের সম্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রাজধানী স্থানান্তরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সাম্রাজ্যের জন্য মজলিকর। তিনি মোজাল আক্রমণ থেকে রাজধানীকে রক্ষা করা এবং দাক্ষিণাত্যের ধন-সম্পদের সম্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রাজধানী স্থানান্তরের করেছিলেন। তবে এ কথা সত্য যে, সুলতানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তার দিল্লির সকল মানুষকে দেবগিরিতে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। কিন্তু তিনি প্রজাদের মজলাহেই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও তার পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না।

প্রশ্ন ১৪ সুরজ মিয়া চেয়ারম্যান হওয়ার পর অনেকেই তার কাছে সাহায্যের জন্য আসেন। কেউ চিকিৎসা সাহায্যের জন্য, কেউ কল্যাণ দায়গ্রস্ত হয়ে, কেউ ছেলেমেয়েদের চাকুরির তদবিরের জন্য, কেউ মৃতের স্বত্কারের জন্য। সুরজ মিয়া ভাবলেন, তাঁর একাকার পক্ষে এ সকলের সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই এলাকার বিস্তারালীদের সহযোগিতা নিয়ে এসব সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করেন। প্রথমেই তিনি একটি ফাস্ট গঠন করে এলাকার কল্যাণ দায়গ্রস্তদের সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

(নোয়াবানী সরকারি মহিলা কলেজ)

- | | |
|---|---|
| ক. তৈমুর লঙ্ক কত শ্রিষ্টাদে ভারত আক্রমণ করেন? | ১ |
| খ. আলাউদ্দিন খলজির মোজাল নীতি আলোচনা কর। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে সুরজ মিয়ার প্রথম সমস্যা সমাধানের সাথে সুলতান ফিরোজ শাহ তৃঘলকের কোন কাজটির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উক্ত সমস্যা ছাড়া আর কোন কোন সমস্যা সমাধানে ফিরোজ শাহ তৃঘলকের বিশেষণ কর। | ৪ |

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তৈমুর লঙ্ক ১৩৯৮ খ্রিষ্টাদে ভারত আক্রমণ করেন।

বি সূজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গু উদ্বীপকের সুবুজ মিয়ার প্রথম সমস্যা সমাধানের সাথে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের মানব কল্যাণমূলক কাজের মিল রয়েছে। ফিরোজ শাহ তুঘলক একজন দয়াপ্রচণ্ড ও প্রজারঞ্জক সুলতান ছিলেন। তার প্রজাহিতেওয়ামূলক কয়েকটি পদক্ষেপ ইতিহাসে মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থার উন্নেখযোগ্য দিকের মধ্যে ছিল 'বিবাহ দণ্ড' এবং 'চাকরি দণ্ড' প্রতিষ্ঠা। 'দিওয়ান-ই-খায়রাত'-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিবাহ দণ্ডের মাধ্যমে গরিব ও অনাথ মেয়েদের সরকারি খরচে বিয়ে এবং বেওয়ারিশ লাশের অন্তর্ভুক্তিক্রিয়া সম্পন্নের ব্যবস্থা করা হতো। আর 'দিওয়ান-ই-ইষ্টহক' নামক দণ্ডের মাধ্যমে দরিদ্র, অনাথ ও বিধবাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হতো। চাকরি দণ্ডের কাজ ছিল যোগ্যতা অনুযায়ী বেকার যুবকদের চাকরির ব্যবস্থা করা। উদ্বীপকের চেয়ারম্যান সুবুজ মিয়ার নিকট অনেকেই আসেন সাহায্যের জন্য। কেউ চিকিৎসা, কেউ কন্যা দায়গ্রন্থ হয়ে, কেউ চাকরির তদবির নিয়ে, আবার কেউ মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য। পূর্বোক্ত আলোচনা অনুযায়ী নির্ধিষ্ঠায় বলা যায় যে, উদ্বীপকের কাজগুলো সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বি উদ্বীপকে উল্লিখিত সমস্যা ছাড়াও ফিরোজ শাহ তুঘলক দুর্বল প্রশাসনিক ভিত মজবুতকরণ, আর্থিক অব্যবস্থাপনা রোধ এবং প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতসহ অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দিয়ি সালতানাতের এক সংকটময় পরিস্থিতিতে সিংহসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ফিরোজ শাহ তুঘলক প্রথমেই প্রশাসনিক ভিত মজবুত করার চেষ্টা করেন। সুদৃঢ় প্রশাসক মালিক-ই-মকবুলকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়। অভিজ্ঞত ও উল্লেখযোগ্য শুভেচ্ছা, সমর্থন ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের কিছু বৈষয়িক সুবিধা প্রদান এবং সাধারণ জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের চেষ্টা করা হয়। ফিরোজ শাহ তুঘলক সরকারি ঝুঁপ মণ্ডুকুফ ও নিয়ে ব্যবহার্য পশ্যমূল্য ত্বাস ও নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নজর দেন। সালতানাতের আর্থিক অব্যবস্থাপনা রোধ এবং অধীনেতৃক কাঠামো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজস্ব প্রশাসনে নানা সংস্কার সাধন করেন। জনদুর্ভোগ লাঘব, রাজতন্ত্রের অবস্থার উন্নতি এবং জনপ্রশাসনের প্রতি তাদের আশ্চর্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সুলতান কৃষকদের সরকারি বকেয়া ঝুঁপ মণ্ডুকুফ করেন। তিনি প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'দার উশ শেফা', 'বিমারিস্তান', বা 'শিফাখানা' নামক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। এসব দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, এমনকি দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধও সরবরাহ করা হতো।

পরিশেষে বলা যায়, ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন একজন প্রজাহিতেষী শাসক। তিনি রাজ্য এবং রাজ্যের প্রজাদের বৈষয়িক উন্নয়নে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ১৫ রফিক সাহেব 'ক' ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর কিছু ব্যক্তিক্রম ও নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার ৫টি পরিকল্পনার মধ্যে উন্নেখযোগ্য ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থানান্তর এবং বিশেষ এলাকার সোকদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য। তার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মহৎ হওয়া সত্ত্বেও সময়ের তুলনায় অগ্রবতী হওয়ায় সেগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। (অঙ্গুল কাদির খোলা সিটি কলেজ, নরসিংহপুর)

- ক. লোদি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
- খ. পানিপথের ২য় যুদ্ধের ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. রফিক সাহেবের পরিকল্পনাগুলো তোমার পঠিত শাসকের কোন পরিকল্পনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্বীপকের শেষোক্ত বাক্যটি তোমার পঠিত শাসকের ক্ষেত্রে কতটুকু যথাযথ? মূল্যায়ন কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. লোদি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান বাহলুল লোদি।

খ. পানি পথের প্রথম যুদ্ধের ন্যায় ছিতীয় যুদ্ধেও ছিল চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ।

১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সন্ত্রাট আকবর ও আফগান সেনাপতি হিমুর মধ্যে পানিপথের ছিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হিমু পরাজিত ও নিহত হয়। ফলে মুঘলরা পুনরায় ভারতের রাজনৈতিক ঘটে অধিষ্ঠিত হয়। পানিপথের ছিতীয় যুদ্ধের ফলে একদিকে ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারে মুঘল-আফগান সংঘর্ষের অবসান হয়, অন্যদিকে আফগান শক্তি ধূলিসাং হয়। এ যুদ্ধের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া এ যুদ্ধের ফলে মুঘলদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত ও প্রস্তুত হয়।

গু উদ্বীপকে বর্ণিত রফিক সাহেবের পরিকল্পনার সাথে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও উন্নততর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দিয়িতে রাজধানী স্থাপন ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দির সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্বীপকে উল্লিখিত রফিক সাহেব সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা, উন্নত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শূন্য অর্থভাবের পূরণের উদ্দেশ্যে কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকও এমন প্রেক্ষাপটে কিছু উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। রাজধানী স্থানান্তর ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দি এমনই দৃঢ় পরিকল্পনা।

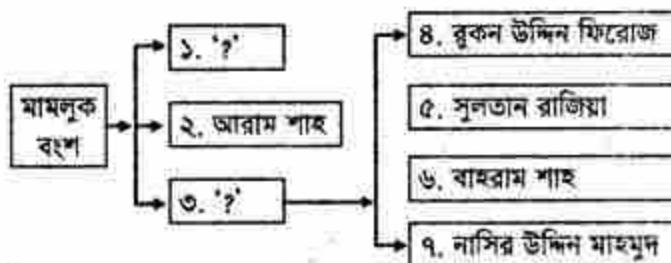
সহজতর নজরাদারি, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহতকরণ ও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিয়ি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। পরবর্তীকালে রাজধানীর নাম বাঁধেন দৌলতাবাদ। কিন্তু তার এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। রাজভাগ্নির সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি দোয়াবে কর বৃন্দি করেন। কারণ দোয়াব ছিল দিয়ি সালতানাতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ভূমি। গাজা-যমুনার মধ্যবর্তী এ ভূভাগে পানির অভাব না থাকায় এখানে শস্যের ফলে সর্বদা ভালো হতো। দিয়ির সুলতানরা সুযোগ বুঝে সর্বদা তিনি দোয়াবে কর বৃন্দি করতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দোয়াবে উৎপন্ন শস্যের শতকরা ৫০ ভাগ বা অর্ধেক কর ধার্য করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এতেও দোয়াবের ক্ষয়তদের কোনো অসুবিধা হতো না, কারণ দোয়াব সত্ত্বাই উর্বর ছিল। তবে তুঘলকের এ পরিকল্পনা ও ব্যর্থ হয়। অতিরিক্ত করদানে কৃষক সম্পদায়ের মধ্যে অর্থিক ক্ষেপ বৃন্দি এবং সংকট সৃষ্টি হয়। এর ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ঘ. মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ তৎকালীন যুগের থেকে অগ্রবতী হওয়ায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনাকে অনেকে এক বৈরাচারী শাসকের নির্বুদ্ধতাপ্রসূত নিষ্কল কাজ এবং কেউ কেউ "অসাবধানী পরিকল্পনা" বলে অভিহিত করেছেন। লেনপুলের মতে, "দৌলতাবাদ ছিল ভ্রান্তপথে পরিচালিত উদ্যমের কীর্তিস্তু।" সুলতানের রাজধানী স্থানান্তরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মহৎ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সাম্রাজ্যের জন্য মাজলকর। কিন্তু সুলতানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি ছিল তুটিপূর্ণ। তিনি যদি কেবল তার দরবার ও প্রশাসনিক দণ্ডের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ক্ষতি হতেন, তবে সুলতানের পরিকল্পনাটি সংগত ও বাস্তবে পরিণত হতো। কিন্তু তা না করায় মহৎ উদ্দেশ্যপ্রাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

প্রাক্তিক দুর্ঘেস্থের ফলে দোয়াব অঞ্চলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এতে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। আর ঠিক এ সময়ে বর্ধিত হারে রাজস্ব আরোপের ফলে কৃষকেরা ক্ষিণ হয়ে ওঠে। তারা বিদ্রোহ করে এবং অনেকে নিজ বামারের শস্য পুড়িয়ে ফেলে ও কৃষিকাজ ত্যাগ করে বনে-জঙগলে আশ্রয় নেয়। জীবন-ধারণের প্রয়োজনে অনেকে দস্যুতার পথ বেছে নেয়। ঐতিহাসিক বারানীর মতে, 'কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।' তিনি বলেন, সুলতানের উৎপীড়নে রায়তরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে জঙগলে আশ্রয় নেয়। সুলতান দোয়াবে বিজীবিকা ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। ফলে সুলতানের কর বৃন্দির পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অপরিগামদর্শিতার কারণে তার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।



(জাহাঙ্গীর যোগ্য দিনিটি কৃতজ্ঞ, নথিসংক্ষোপে)

- ক. 'সুলতানি আমলের আকবর' বলা হয় কাকে? ১
 খ. রেশনিং ব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. প্রদত্ত ছকে ১নং '?' চিহ্নিত স্থানে কোন শাসককের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. ৩নং '?' চিহ্নিত স্থানে নির্দেশিত শাসককে কি উক্ত বৎশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতানি আমলের আকবর বলা হয় সুলতান আলাউদ্দিন খলজিকে।

খ রেশনিং ব্যবস্থা বলতে পণ্য বরাদ্দ নির্ধারণকে বোঝায়।

রেশনিং ব্যবস্থা সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মহান উত্তীর্ণিত একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী একটি পরিবার সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে পারত। এ ব্যবস্থার ফলে দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি।

গ ১নং '?' চিহ্নিত স্থানে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কথা বলা হয়েছে প্রদত্ত ছকে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, একজন ক্রীতদাস একসময় একটি অঞ্চলের শাসক হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত করেন। তিনি ক্রীতদাস হিসেবে বলে তার প্রতিষ্ঠিত বৎশের দাস বৎশ বলা হয়। প্রদত্ত ছকের ১নং চিহ্নিত স্থানে মামলুক বৎশের প্রথম শাসককে ইঙিত করা হয়েছে। এখানে মূলত কুতুবউদ্দিন আইবেকের কথা বলা হয়েছে। তিনি প্রাথমিক জীবনে একজন ক্রীতদাস হয়েও পরবর্তীতে দিল্লি সালতানাতের শাসকের মর্যাদা লাভ করেন। আর তার প্রতিষ্ঠিত এ রাজবৎশকে মামলুক বা দাসবৎশ বলা হয়। তিনি সৎ চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী এবং অত্যধিক কৃতিত্বের অধিকারী হিসেবে।

দ্বিতীয় প্রসাদ কুতুবউদ্দিন আইবেক সম্পর্কে বলেন, 'আইবেক হিসেবে কুমতাধর এবং সুযোগ্য শাসক, তিনি সর্বদা উচ্চস্তরের চারিত্রিক দৃঢ়তা বজায় রাখতেন। তিনি হিসেবে অসীম সাহসী, পরিশ্রমী ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি ধর্মানুরাগী হিসেবে। তবে তার মধ্যে পরম্পরাহিতুর অভাব ছিল না। তিনি হিসেবে স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্রকারী। সেনানায়ক হিসেবেও তিনি অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেন। আবার তিনি একজন যোগ্য শাসক হিসেবেও খ্যাতিমান হিসেবে। তার রাজত্বকালে জননিরাপত্তার কোনো অভাব ছিল না। চোর ও চৌর্যবৃত্তি প্রশংসিত ব্যাপার ছিল বলে ঐতিহাসিক হাসান নিয়ামী উল্লেখ করেছেন। তাহাড়া দিল্লির কুয়াত উর ইসলাম মসজিদ, আড়াই দিন-কা-রোপড়া' মসজিদ ও কুতুবমিনার তার শিল্প-সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের নির্দশন বহন করে। সুতরাং বলা যায়, কুতুব উদ্দিন আইবেক হিসেবে একজন অসীম সাহসী সেনাপতি। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ও প্রজাতজ্ঞক শাসক।

ঘ ৩নং '?' স্থানে নির্দেশিত শাসককে অর্থাৎ শামসউদ্দিন ইলতুর্মিশকে মামলুক বৎশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়।

প্রদত্ত ছকের ৩নং '?' স্থানে নির্দেশিত সুলতান ইলতুর্মিশ ক্রমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সাম্রাজ্যকে কটকমুক্ত করার প্রচেষ্টা চালান। তিনি সকল গোলযোগ ও সংকট দূর করে দিল্লি সালতানাতে পূর্বের গোরব ফিরিয়ে আনেন। সমস্যাসংকূল পরিস্থিতিতে বিচলিত না হয়ে একজন বাস্তববাদী শাসক হিসেবে তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে পরিচ্ছিতি মোকাবিলায় অগ্রসর হন। তিনি সামরিক ও কুটৈনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে কয়েক মাসের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করে অযোধ্যা, বারানসি, বাদাউন, সিওয়ালিকসহ দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেন।

কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর সুলতান আরাম শাহের দুর্বল শাসনের সুযোগে ক্রমতালোভী অভিজাতবর্গ, আমির-মালিক এবং প্রদেশ

পালদের বিদ্রোহ শুরু হয়। এছাড়া সিন্ধু, বাংলা, বৎশত্ত্বের ও গোয়ালিয়র ইত্যাদির স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে ভারতে তুর্কি আধিপত্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। এমন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ইলতুর্মিশ সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে সাহস, দৃঢ়তা, দূরদৰ্শিতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন ও প্রতিষ্ঠান্বিতের পরাভূত করে দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। একই সাথে সালতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিতও করেন। মূলত তার দৃঢ়তা ও উদ্যমশীল কর্মপ্রচেষ্টা ভারতীয় মুসলিম সাম্রাজ্য দিল্লি সালতানাতকে প্রক্রিয়াবন্ধ করে এবং অঙ্কুরে ধূমসের হাত থেকে রক্ষা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, সুলতান ইলতুর্মিশ ছিলেন রাজবৎশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

প্রশ্ন ▶ ১৭ 'আর কে ক্যাবল' কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মিনহাজ মাহতাব প্রথম জীবনে শ্রমিক ছিলেন। বিশ্বস্ততা, নিরলস পরিশ্রম ও প্রতিভাবলে তিনি প্রভূর প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেন। প্রভূর পৃষ্ঠপোধকতায় একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাড়া তিনি স্মৃতিবিজড়িত সৌধ ও মসজিদ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাড়া তিনি স্মৃতিবিজড়িত সৌধ ও মসজিদ কোম্পানি প্রাঙ্গণে নির্মাণের কাজ শুরু করেন। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা গরিব-দৃঢ়ত্বীদের মাঝে দান করতেন বলে তাকে দানেশ বলা হতো। তিনি প্রাথমিক জীবনে মুহাম্মদ ঘৰীর ক্রীতদাস হিসেবে এবং পৃথিবীর সাথে তার শত্রু সৃষ্টি হয়। ফলে মুহাম্মদ ঘৰীর ভারত আক্রমণকালে তিনি পৃথিবীর জোটে যোগদান থেকে বিরত থাকেন।

ক. সুলতান মাহমুদ কোন রাজ্যের শাসক ছিলেন? ১
 খ. জয় চাঁদ কেন পৃথিবীর সাথে যোগ দেয়নি? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মিনহাজ মাহতাব এর কোম্পানির প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথে সালতানাতে কোন শাসককের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের কারণ হাত্তাও সালতানাতের স্মৃতিসৌধটি নির্মাণের আরও কারণ ছিল? ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান মাহমুদ গজনি রাজ্যের শাসক ছিলেন।

খ জয় চাঁদের কল্যানে অপহরণ করার কারণে রাজা জয় চাঁদ পৃথিবীর জোটে যোগদান থেকে বিরত থাকেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মিনহাজ মাহতাব এর কোম্পানির প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথে কুতুবউদ্দিন আইবেকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ইতিহাসে যে ক্যাজেন ব্যক্তি সামান্য ক্রীতদাস থেকে একটি রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ও একটি রাজবৎশ প্রতিষ্ঠা করেছেন কুতুবউদ্দিন আইবেক তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি প্রাথমিক জীবনে মুহাম্মদ ঘৰীর ক্রীতদাস হিসেবে। তবে তিনি তার স্বীয় গুণাবলির বদোলতে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্র করেন। উদ্দীপকে অনুরূপ একজন শাসকের প্রতিচ্ছবি লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'আর কে ক্যাবল' কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মিনহাজ মাহতাব প্রথম জীবনে শ্রমিক ছিলেন। বিশ্বস্ততা, নিরলস পরিশ্রম ও প্রতিভাবলে তিনি প্রভূর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন এবং প্রভূর পৃষ্ঠপোধকতায় একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাড়া তিনি স্মৃতিবিজড়িত সৌধ ও মসজিদ কোম্পানি প্রাঙ্গণে নির্মাণের কাজ শুরু করেন। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা গরিব-দৃঢ়ত্বীদের মাঝে দান করতেন বলে তাকে দানেশ বলা হতো। অনুরূপভাবে কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রথম জীবনে দাস হলেও স্বীয় যোগ্যতায় মুহাম্মদ ঘৰীর প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। ১১৯২ সালের তরাইনের ফিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করলে মুহাম্মদ ঘৰী তাকে দিল্লির প্রাদুর্ভাব ও প্রদেশ সুস্থিত করেন। মুহাম্মদ ঘৰীর মৃত্যুর পর সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ঘৰী তাকে রাজদণ্ড প্রদান ও সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন। গজনির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে তিনি দিল্লি

সালতানাতের ভিত্তি রচনা করেন। সালতানাতের নিরাপত্তা বিধান, অভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও প্রজাকল্যাণ নিশ্চিতকরণে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। স্থাপত্য শিল্পের প্রতি ও তার তীব্র অনুরাগ ছিল। কুয়াত উল ইসলাম মসজিদ এবং আজমীরের আড়াই-দিনকা-ঝোপড়া মসজিদ তার স্থাপত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ নির্দশন। তিনি দিল্লিতে বিখ্যাত কুতুব মিনার নামক বিজয় স্মৃতিস্তুতির নির্মাণ কাজ সূচনা করেছিলেন। অসীম উদারতা ও দানশীলতার জন্য তিনি 'বাখুবক্স' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের মিনহাজ মাহতাব এবং কুতুবউদ্দিন আইবেক একে অপরের প্রতিজ্ঞবি।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকের স্মৃতিসৌধের নির্মাণের কারণ ছাড়াও সালতানাতের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের আরও কারণ ছিল।

কুতুবমিনার ছিল কুতুবউদ্দিন আইবেকের নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি। ১১৯২ সালে রাজ্য বিজয়ের স্মারক এবং ইসলামের বিজয়গীতা বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য সুফি সাধক কুতুবউদ্দিন ব্যক্তিয়ার কাকীর নামানুসারে তিনি দিল্লিতে এই মিনারটির নির্মাণকাজ শুরু করেন এবং তা সম্পন্ন করেন পরবর্তী সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুংমিশ। এটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বোচ্চ মিনার।

কুতুবমিনার নামক বিজয় স্মৃতিস্তুতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের স্থাপত্য কীর্তির প্রকৃষ্ট নজির। দর থেকে মিনারটি অবলোকন করলে একে বৃহদাকার কারখানার চিমনি অথবা বাতিঘরের মতো মনে হয় এবং কাছ থেকে লোহিত শিলা ও মর্মর পাথরে তৈরি উর্ধ্বাকাশে উঠে যাওয়া বাশির আকৃতির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। মিনারটি ৪ তলা বিশিষ্ট এবং ৪৭ ফুট ব্যাসের বৃনিয়াদের উপর নির্মিত। এর বারান্দা সমকোণ বিশিষ্ট পাথরের ছারা নির্মিত। সাতটি স্তরে বিভক্ত মিনারটির উপরের দৃটি স্তর ভেতে গিয়েছে। তবে অক্ষত অবস্থায় এর উচ্চতা ছিল ৩০০ ফুট। বর্তমানে এটির উচ্চতা ২২০ ফুট। সর্বোচ্চ স্তরে গমনের জন্য ইমারতের ভেতরে ৩৭৯টি ধাপবিশিষ্ট একটি ঘোরানো সিঁড়ি রয়েছে এবং সিঁড়ির গায়ে কুরআনের আয়াত খোদাই করা আছে। ইসলামের বিজয়গীতা বিশ্ব দরবারের উপস্থাপনের সঙ্গে এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আইবেক এটি নির্মাণ করেন। এটি আজানের জন্য ব্যবহৃত হতো।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের বিজয়গীতা উপস্থাপনের পাশাপাশি ধর্মীয় উদ্দেশ্যেও কুতুবমিনার নির্মাণ করা হয়।

প্রশ্ন ► ১৮. কুমতায় এসেই 'X' সরকার তাদের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী কৃষকদের খণ্ড মণ্ডকুফ করেন। ভূমিকরের পরিমাণ হ্রাস করেন। রাজ্যের আয় বৃদ্ধির জন্য ১২০০ বাগান নির্মাণ ও সংস্কার করেন। তাছাড়া জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে দলিল কোঠা তৈরি, সেতু ও রাস্তাখাট নির্মাণ, খাল খনন, হাসপাতাল নির্মাণ, বিধবা ও এতিম মেয়েদের বিবাহ দান ও বেকারদের জন্য কাজের ব্যবস্থা প্রস্তুত ছিল তাঁর উর্জেখ্যোগ্য কীর্তি। /আইতিহাস স্কুল আজে কলেজ মার্জিল চাকা/

ক. সুলতান রাজিয়া কে ছিলেন?

১

খ. তরাইনের ২য় যুদ্ধে ঘুরীর জয়লাতের কারণ কী ছিল?

২

গ. উদ্দীপকের সরকারের ন্যায় দিল্লি সালতানাতের কোন সরকার রাজ্য ব্যবস্থায় কৃষকদের প্রতি সদয় ছিলেন? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত সুলতানের জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে? উক্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান রাজিয়া ছিলেন দিল্লি সালতানাতের প্রথম নারী শাসক।

ঘ তরাইনের ছিতীয় যুদ্ধ ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১১৯২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের ছিতীয় যুদ্ধ ছিল একটি চূড়ান্ত মীমাংসাকাঙ যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী (ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাকারী) ও তার বাহিনী দীপ্ত শপথে যুদ্ধ করে। পৃথিবীজ (দিল্লি ও আজমিরের রাজপুত এবং চৌহান বংশের রাজা) ও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পর্যন্ত করে। ফলে ভারতীয় রাজগুলোর উপর মুহাম্মদ ঘুরীর চূড়ান্ত সফলতা সুনিশ্চিত হয় এবং ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকের সরকারের ন্যায় দিল্লি সালতানাতের সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজ্য ব্যবস্থায় কৃষকদের প্রতি সদয় ছিলেন।

ইতিহাসে এমন অনেক শাসক রয়েছেন, যারা প্রজাকল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এরা জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদা তৎপর থেকে তাদের সার্বিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। উদ্দীপকে বর্ণিত 'X' সরকার এবং দিল্লি সালতানাতের ফিরোজ শাহ তুঘলক জনকল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে খ্যাত হয়ে আছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কুমতায় এসেই 'X' সরকার তাদের নির্বাচিত ইশতেহার অনুযায়ী কৃষকদের খণ্ড মণ্ডকুফ করেন। ভূমিকর হ্রাস করেন। রাজ্যের আয় বৃদ্ধির জন্য ১২০০ বাগান নির্মাণ ও সংস্কার করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকও কুমতায় আরোহণ করে কৃষকদের বকেয়া খণ্ড (তাকাভি) মণ্ডকুফ করেন। পূর্ববর্তী সময়ে কৃষকদের ওপর যে সকল অবৈধ ও নিপীতনমূলক কর ধার্য করা হয়েছিল তা বাতিল করেন। রাজ্য প্রশাসনের দুর্মীতি রোধে সুলতান রাজ্যকর্মীদের হয়রানি বন্ধ এবং তাদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। কৃমি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শতদ্রু থেকে ঘাগরা পর্যন্ত ৬ মাইল এবং যমুনা থেকে হিসার পর্যন্ত দেড়শ মাইল দীর্ঘ দূর্দী খাল খননের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া সেচ সুবিধার জন্য বহু কৃপ খনন ও ৫০টির মতো বাঁধ নির্মাণ করেছিল। ফলে অনেক পতিত জমি চাহের আওতায় আসে এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে ও সুলতান আন্তর্প্রাদেশিক শুল্কসহ নানা প্রকার প্রাপ্তিক করে বিলোপ করে বাণিজ্যের প্রসার ঘটান। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সরকারের মতো সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক রাজ্য ব্যবস্থায় কৃষকদের উন্নতিকালে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ হ্যাঁ, উক্ত সুলতান তথা সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

কোনো এলকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অপরিহার্য। সালতানাতের সুলতানগণ এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃঢ়ত্বস্থ উপস্থাপন করে গেছেন। একেত্রে ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন অগ্রণ্য।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক জনদরদি শাসক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। প্রজাদের জন্য তিনি নিবেদিত প্রণ। তিনি দুর্মু, দরিদ্র ও অনাথদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে 'দারুস শিফা' নামক একটি বিখ্যাত দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এ হসপাতাল থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান ছাড়াও ওয়ুধ সরবরাহ করা হতো। এছাড়া প্রজাদের কল্যাণের জন্য তিনি বেশ কিছু জনকল্যাণকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি দরিদ্র প্রজাদের সাহায্য ও তাদের কন্যাদের বিবাহিন এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য দেওয়ান-ই-ব্যবরাত বিভাগ স্থাপন করেন। তিনি বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য চাকরি দণ্ডের স্থাপন করেন। তাছাড়াও তিনি প্রজাদের কল্যাণে সরাইখানা এবং নলকৃপ স্থাপন করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। তার এসব জনদরদি কর্মকাণ্ড ইতিহাসে 'মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বলা যায়, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাকে মাতামহীসুলভ ব্যবস্থা বলা যায়।

প্রশ্ন ► ১৯. ওয়াশি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েই অনন্য আনন্দের নিজের দলের ঘোষ্য ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজের উন্নয়ন ও তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য 'স্বৰজসংঘ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। উক্ত সংগঠন তাঁর আমলে ব্যাপক সুনাম অর্জন করে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সংগঠনের সদস্যদের ব্যক্তিগত গোত্র ও অভিগুরীণ কলাহের কারণে তাঁর উপর ওঠে। তাদেরকে আইনের আওতায় আনার জন্য পরবর্তী চেয়ারম্যান সেলিম সাহেব অতি নিষ্ঠুর ও কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদেরকে দমনসহ উক্ত সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটান। ফলে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শাস্তি ও উন্নতি অব্যাহত থাকে। /আইতিহাস স্কুল আজে কলেজ মার্জিল চাকা/

ক. বলজিদের আদিবাস কোথায়?

১

খ. দিল্লি সালতানাতের পতনে সুলতানদের নৈতিক অধিপতন দায়ী— ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকের সবুজ সংঘের সাথে ইলতুংমিশের কোন সংঘের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. সেলিম সাহেবের পদক্ষেপ সুলতান বলবনের কঠোর নীতিরই

প্রতিজ্ঞবি— মূল্যায়ন কর।

৪

ক খলজিদের আদিবাস তুর্কিস্থানে।

খ দিলি সালতানাতের পতনে সুলতানদের নৈতিক অধিঃপতন একটি অন্যতম কারণ।

দিলির শেষ সুলতানদের মধ্যে অনেকেই নৈতিক অধিঃপতন ঘটেছিল। তারা মদ্যপানে অভ্যন্তর ছিলেন এবং উপপঞ্জী রাখতেন। সুলতানরা নিজে মদ্যপান করে হেরেমে নারীবেচিত থেকে শাসনকার্য উজিরদের হাতে ছেড়ে দিতেন। অনেক সন্ত্রাট দাসদের প্রতি এত নির্ভরশীল ছিলেন যে তারা অনেকেই শাসনকার্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। তাই দিলি সালতানাতের পতনে সুলতানদের নৈতিক অধিঃপতন অনেকাংশেই দায়ী।

গ কর্মকাণ্ডগত দিক দিয়ে বন্দেগান-ই-চেহেলগানের সাথে উদ্দীপকে উল্লিখিত সবুজ সংঘের সান্দুশ্য পরিলক্ষিত হয়।

সুলতান ইলতুর্থমিশের শাসনামলে তুর্কি অভিজাতরা প্রভৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। এরাই 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামে পরিচিত ছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনও এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইলতুর্থমিশ-পরবর্তী দুর্বল উত্তরাধিকারীদের যুগে এ গোষ্ঠী প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতিতে সর্বেসর্ব হয়ে ওঠে। মাঝে মধ্যে তারা শাসকদের বিবুদ্ধেও ঘৃত্যত্বে লিপ্ত হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তার বিবুদ্ধেও এ চক্র শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা করে। তারা নানা ধরনের অপকর্ম করে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। উদ্দীপকের সবুজ সংঘের মধ্যেও এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ওয়াশি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েই অনন্য আনন্দের নিজের দলের যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজের উন্নয়ন ও তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য 'সবুজসংঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সংগঠন তাঁর আমলে ব্যাপক সুনাম অর্জন করে। বন্দেগান-ই-চেহেলগানও সুলতান ইলতুর্থমিশের সময়ে সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি তুর্কি ক্ষীতিদাসদের মধ্য থেকে ৪০ জনের সমন্বয়ে একটি চক্র গড়ে তোলেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তাঁর ঘৃত্যত্বের পর এরা প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের সবুজ সংঘের মধ্যে বন্দেগান-ই-চেহেলগানের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সেলিম সাহেবের গৃহীত উদ্যোগে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' দমনে গৃহীত কঠোর পদক্ষেপের প্রতিফলন ঘটেছে।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময়ে 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামক তুর্কি অভিজাতদের অপকর্মের দৌরান্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। সুলতান তাঁদের অপরাধ চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তাঁদের পদক্ষেপ বন্ধ করে দেন এবং বদলির ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁদের জনসমক্ষে শাস্তি দেন। উদ্দীপকেও এ ধরনের উদ্যোগ লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দুর্নীতিবাজদের বিবুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি কর্মবর্তীদের বদলির আদেশ দেন। একইভাবে গিয়াসউদ্দিন বলবনও দুর্নীতিবাজ বন্দেগান-ই-চেহেলগানদের শাস্তি দেন। তিনি অপরাধীদের চিহ্নিত করে যেমন জনসমক্ষে বিচার করতেন তেমনি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একই ধরনের বাস্তবধৰ্মী ও নিরপেক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে ইউনিয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। গিয়াসউদ্দিন বলবনের বন্দেগান-ই-চেহেলগানদের দমনের ফলেও সাম্রাজ্যে সুশাসন ও শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান বলবন এ চক্রের প্রভাব খৰ্ব করে সাম্রাজ্যে নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবধৰ্মী এবং কার্যকর হওয়ায় উভয়ই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের পদক্ষেপগুলো পরস্পরের প্রতিচ্ছবি।

প্রয়োগ ১০ সুলতানের সুযোগ্য কোনো পুত্র না থাকায়, তিনি জীবিত থাকতেই তাঁর কন্যা নাদিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে গিয়েছেন। সিংহাসন আরোহণের সাথে সাথে নাদিয়ার বিবুদ্ধে অনেক ঘৃত্যত্ব শুরু হয়, তবুও তিনি দৃঢ়তর সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন।

ক. দিলি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. "বন্দেগান-ই-চেহেলগান" বলতে কী বোঝায়?

গ. নাদিয়ার শাসনব্যবস্থায় ইতিহাসের কোন শাসনব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর।

ঘ. নাদিয়া শাস্তির রাজ্য শাসন করতে পারলেন না- মতামতের সমক্ষে যুক্তি দাও।

১

২

৩

৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিলি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ইলতুর্থমিশ।

খ 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান'-এর অর্থ চল্লিশ আমির দল। সুলতান ইলতুর্থমিশ দিলি সালতানাতের যোগ্য শাসকদের ধারাবাহিক আগমন নিশ্চিতকরণের জন্য ৪০ জন সাহসী, যোগ্য ও দুরদশী ক্ষীতিদাসকে নিয়ে একটি দল গঠন করেন, যা 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামে পরিচিত। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নাদিয়ার শাসনব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটে।

সুলতান ইলতুর্থমিশ পুত্রদের তুলনায় কন্যা রাজিয়াকে সালতানাত পরিচালনায় অধিক যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি কন্যা রাজিয়াকে দিলি সালতানাতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। রাজিয়া দিলি সালতানাতের দায়িত্ব নিলে তাঁর কাছের মানুষেরা বিবেচিতায় লিপ্ত হয়। তাঁদের বিবেচিতা চরম আকার ধারণ করলে রাজিয়াকে ক্ষমতা হারাতে হয়। উদ্দীপকেও এ ধরনের ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুলতানের সুযোগ্য কোনো পুত্র না থাকায় তিনি জীবিত থাকতেই তাঁর কন্যা নাদিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছেন। সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে নাদিয়ার বিবুদ্ধে ঘৃত্যত্ব শুরু হয়। তবুও তিনি দৃঢ়তর সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন। সুলতান রাজিয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, পিতার মনোনীত উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে সুলতান রাজিয়াকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে অভিজাত আলমে-উলেমা এবং আঞ্চলিক নানা ধরনের বিবেচিতা করেন। তিনি সাম্রাজ্যের সাথে বিবেচিত থাকলে অথবা প্রতিযোগিতা থাকলে তাঁতে জয় লাভ করা যায়। কিন্তু নিজের অভিজাতদের মধ্যে শত্রুতা থাকলে তা অনেক সময় পরাজয় দেকে আনে। এজন দৃঢ়তর সাথে রাজ্য পরিচালনা করার পরেও তিনি তাঁর বিবুদ্ধে ঘৃত্যত্ব মোকাবিলা করতে পারেনি। ফলে তাঁর পতন ঘটে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের নাদিয়া এবং সুলতান রাজিয়া একে অপরের প্রতিচ্ছবি।

ঘ উদ্দীপকের নাদিয়ার মতো সুলতান রাজিয়াও সকল বাধা দূর করে শাস্তির রাজ্য শাসন করতে পারেন নি।

ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সুলতান রাজিয়া ছিলেন দিলির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র মহিলা। তিনি ছিলেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং অসাধারণ প্রতিভাশালী একজন নারী। এ বি এম অবিবৃন্ধের মতে, সাহসিকতা ও অদম্য দৃঢ়তাই ছিল রাজিয়ার আদর্শ। চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতার প্রমাণ করেন। সুলতান রাজিয়া তাঁর প্রশাসনের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিয়োগ করেন। অস্বারোহণে জনসম্মুখে বের হন এবং প্রকাশে দরবার পরিচালনা করেন। এত কিছুর পরও তিনি শাসক হিসেবে ব্যর্থ হন। তিনি সাম্রাজ্যের সকল বাধা অতিক্রম করে সফলতা আনতে পারেননি। শক্তিশালী পুরুষ আমির-উমরাহগল একজন নারী কর্তৃক শাসিত হতে অপমানবোধ করে তাঁর উৎখাত সাধনে ঘৃত্যত্বে লিপ্ত হন। সুলতান রাজিয়া এদের ঘৃত্যত্বকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে, তুর্কি অভিজাতদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে তাঁর ঐক্যবন্ধ হয়ে রাজিয়ার বিবুদ্ধে ঘৃত্যত্ব শুরু করে। মূলত তুর্কিদের এই ঘৃত্যত্বের ফলেই সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটে।

পরিশেষে বলা যায় যে, নানা বিধ গুণাবলি ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও রাজিয়া সকল বাধা অতিক্রম করে সফলতার শিখরে আরোহণ করতে পারেননি।

প্রশ্ন ▶ ২১ অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে দেখলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে আমলা শ্রেণি তৈরি করা হয়েছিল তারাই এখন প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। তারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে অশোভন আচরণ ও বিশৃঙ্খলা তৈরি সিভিকেটভিডিক অফিসিয়াল কার্যাদি পরিচালনা করত। এমতাবস্থায় চেয়ারম্যান প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সিভিকেটদের কঠোরভাবে দমন-বদলি, দূর্নীতিবাজাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিধি-নিয়েধ আরোপ করেন। ফলে ইউনিয়ন পরিষদে সুশাসন ও সুনাম পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গজীপুর সিটি কলেজ)

- ক. সুলতান মাহমুদ কোন রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন? ১
- খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমলা সিভিকেটদের সাথে বন্দেগান-ই-চেলেগানের সামৃদ্ধ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সুলতান মাহমুদ গজীনির শাসনকর্তা ছিলেন।

খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব লেখ।

গ. ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল একটি চূড়ান্ত মীমাংসাত্মক যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী (ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাকারী) ও তার বাহিনী দীপ্ত শপথে যুদ্ধ করে। পৃষ্ঠিরাজ (দিল্লি ও আজমিরের রাজপুত এবং চৌহান বংশের রাজা) ও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পর্যন্ত করে। ফলে ভারতীয় রাজ্যগুলোর ওপর মুহাম্মদ ঘুরীর চূড়ান্ত সফলতা সুনিশ্চিত হয় এবং ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ. সূজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

জ. সূজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ জাহীন সাহেব বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে রাষ্ট্রপ্রধান হন। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি দেশের বিধবা, এতিম, বয়স্কদের মাসিক ভাতা চালু, কৃষিক্ষণ মওকুফ, ব্যবসায় উন্নতি করেন। পানি শোধনাগার নির্মাণ করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে কমিউনিটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। জনগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

(গজীপুর সিটি কলেজ)

- ক. কত খ্রিস্টাব্দে সালতানাত যুগের সূচনা হয়? ১
- খ. ইত্তাহিম লোদির কঠিন শাসনের ব্যাখ্যা দাও। ২
- গ. জাহীন সাহেব দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জনহিতকর কাজে আস্থানিয়োগ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত শাসকের প্রজাহিতৈষী কর্মকাণ্ড তোমার রাষ্ট্রে কতটুকু গ্রহণযোগ্য বলে ভূমি মনে কর? মুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে সালতানাত যুগের সূচনা হয়।

খ. ইত্তাহিম লোদি খুব কঠোর ও বৃত্ত স্বভাবের শাসক ছিলেন। ইত্তাহিম লোদি ১৫১৭ সালে সিকান্দার শাহ লোদির মৃত্যু হলে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতায় আরোহণ করেই তিনি আফগান ও অন্যান্য অভিজাতবর্গকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবহীন ও ক্ষমতাহীন করার নীতি অনুসরণ করেন। তার বৃত্ত শাসননীতির জন্য তিনি ক্ষমেই আফগান অভিজাতবর্গের সহায়তা হারান এবং তারা বিদ্রোহী হয়ে তার আনুগত্য অস্বীকার করে। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খানের পুত্র দিলওয়ার খানের প্রতি সুলতান ইত্তাহিম লোদির দুর্ব্যবহার সকলের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঙিয়েছিল।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জাহীন সাহেব দিল্লি সালতানাতের সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জনহিতকর কাজে আস্থানিয়োগ করেছেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন প্রজারঞ্জক ও জনহিতৈষী শাসকদের মধ্যে অন্যতম। প্রজাপীড়ন নয় বরং তাদের সুখ-শাস্তি নিশ্চিত করাই তার শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল। তার এ শাসনব্যবস্থা প্রতিটি প্রজাহিতৈষী শাসকের নিকট অনুকরণীয়। উদ্দীপকের শাসকও ফিরোজ শাহ তুঘলকের পদার্থক অনুসরণ করে নিজেকে জনকল্যাণে নিয়েজিত করেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জাহীন সাহেব দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশের বিধবা, এতিম, বয়স্কদের মাসিক ভাতা চালু, কৃষিক্ষণ মওকুফ, ব্যবসায় উন্নতি করেন। পানি শোধনাগার নির্মাণ করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি প্রতিটি ওয়ার্ডে কমিউনিটি হাসপাতাল নির্মাণ করে জনগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকও অনুবৃপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। জনগণের কল্যাণার্থে তিনি নতুন কয়েকটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দরিদ্র মুসলমান কন্যাদের বিবাহের জন্য এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি 'দেওয়ান-ই-খয়রাত' নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থে 'দেওয়ান-ই-ইস্তহক' প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষিব্যবস্থায় ও বাণিজ্যে উন্নতি সাধনের জন্য তিনি আন্তঃগ্রামেশিক শুল্ক উত্তিয়ে দেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পর পূর্ববর্তী সুলতানদের দেওয়া ঝাল মওকুফ করেন। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য চাকরি দফতর স্থাপন করেন। দিল্লিতে 'বিমারিস্তান' নামে একটি বিরাট হাসপাতাল নির্মাণ করেন, যেখানে গরিবদের বিনা খরচে চিকিৎসা ও ঔষধপত্র প্রদান করা হতো। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উদ্দীপকের জাহীন সাহেব তার শাসনকার্য পরিচালনায় সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের নীতি-আদর্শই অনুসরণ করেছেন।

ঘ. উক্ত শাসকের অর্পণ ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রজাহিতৈষী কর্মকাণ্ড আমার রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি।

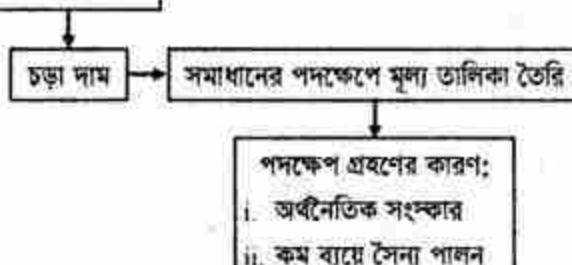
আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর জনকল্যাণমূল্যতা। যে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় জনকল্যাণের প্রতি যত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, সে রাষ্ট্র তত উন্নত। কেননা একটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অন্যতম মূল কেন্দ্রবিন্দু জনগণ। তাই জনগণের সুখ-শাস্তি ও সম্মতির প্রতি দৃষ্টি রাখা একটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য।

একটি রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান জনসংখ্যা। নিদিষ্ট সংখ্যক জনগণ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। এটি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। অনুবৃপ্ত সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক পালন করেছেন। তিনি দরিদ্র, অনাথ, বিধবাদের উন্নতিকে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বেকার সমস্যা সমাধান, কৃষি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং স্বাস্থ্য সেবায় উন্নতি বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তার এ সকল প্রজাহিতৈষী কর্মকাণ্ড প্রতিটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য কর্তব্য। বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও জনগণের স্বাস্থ্য সেবার উন্নতিক্রমে প্রতিটি রাষ্ট্রেই পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এছাড়া রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার করাও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও বেকার সমস্যার সমাধান হলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জনগণের জীবনমান উন্নত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুম্পত্তি যে, ফিরোজশাহ তুঘলকের জনহিতৈষী কর্মকাণ্ড আমার রাষ্ট্রে পূরোপূরি গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ২৩

বাজার পরিদর্শন



ক. মালিক কাফুর কে ছিলেন?

খ. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তর বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরিউক্ত ছকের বিষয়ে কোন সুলতানের মূল্যতালিকার চিত্র কৃটে উঠেছে? তিনি কেন এ পদক্ষেপ নিয়েছেন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মূল্য তালিকা বাস্তবায়নে উক্ত সুলতান কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?

(গজীপুর সিটি কলেজ)

ক মালিক কাফুর ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণ্যাত অভিযানের সেনাপতি।

খ মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিকল্পনা হলো দিল্লি থেকে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করা।

দেবগিরি থেকে দিল্লি, গুজরাট, লক্ষ্যণাবতী, সাওগাঁও, সোনারগাঁ, তেলেঙ্গানা, মালাবার প্রায় সমসূর্যতে অবস্থিত ছিল। দেবগিরিকে মোজগল উপন্থৰ এবং আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরাপদ মনে করা হয়েছিল। কিন্তু ১০ বছর অবস্থানের পর সুলতান সকলকে দিল্লিতে পুনর্প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। কারণ দেবগিরি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এবং ঐ অঞ্চলের আবহাওয়ার সাথে আমির-উমরাহগণ খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। তাই তার রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

গ উপরিউক্ত ছকের বিষয়ে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য তালিকার চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি অর্থনৈতিক সংকট মোচন এবং স্বল্প বেতনে সৈন্য পোষণের জন্য এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি ও পদ্ধতি আলাউদ্দিন খলজির প্রবর্তিত ও সংস্কার সময়ের মধ্যে ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে সম্ভবত তিনিই একমাত্র শাসক যিনি বৈশ্঵বিক অর্থনৈতিক সংস্কার করে ইতিহাসে অমর ও অক্ষম হয়ে আছেন। মূলত তিনি তার বিশাল সেনাবাহিনী স্বল্প বেতনে পোষণ এবং মুদ্রাস্ফীতির ফলে সৃষ্টি অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। উপরিউক্ত ছকে এ ব্যবস্থারই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ছকে বাজার পরিদর্শন, চড়া দাম এবং তা সমাধানে মূল্য তালিকা তৈরির বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া ছকে পদক্ষেপ গ্রহণের কারণগুলো অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংস্কার ও কম ব্যয়ে সৈন্য পালনের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়গুলির সাথে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই সাদৃশ্যপূর্ণ। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতির জন্য গঠিত বিশাল সেনাবাহিনীকে স্বল্প বেতনে পোষণের জন্য সুলতান মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রবর্তন করেন। দাক্ষিণ্যাত হতে প্রচুর অর্থসম্পদ লাভের ফলে উত্তর ভারতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এ অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন জুরু ছিল। এছাড়া খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, পশু এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ছিল অত্যধিক। এসকল দিক বিবেচনা করে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

ঘ মূল্য তালিকা বাস্তবায়নে উক্ত সুলতান অর্থাৎ সুলতান আলাউদ্দিন খলজি অনেকগুলো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শাসক হিসেবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ, নিরাপত্তা ও সংহতি বিধান এবং অর্থনৈতিক সম্পদ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তার প্রবর্তিত অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে এ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য তিনি যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য ‘পণ্য বাজার স্থাপন’ করা হয়। ‘মাস্তি’ নামে দিল্লিতে প্রধান ও কেন্দ্রীয় শস্য বাজার বসানো হয়। ঔষধপত্র, কাপড়, শুকনোফল, জ্বালানি তেল প্রভৃতির বাজার বসানো হয় দিল্লির বাদাউল তোরণে। এছাড়া অন্যান্য পণ্যের জন্য আলাদা বাজার স্থাপন করা হয়। পণ্যবাজার পরিচালনা ও তত্ত্ববিধানের জন্য দুইজন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া পণ্যের মূল্য, ওজন, পরিমাপ ও ব্যবসায়ীদের কর্মসূলের জন্য তদারকির জন্য সুলতান গুপ্তচর নিয়োগ করেন। তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন; গম, বারি, মাখন, চিনি, আটা, ভাল, তেল প্রভৃতির মূল্য নির্ধারণ করে দেন। তিনি দ্রব্যাদির চাহিদা অনুসারে সরবরাহের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। খাদ্য ঘাটতি পূরণে তিনি শস্যভাড়ার গড়ে তোলেন এবং মজুতদারির বিবুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুলতান দ্রব্যাদির সরবরাহ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেন।

সর্বোপরি বলা যায় যে, সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর নজরদারি, কর্মচারীদের কর্তব্যপরায়ণতা এবং জনগণের সহযোগিতায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল হয়েছিল।

দাস হিসেবে জীবন

দাসত্ব মুক্তি

বাধা-বিপত্তি দমন

বিজয় অভিযান

/গাজীগুরু সিটি কলেজ/

ক. মুহাম্মদ ঘূরী কে ছিলেন?

১

ব. নারী হওয়াই ছিল তার সাফল্যের একমাত্র অন্তরায়- উত্তিটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?

২

গ. উপর্যুক্ত ছকে পাঠ্যবইয়ের যে শাসকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে লেখ।

৩

ঘ. ছকের বিজয় স্তরের সাথে উক্ত শাসকের সাদৃশ্যপূর্ণ বিজয় স্তরের সম্পর্কে তোমার মন্তব্য লিখ।

৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘূরী ছিলেন ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

খ নারী হওয়াই ছিল তার সাফল্যের একমাত্র অন্তরায়-এ উত্তিটি দ্বারা সুলতান রাজিয়ার পতনের অন্যতম কারণ তার নারীত্বকে বোঝানো হয়েছে।

নারাকম যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও সুলতান রাজিয়া তার শাসনকালকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেননি। ভারতীয় ইতিহাসিক ইস্বরী প্রসাদ মন্তব্য করেন, ‘নারীত্বই (Womenhood) ছিল তার প্রধান অযোগ্যতা।’ শক্তিশালী আমির-উমরাহগণ একজন নারী কর্তৃক শাসিত হতে অপমানবোধ করায় তারা তার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। তাদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে সুলতান রাজিয়ার অনিবার্য পতন ঘটে।

গ উপর্যুক্ত ছকে ইঙ্গিতকৃত পাঠ্যবইয়ের শাসক কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রাথমিক জীবনে দাস ছিলেন।

তারতে দাসবৎশ ও দিল্লি সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুতুবউদ্দিন আইবেক। প্রাথমিক জীবনে একজন দাস হয়েও তিনি তার যোগ্যতা বলে দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হন। উপর্যুক্ত ছকে অনুসৃপ শাসকেরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ছকে উল্লিখিত ‘৪’ বৎশ প্রতিষ্ঠাতা শাসক দাস হিসেবে জীবন শুরু করেন। তিনি দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ এবং অনেক বাধাবিপত্তি দমন করেন। বিজয় অভিযানে সফলতা অর্জন করে তিনি একটি বিজয়স্তু স্থাপন করেন। একইভাবে কুতুবউদ্দিন আইবেক একজন ক্রীতদাস হিসেবে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘূরীর অধীনে জীবন শুরু করেন। ঘীয় যেখানে এবং অধ্যবসায়ের অতি অল্প সময়ে মুহাম্মদ ঘূরীর অধীনে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। তখে তিনি আমিন-ই-আখুর বা অশ্বশালার প্রধান পদে উন্নীত হন। মুহাম্মদ ঘূরীর ভারত অভিযানে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের পর ঘূরী তাকে বিজিত অঞ্চলের শাসনভার দান করেন। মুহাম্মদ ঘূরীর মৃত্যুর পর সুলতান গিয়াসউদ্দিন মুহাম্মদ ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে ফরমান দ্বারা তাকে দাসত্বমুক্ত করেন এবং সুলতান উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি প্রথম জীবনে ক্রীতদাস থাকার কারণে তার প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ভারতের প্রথম রাজবৎশ তথাকথিত দাসবৎশ নামে পরিচিত। তাই বলা যায়, ছকে উল্লিখিত শাসক এবং কুতুবউদ্দিন আইবেক এক ও অভিন্ন।

ঘ ছকের বিজয়স্তুরের সাথে উক্ত শাসকের তথা কুতুবউদ্দিন আইবেকের সাদৃশ্যপূর্ণ বিজয়স্তু হল কুতুবমিনার।

কুতুবউদ্দিন আইবেকের নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি হলো কুতুবমিনার। ১১৯৯ সালে রাজ্য বিজয়ের স্মারক এবং ইসলামের বিজয়গুরু বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লিতে এই মিনারটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে সুলতান ইলতুর্মিশ এটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। প্রথ্যাত সুফি সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে এ মিনারটি ‘কুতুব মিনার’ নামে নামকরণ করা হয়। কুতুবমিনার ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বোচ্চ মিনার।

দেখলে একে বৃহদাকার কারখানার চিমনি অথবা বাতিঘরের মতো মনে হয় এবং কাছ থেকে একে লোহিত শিলা ও মর্মর পাথরে তৈরি উর্ধ্বাকাশে উঠে যাওয়া বিশির আকৃতির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। মিনারটি ৪ তলাবিশিষ্ট এবং ৪৭ ফুট বাসের বুনিয়াদের ওপর নির্মিত। এর বাইরে সমকোণবিশিষ্ট পাথরের স্বারা নির্মিত। মিনারটি আজানের জন্য ব্যবহৃত হতো। সাতটি স্তরে বিভিন্ন মিনারটির উপরের দৃঢ়ি স্তর ভেঙে গিয়েছে। তবে অক্ষত অবস্থায় এর উচ্চতা ছিল ৩০০ ফুট, বর্তমানে ২২০ ফুট। সর্বোচ্চ স্তরে পমনের জন্য ইমারতের ভেতরে ৩৭৯টি ধাপবিশিষ্ট একটি ঘোরানো সিডি রয়েছে এবং সিডির গায়ে কুরআনের আয়াত খোদাই করা আছে। মুসলিম ও হিন্দু স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে তৈরি মিনারটি মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব নির্দশন হিসেবে আজও সবার কাছে সমাদৃত।

প্রশ্ন ২৫ হিজ বংশীয় রাজা মুকুল বসু সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের দুর্ধর্ষ উপজাতিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। এ উপজাতিগুলো রাজা মুকুল বসুর সীমান্তে ঢুকে লুটতরাজ করত। সাম্রাজ্যবিরোধী ব্যক্তিদের কার্যকলাপ ও বড়যন্ত্রণ রাজাকে বেকায়দায় ফেলে দেয় এবং সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে প্রকল্পিত করে।

- | | |
|--|---|
| ক. দাস বৎশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? | ১ |
| খ. বন্দেগান-ই-চেহেলগান বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. উদ্বীপকের রাজা মুকুল বসু যে শাসকের চরিত্র বহন করেন তার মোজগল নীতির বর্ণনা দাও। | ৩ |
| ঘ. তুঁমি কি মনে কর সাম্রাজ্য বিরোধী ব্যক্তিদের কার্যকলাপ উত্ত শাসকের শাসনে বাধা সৃষ্টি করেছিল? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। | ৪ |

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান ইলতুংমিশ দাস বৎশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

খ সূজনশীল ২০ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্বীপকের রাজা মুকুল বসু সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের চরিত্র বহন করে। তিনি মোজগলদের প্রতিষ্ঠাতা করার জন্য কঠোর মোজগল নীতি গ্রহণ করে।

দুর্ঘ মোজগলরা ছিল দিয়ি সালতানাতের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে বার বার আক্রমণ করত। সিন্ধু ও মুলতান তাদের উপর্যুক্তি আক্রমণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এ অবস্থায় সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষা এবং মোজগল আক্রমণ হতে দিয়ি সালতানাতকে নিরাপদ রাখার লক্ষে গিয়াসউদ্দিন বলবন কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। যেটি উদ্বীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

উদ্বীপকে বর্ণিত হিজ বংশীয় রাজা মুকুল বসু সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের দুর্ধর্ষ উপজাতিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করেন। গিয়াসউদ্দিন বলবনও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি মোজগলদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ হিসেবে সেনাবাহিনীর পুর্ণগঠন ও শক্তিশালী করেন। গুরুতৃপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রসমূহে নতুন দূর্গ নির্মাণ এবং পুরোনো দুর্গ সংস্কার করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরাদার করেন। মোজগল আক্রমণকারীদের গতিবিধি লক্ষ রাখার জন্য তিনি সীমান্ত অঞ্চলে গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করেন। সুলতান সামানা, মুলতান ও দিপালপুরকে নিয়ে সীমান্তবর্তী প্রদেশ গঠন করেন এবং সুদৰ্শন শাসনকর্তা নিয়োগ দেন। নতুন রাজ্য বিস্তারনীতি পরিহার করে দূরবর্তী প্রদেশে যুদ্ধাভিযান বন্ধ করেন। এছাড়া সর্বদা রাজধানীতে অবস্থানের নীতি গ্রহণ করেন। মোজগলরা পাঞ্জাব আক্রমণ করলে সুলতান সাসেন্য অগ্রসর হয়ে মোজগলদের বিপত্তিত করে লালোর উদ্ধার করেন।

পরিশেষে বলা যায়, সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মোজগল নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যকে শত্রুবন্দুক রাখার ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছিলেন।

ঘ হ্যা, সাম্রাজ্য বিরোধী ব্যক্তিদের কার্যকলাপ উত্ত শাসক তথা সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসনে বাধা সৃষ্টি করেছিল বলে আমি মনে করি। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন একজন ক্ষমতাধর শাসক। দিয়ি সালতানাতের এক চরম সংকটকালীন

পরিস্থিতিতে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় পূর্ববর্তী সুলতানের অযোগ্যতার কারণে রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। তদুপরি আমির-ওমরাহ ও অভিজাত সদস্যদায়ের বন্দন-কলহ ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপে তার শাসনামল সংকটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সিংহাসনে আরোহণ করে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হন। এ সময় সুলতান ইলতুংমিশের উপরাধিকারী সুলতানদের দুর্বলতার কারণে তুর্কি আমির-ওমরাহ ও তুর্কি অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতা, বন্দন-কলহ ও ষড়যন্ত্রের ফলে দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয় পূর্ববর্তী সুলতানদের অযোগ্যতার কারণে সুলতানের মর্যাদারও অবনতি ঘটে। কেন্দ্রীয় রাজশাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধার ফলে সর্বত্র বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার দেখা দেয়। তুর্কি অভিজাতগণও এ সকল বিদ্রোহে ইন্ধন জোগায়। তারা সুলতান ইলতুংমিশের রাজত্বকালেই প্রভৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। এ অভিজাতদের একটি চক্র 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামে পরিচিত। ইলতুংমিশের দুর্বল উপরাধিকারীদের যুগে রাজ্যপ্রশাসন, রাজনীতি ও অধ্যনীতিতে এরা সর্বেস্ব হয়ে ওঠে। বলবন নিজেও এ চক্রের সদস্য ছিল। এদের ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি মোজগলদের বিদ্রোহ, মেওয়াটি দস্যদের চরম উৎপাত, জাঠ-পার্বত্য উপজাতিদের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যকে দুর্বিষহ করে তোলে। এরকম পরিস্থিতিতে গিয়াসউদ্দিন বলবন কঠোর নীতি গ্রহণ করে দিয়ি সালতানাতের সংহতি আনয়ন ও নিরাপত্তা বিধান করেন।

প্রশ্ন ২৬ আজ বাজারে গিয়ে তাহের সাহেব অত্যন্ত বিরত। প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। ত্রুর হাতে বাজারের ব্যাগ দিতে গিয়ে বললেন বাজারের জিনিসপত্রের দামের ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ মধ্যযুগে আলাউদ্দিন খলজি নামে একজন শাসক মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সফলতার সাথে বাজার দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন।

/তোলা সরকারি কলেজ, জেলা/

- | | |
|---|---|
| ক. মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কী? | ১ |
| খ. আলাউদ্দিন খলজির আমলে বাজার তদারককারী কর্মকর্তা কে হিলেন? | ২ |
| গ. আলাউদ্দিন খলজির আমলে বাজার দাম নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা কী ছিল? | ৩ |
| ঘ. আলাউদ্দিন খলজির আমলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলাউদ্দিন খলজি বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য যে অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত।

খ আলাউদ্দিন খলজির আমলে বাজার ক্রয় ও বিক্রয় ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য যে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হতো তার পদবি ছিল 'শাহানা-ই-মাস্তি' ও দিওয়ান-ই-রিয়াসত। শাহানা-ই-রিয়াসত ছিলেন বন্দন ও সাধারণ বাজারের তত্ত্বাবধায়ক।

ঘ আলাউদ্দিন খলজির আমলে বাজার দাম নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম।

অর্থনৈতিক সংস্কার ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি ও পদ্ধতি আলাউদ্দিন খলজির প্রবর্তিত সংস্কারসমূহের মধ্যে ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আর্থিক স্থিতিশীলতা, জনসাধারণের সুবিধা এবং সাম্রাজ্যের সর্বাধিক উন্নতির জন্য নিয়োজনীয় মুদ্রাদিস বাজার দর নির্দিষ্ট হারে বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতির জন্য সুলতান যে বিশাল সেনাবাহিনী সংগঠন করেন তাদের স্বল্প বেতনে পোষণের জন্যও মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। দাক্ষিণ্যাত্য হতে প্রচুর অর্থসম্পদ লাভের ফলে উত্তর ভারতে মুদ্রাস্বারীতি দেখা দেয় এবং নিয়োজনীয় মুদ্রাদিস মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ অর্থনৈতিক

সংকট মোচনের ক্ষেত্রে সুলতানের গৃহীত মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এছাড়া খাদ্যবিদ্যুৎ, বন্ধু, পশু এবং অন্যান্য মূল্যবিদ্যুৎ মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন খলজির প্রবর্তিত মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ছিল অত্যধিক। এ সকল দিক বিবেচনা করে বলা যায়, সুলতান আলাউদ্দিন খলজি কর্তৃক প্রবর্তিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম।

৫. **সূজনশীল ২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।**

প্রশ্ন ২৭ রাজা শামসের সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা, উন্নতর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শূন্য অর্থভাণ্ডার পূরণের উদ্দেশ্যে কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শুভ উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকা সঙ্গেও দুর্ভাগ্যবশত তার এসব পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

(ডেলা সরকারি কলেজ, ঢেলা)

ক. ইবনে বতুতা কে ছিলেন? ১

খ. আলাউদ্দিন খলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযানের উদ্দেশ্য কী ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের পরিকল্পনার সাথে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কোন কোন পরিকল্পনার মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উন্নত পরিকল্পনাসমূহের ব্যর্থতার কারণ পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ইবনে বতুতা ছিলেন মরজোর পর্যটক।

খ. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। ফলে তিনি তার রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্য অভিযান প্রেরণ করেন। এ ছাড়া অগণিত ধন-রক্তও সুলতানকে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে উৎসাহিত ও অনুপ্রাপ্তি করে। সর্বোপরি সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তার উচ্চাভিলাষ পূরণ করার মানসে দাক্ষিণাত্য অভিযান প্রেরণ করেছিলেন।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা শামসেরের পরিকল্পনার সাথে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও উন্নতর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দিল্লিতে রাজধানী স্থাপন ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দির সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজা শামসের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা, উন্নতর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শূন্য অর্থভাণ্ডার পূরণের উদ্দেশ্যে কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকও এমন প্রেক্ষাপটে কিছু উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। রাজধানী স্থানান্তর ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দি এমনই দৃঢ়ি পরিকল্পনা।

সহজতর নজরদারি, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহতকরণ ও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। পরবর্তীকালে রাজধানীর নাম রাখেন দৌলতাবাদ। কিন্তু তার এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। রাজভাণ্ডার সম্মত করার জন্য তিনি দোয়াবে কর বৃন্দি করেন। কারণ দোয়াব ছিল দিল্লি সালতানাতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ভূমি। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী এ ভূভাগে পানির অভাব না থাকায় এখানে শস্যের ফলন সর্বদা ভালো হতো। দিল্লির সুলতানরা সুযোগ বুঝে সর্বদা দোয়াবে কর বৃন্দি করতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দোয়াবে উৎপন্ন শস্যের শতকরা ৫০ ভাগ বা অর্ধেক কর ধার্য করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এতেও দোয়াবের রায়তদের কোনো অসুবিধা হতো না, কারণ দোয়াব সত্যিই উর্বর ছিল। তবে তুঘলকের এ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। অতিরিক্ত করদানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক ক্লেশ বৃন্দি এবং সংকট সৃষ্টি হয়। এর ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দের। উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিকল্পনারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

ঘ. উন্নত পরিকল্পনাগুলো বলতে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহকে বোঝায়। নানা কারণে পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হয়।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনাকে অনেকে এক স্বেচ্ছাচারী শাসকের নির্বুন্ধিতাপ্রসূত নিষ্কল কাজ এবং কেউ "অসাবধানী পরিকল্পনা" বলে অভিহিত করেছেন। সেনপুলের মতে, "দৌলতাবাদ ছিল ভ্রান্তপথে পরিচালিত উদ্যামের কীর্তিস্তম্ভ।" সুলতানের রাজধানী স্থানান্তরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মহৎ দূরবৃষ্টিসম্পর্ক এবং সাম্রাজ্যের জন্য মজালকর। কিন্তু সুলতানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তিনি যদি কেবল তার দরবার ও প্রশাসনিক দণ্ডের

স্থানান্তর করে ক্ষান্ত হতেন, তবে সুলতানের পরিকল্পনাটি সংগত ও বাস্তবে পরিষ্ঠিত হতো। কিন্তু তা না করায় মহৎ উদ্দেশ্যপ্রয়োগিত হওয়া সঙ্গেও পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দির পরিকল্পনাটি ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। প্রাকৃতিক দূর্ঘাগ্রে ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় এখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এতে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। আর ঠিক এ সময়ে বর্ষিত হারে রাজবংশ আরোপের ফলে কৃষকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা বিদ্রোহ করে এবং অনেকে নিজ খামারের শস্য পুড়িয়ে ফেলে ও কৃষিকাজ ত্যাগ করে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। জীবন-ধারণের প্রয়োজনে অনেকে দস্যুতার পথ বেছে নেয়। ঐতিহাসিক বারান্দির মতে, 'কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।' তিনি বলেন, সুলতানের উৎপীড়নে রায়তরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সুলতান দোয়াবে বিজীবিকা ও তাসের রাজত্ব কায়েম করেন। ফলে সুলতানের কর বৃন্দির পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অদৃশুদশিতার কারণে তার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ২৮ এলিনা খান জাতীয় উন্নয়নের জন্য নারীদের ক্ষমতায়নের বিকল্প নেই বলে উল্লেখ্য করেন। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবে নারীর ঐতিহ্য শীর্ষক এক সভায় বক্তব্যদানকালে নারীর ক্ষমতার কিছু অতীত স্মৃতি তুলে ধরেন, যার একাংশ হলো- একজন শাসকের অপসারণের পর ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে মহীয়সী এক নারী তার দেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি তার পূর্ববর্তী শাসকের কুশাসনজনিত বিশ্বজ্ঞলা দূরীকরণে আঞ্চলিয়েগ করেন।

ক. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. ইলতুখমিশ রাজ্যজয়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন বুখিয়ে— লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের মহীয়সী নারীর বিরুদ্ধে নানা চক্রন্ত সাধিত হয়েছিল— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ভারতবর্ষে এ ধরনের একজন নারীর চরিত্রে বিভিন্ন গুণবলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল- মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুলতান ইলতুখমিশ।

খ. রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে সুলতান ইলতুখমিশ ছিলেন অসীম সাহসের অধিকারী।

ইলতুখমিশ দাস কুর্তুবউদ্দিন আইবেকের অধীনে থাকা অবস্থায় ধনবিদ্যা ও সামরিকবিদ্যায় পারদশী হয়ে ওঠেন। আরাম শাহকে পরাজিত করে তিনি সিংহাসনে আসেন। দিল্লির মুসলিম সাম্রাজ্য রাজপুত শক্তির প্রভাব সব সময়ই ছিল। কিন্তু তিনি তাদের প্রতিহত করে রাজ্য জয়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি রণথনের, মাল্দাওয়ার, গোয়ালিয়ার, ভিলসা দুর্গ ও উজ্জয়নী দখল করেন। এভাবে তিনি সাহসিকতার সাথে রাজ্যজয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মহীয়সী নারীর সাথে পাঠ্যবইয়ের সুলতান রাজিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে। তার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র হয়েছিল।

সুলতান রাজিয়া বুকনউদ্দিন ফিরোজকে অপসারণের পর ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান রাজিয়া ক্ষমতায় আরোহণ করার সাথে একটি গোলযোগপূর্ণ প্রশাসন লাভ করেন। তিনি তার পূর্ববর্তী শাসকের কুশাসনজনিত বিশ্বজ্ঞলা দূরীকরণে আঞ্চলিয়েগ করেন। উদ্দীপকেও এ দিকটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সুলতান রাজিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের মধ্যে দিল্লি রাজতন্ত্র ও অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের প্রথম সূচনা হয়। সুলতান রাজিয়া পুরুষের পোশাক পরিধান করতেন। এজন্য অনেকে তাকে ধমবিরোধী বলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কারামতিয়া ও মুলাহিদ সম্প্রদায়ের লোকজনও তার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। পাঞ্চাবের শাসনকর্তা কবির খান সর্পপথ রাজিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। উজির মুহাম্মদ জুনাইদি ও বদায়ুন, লাহোর, বাংলা হাসি এবং মুলতানের শাসনকর্তাগণ সুলতান হিসেবে রাজিয়ার মনোনয়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং

যত্ত্ব করেন। তারা রাজিয়ার পতনের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে একযোগে দিলি আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সুলতান রাজিয়া একজন নারী হওয়ায় গোড়া মুসলমানরা তাকে শাসক হিসেবে মনে নিতে পারেনি। এ কারণে তারা সুলতান রাজিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করে। এভাবে সুলতান রাজিয়া নানা চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন।

৩ উদ্দীপকের উত্ত নারীর মতো ভারতবর্ষের সুলতান রাজিয়ার চরিত্রে বিভিন্ন গুণাবলির অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সুলতান রাজিয়াই একমাত্র মহিলা যিনি দিলি সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাত্র সাড়ে তিনি বছরের শাসনামলে নারী হয়েও তিনি অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতা, কুটৈনৈতিক প্রজ্ঞা এবং রাজকীয় অনন্য গুণাবলির পরিচয় দিয়েছিলেন।

সুলতান রাজিয়া সিংহাসন আরোহণ করে উত্তরাধিকারস্থলে বিশ্বজল ও গোলযোগপূর্ণ প্রশাসন লাভ করেন। তুর্কি অভিজাতগণ শুরুতেই সুলতান রাজিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের বৃন্দিমতা, কৌশলী চিন্তা-চেতনা, সাহসিকতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রথম ধাক্কা সামলিয়ে ওঠেন। তিনি ন্যায়বিচারক, দক্ষ প্রশাসক, সুনিপুর মানসিক ব্যক্তি ও বিদ্যোৎসাহী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে নিজে নেতৃত্বদান করেন। বন্ধুত্ব সুলতান রাজিয়া একজন শাসক হিসেবে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার গুণাবলি ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। সুলতান রাজিয়া সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানদের পৃষ্ঠাপোষকতা করতেন। তিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও চমৎকার ভঙ্গিসহ পৰিত্বে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে রাজার প্রয়োজনীয় গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও পুরুষের চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী, তার ঐসব গুণ ছিল মূল্যহীন। পরিশেষে বলা যায়, সুলতান রাজিয়া ভারতের ১ম মুসলিম নারী শাসক হিসেবে ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার স্থান দখল করে আছেন।

প্রশ্ন ► ২৯ মধ্যযুগে বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে বাংলা সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। তার শাসনামলে কর্বীল্ল পরম্পরার মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন। তার একজন কর্মকর্তা যশোরাজ খান কিছু বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। তাহাড়া গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে নির্মিত স্থাপত্যকর্মের অনন্য নিদর্শন।

/পুলিশ লাইস স্কুল এচ এসজি রংপুর/

ক. দিলি সালতানাতের গোড়াপত্তন করেছিলেন কে? ১

খ. সুলতান ইলতুর্থমিশকে দিলি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? ২

গ. সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সাথে তোমার পঠিত সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটিতে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্বের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি— মনুব্যটি বিশেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক দিলি সালতানাতের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

খ: সংকটময় মৃহুর্তে সুলতান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে দিলি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করায় সুলতান ইলতুর্থমিশকে দিলি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর (১২১০ খ্রি.) পর দিলি সালতানাতের অস্তিত্ব দুর্মুক্তির সন্মুখীন হয়ে পড়ে। কারণ তার পরবর্তী সুলতান আরাম শাহের অদক্ষতা, অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কারণে দিলি সালতানাত গভীর সংকটের মুখে পড়ে। তার দুর্বল শাসনের সুযোগে বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠে। এ সময় ক্ষমতা গ্রহণ করে (১২১১ খ্রি.) সুলতান ইলতুর্থমিশ দায়িত্ব নিয়ে এসব বিদ্রোহ দমন করে দিলি সালতানাতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছেন। এ কারণেই তিনি দিলি সালতানাতের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা।

গ: সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সাথে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো তারা দুজনেই ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠাপোষক।

শিল্প-সংস্কৃতি মানুষের শিল্প মননের প্রতিনিধিত্ব করে। ইতিহাসে অনেক শাসককেই দেখা গেছে, শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠাপোষকতার মাধ্যমে তারা নিজেদের মন-মানসিকতার বিকাশ ঘটিয়েছেন। উদ্দীপকে উল্লিখিত আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। কারণ তিনি সাহিত্যের প্রসারে পৃষ্ঠাপোষকতা করেছিলেন। তার আমলে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ এবং কিছু বৈষ্ণব পদ রচিত হয়েছিল। তাহাড়া তিনি ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করে স্থাপত্য শিল্পে অবদান রেখেছেন। অন্যদিকে, সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকে ছিলেন শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির অনুরাগী একজন শাসক। তার কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্তদের মধ্যে ঐতিহাসিক ও গ্রন্থাকার ফরহরই মুদাবিল ও কবি হাসান নিয়ামীর নাম উল্লেখযোগ্য। স্থাপত্য শিল্পেও তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কুতুবউদ্দিন আইবেকে ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠাপোষক হিসেবে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সাথে তার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ: উদ্দীপকে বর্ণিত চরিত্রের মাধ্যমে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্বের একটি মাত্র দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ কাব্যে উদ্দীপকটিতে সুলতানের কৃতিত্বের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্ব মূল্যায়নে চারটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, তিনি দিলি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। হিটায়ত, তিনি একজন দক্ষ সেনানায়ক। তৃতীয়ত, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শাসক এবং চতুর্থত, তিনি ছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠাপোষক। এ চারটি বিষয়ের মধ্যে উদ্দীপকে কেবল শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠাপোষকতার দিকটি পরিলক্ষিত হয়।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের মাধ্যমেই ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে দিলি সালতানাতের গোড়াপত্তন হয়েছিল। মুহাম্মদ ঘূরীর মৃত্যুর পর তিনি গজনির কর্তৃত থেকে মুসলিম অধিকৃত ভারতবর্ষকে মুক্ত করে দিলি সালতানাতের ভিত্তি রচনা করেন। তিনি একজন সফল সেনানায়ক হিসেবে মুহাম্মদ ঘূরীর যোগ্য সহচর হয়েছিলেন। শাসনক্ষমতা গ্রহণের পরে তিনি শাসক হিসেবেও সফলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সালতানাতের নিরাপত্তা বিধান, অভ্যন্তরীণ শাস্তি প্রতিষ্ঠা এবং প্রজাকল্প নির্ণিতকরণে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। উদ্দীপকে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্বের এই দিকগুলোর কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ কেবল কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্বের আঁশিক চিত্র মাত্র। তাই উদ্দীপকটি সুলতানের কৃতিত্বের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না।

ঘ: **৩০** টাঙ্গাইল পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়ে, জনাব মিরন নিত্য প্রয়োজনীয় মুবের দাম নির্ধারণ করে দেন। এ তালিকায় সহাবিন তেলের দাম নির্ধারণ করা হয় ১১০ টাকা প্রতি লিটারের দাম; কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখা যায় সয়াবিন তেলসহ অন্যান্য মুবের দাম অনেক বেশি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে। দোকানদাররা এর জন্য যোগানের স্থলতা মুদ্রাব্যৱস্থা, সরকারি গুদামের অভাব ও অসাধু ব্যবসায়াদের অপতৎপরাতাকে দায়ী করেন।

ক. মুহাম্মদ বিন তুফলকের স্মৃতিরক্ষার্থে ফিরোজশাহের পতে তোলা শহরটির নাম কী?

খ. বলবনের মোঙ্গলনীতি কী ছিল?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মেয়র মিরন সাহেবের দ্রবামল্য সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে তোমার পঠিত কোন শাসকের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মূল নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যা কার্যকর করতে মেয়র মিরন কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত নাও!

ক. মুহাম্মদ বিন তুফলকের স্মৃতিরক্ষার্থে গড়ে তোলা শহরটির নাম জৈনপুর।

খ. মোঙ্গলদের প্রতিহত করার জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত নীতিই মোঙ্গল নীতি নামে পরিচিত।

মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করতে বলবন সেনাবাহিনী পুরগঠন এবং তাদেরকে সামরিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত করেন। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সুলতান নতুন দুর্গ নির্মাণ এবং পুরাতন দুর্গগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। মোঙ্গলদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে তিনি সবাদা রাজধানীতে অবস্থান করতেন। মূলত বলবন নতুন রাজ্য বিজয়ে উৎসাহিত না হয়ে রাজ্য স্থিতিশীলতা সৃষ্টি এবং সাম্রাজ্যকে শক্তামৃত্ত রাখতে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতের জন্য বেশি সচেষ্ট ছিলেন।

গ. সূজনশীল ১২ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ১২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩১ পৃথিবীর সপ্তাশ্চার্যগুলোর মধ্যে চীনের প্রাচীর বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রাচীনকালে মজোলিয়ার যায়াবর দস্যুরা চীনের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ করতো এবং সুটুরাজ চালাতো। ফলে দস্যুদের হাত থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্য সম্মাট কিং সি হুয়াং চীনের প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং সীমান্ত দুর্গগুলো সংস্কার করে সেখানে দক্ষ সামরিক নেতাদের নিয়োগ দেন। অনুরূপভাবে মোঙ্গলরা উত্তরপশ্চিম সীমান্ত পথে ভারত বারবার আক্রমণ করত। মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহতকরণ ও তাদের দমন করার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন প্রথমে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠনের কার্য বৃন্দ সৈনিকদেরকে ত্রুমাস্তয়ে ছাটাই করেন। তাদেরকে উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামে সজ্জিত করেন। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সুলতান নতুন দুর্গ নির্মাণ এবং পুরাতন দুর্গগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। সুলতান মুলতান সীমান্তবর্তী প্রদেশ গঠন করে সুদক্ষ শাসনকর্তাদের ওপর সেগুলোর শাসনভার অর্পণ করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সম্মাটের গৃহীত পদক্ষেপগুলোরই মিল পাওয়া যায়।

ব. উত্তর শাসক অর্থাৎ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সামরিক বাহিনীর সংস্কার ও কঠোর নীতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন।

দিয়ি সালতানাতের সুদৃঢ়ীকরণে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ভারতবর্ষ তথা ইসলামের ইতিহাসে এক নবদিগন্তের সূচনা করেন। সামান্য ক্ষীতিদাস হিসেবে জীবন শুরু করে যাবা শীয় মেধা ও দক্ষতা বলে ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছেন বলবন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি দিয়ি সালতানাতকে সুদৃঢ় করার নিমিত্তে রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। উদ্দীপকেও এ শাসকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

একটি শক্তিশালী ও সুদক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করে দিয়ি সালতানাতের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা সুদৃঢ় করার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি মেওয়াটবাসীদের বিদ্রোহ, দোয়াবের বিদ্রোহ ও উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং চরিং চক্রের বিলোপ সাধন করেন। তিনি তার সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর দ্বারা ভারতবর্ষকে মোঙ্গল আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। তার সময়ে দিয়ি নগরী মুসলিম ক্ষতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি তুর্কি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করে তাকে নবজীবন দান করেন; সালতানাতের গৌরব পুনরুদ্ধার ও পুনৰ্প্রতিষ্ঠিত করেন; সাম্রাজ্যের সর্বত্র অব্যাহত শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথ উন্মুক্ত করেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে মোঙ্গল হামলা থেকে নিরাপত্তা বিধানকরে এক নতুন নীতির প্রবর্তন করেন। এসব দিক পর্যালোচনা করলে বলবনকে 'সালতানাতের প্রকৃত সংরক্ষণকারী' হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন দিয়ি সালতানাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৩২ একটি পাঁচ টাকা কয়েন গলিয়ে ২টি চা চামচ তৈরি করে তা দশ টাকায় বিক্রি করার ফলে হঠাৎ করে 'ক' দেশে ধাতব মুদ্রার অভাব দেখা দেয়। অভাব মোকাবিলায় সরকার উর্বর দক্ষিণ অঞ্চলের কর বৃদ্ধি করে। ওদিকে ব্যবসায়ীর মুদ্রার অভাবে সিলব্রেট কাগজের ছিপ ব্যবহার করতে থাকে; বিস্তু অসাধু ব্যক্তিরা এসব জাল করে দেশের অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

//বি এ এফ প্রাহিন তচেজ, চট্টগ্রাম/

ক. কারাচিল কোথায় অবস্থিত? ১
খ. মুহাম্মদ বিন তুফলকে 'বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ' কেন বলা হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উর্বর দক্ষিণাঞ্চলের সাথে ভারতে কোন অঞ্চলের তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রা ব্যবস্থার মতোই মুহাম্মদ বিন তুফলকের 'প্রতীকী তাম্রমুদ্রা' পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়— উত্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কারাচিল হিন্দুস্থান ও চীনের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।

৪ ভালো-মন্দের সংমিশ্রণে মুহাম্মদ বিন তুঘলক মধ্যুপীয় বিশ্বের এক বিস্যৱকর সৃষ্টি ছিলেন বলে তাকে বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ বলা হয়। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মধ্যে পাঞ্জি, মানসিক উৎকর্ষ, উন্নত বৃচ্ছবোধ, উচ্চ বৈতিক আদর্শ, সমদর্শিতা, ধর্মপ্রায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা, দানশীলতা প্রভৃতি গুণবলির সমাবেশ ঘটেছিল। অন্যদিকে আবেগপ্রবণতা, অস্থিরতা, একগুয়েমি, অপরিণামদর্শিতা, রাজনৈতিক অনুরদর্শিতা ইত্যাদি দোষ-ত্রুটি ও তার চরিত্রকে মান করেছিল। তাই তাকে বিপরীত বৈশিষ্ট্যাবলির সংমিশ্রণ অর্থাৎ 'বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ' বলে অভিহিত করা হয়।

৫ সূজনশীল ৮ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

৬ সূজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ **৩৩** মুহাম্মদ তকি ক্রীতদাস থেকে শাসক হয়েছিলেন। এরপর থেকে তার দেশে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন রাজবংশ দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করে। তাদের শাসনকালে নানা উত্থান-পতন ঘটে। কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল না। প্রতিজন শাসকের মৃত্যুর পর ষড়যন্ত্রকারী অমাত্যবৰ্গ রাজপরিবারের একাধিক সদস্যকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে সমর্থন দান করে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতেন।

বিএ এফ সাহিন কলেজ চৌধুরী

ক. সৈয়দ বংশের প্রথম শাসকের নাম কী? ১

খ. লোদি বংশের শাসকদের মধ্যে সিকান্দর লোদি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সুলতান—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে যে ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে, তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে—ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কারণগুলো ছাড়াও দিয়ি সালতানাত পতনের আরও কারণ আছে—মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সৈয়দ বংশের প্রথম শাসকের নাম খিজির খান।

খ লোদি বংশের শাসকদের মধ্যে সিকান্দর লোদি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সুলতান। বাহুল লোদির মৃত্যুর পর ১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র 'নিজাম খান' সিকান্দর শাহ উপাধি গ্রহণ করে দিয়ির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২৯ বছর সম্পূর্ণে রাজত্ব করার পর ১৫১৭ সালে তিনি আগ্রাতে পরলোকগমন করেন। সিকান্দর লোদি দৃঢ়চেতা ও ন্যায়প্রায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি কখনো মদ্যপান করতেন না। প্রতি বছর সাম্রাজ্যের গরিব ও দুষ্যদের তালিকা করে তাদের ৬ মাসের রেশন দানের ব্যবস্থা করেন। তিনি ১৫০৪ খ্রিষ্টাব্দে আগ্রা নগরীর গোড়াপত্তন করে। দিয়ি হতে প্রশাসনিক দণ্ডের সেখানে স্থানান্তরিত করেন। তিনি ত্রিতুত, বিহার প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন। তাই তাকে লোদি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা হয়।

গ উদ্দীপকে দিয়ি সালতানাতের পতনের জন্য দায়ী সুলতানদের বৈরেশাসনের কারণটি প্রতিফলিত হয়েছে।

একনায়কত্বে বা বৈরেশাসন ছিল দিয়ি সালতানাত যুগের শাসকদের প্রধান শাসননীতি। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, একনায়কত্বে জনগণের জন্য সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনে না। তাই এর বিরুদ্ধে সব সময়ই বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। দিয়ি সালতানাতের পতন এবং উদ্দীপকের মুহাম্মদ তকির ক্ষেত্রেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনেক বছর ধরে একটি রাজবংশ একনায়কত্বের নীতিতে শাসন করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের কাছে রাজবংশটির পতন ঘটে। অনুরূপ ফলাফল ঘটেছিল দিয়ি সালতানাতের ক্ষেত্রেও। দিয়ি সালতানাত ছিল ব্যক্তিনির্ভর একনায়কতাত্ত্বিক বৈরেশাসন। এতে সমগ্র ক্ষমতার উৎস ছিলেন ব্রহ্ম সুলতান। সুলতানের নিজস্ব ক্ষমতার ওপর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও বিপ্রিয়শীলতা নির্ভরশীল ছিল। রুচ হলেও সত্য যে দিয়ি সালতানাতের তিনশ বছরে সুলতান ইলতুংমিশ, গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজি এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছাড়া প্রায় সকল শাসকই অযোগ্য ছিলেন। ব্যক্তিনির্ভর একনায়কতাত্ত্বিক শাসনব্যবস্থায় এসব দুর্বল ও অযোগ্য সুলতানদের আমলে সর্বত্র বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে উদ্দীপকের রাজবংশের ন্যায় দিয়ি সালতানাতের পতনও অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য দুটি প্রেক্ষাপটেই পতনের কারণ হিসেবে বৈরেশাসন ক্রিয়াশীল।

ঘ উদ্দীপকে দিয়ি সালতানাতের পতনের কারণ হিসেবে শাসকদের বৈরেশাসনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, যা সালতানাত পতনের একমাত্র কারণ নয়।

১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিন আইবেকের মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দিয়ি সালতানাতের উত্থান ঘটেছিল। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে বাবরের সাথে ইব্রাহিম লোদির পানিপথের যুদ্ধের মাধ্যমে এ সালতানাতের পতন ঘটে এবং মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইতিহাসবিদদের মতে, একটি রাজবংশ মাত্র ১০০ বছর শৌর্যবীর্যে টিকে থাকতে পারে। এরপর অনিবার্যভাবে তার পতন ঘটবে। তাই মামলুক, খলজি, তুঘলক, সৈয়দ ও লোদি রাজবংশ স্বাভাবিকভাবে তাদের স্থিতিকাল অতিক্রম করায় তাদের পতন ঘটেছে। এছাড়া দিয়ি সালতানাত যুগে ইলতুংমিশ, গিয়াসউদ্দিন খলজি ছাড়া আর কোনো যোগ্য শাসক কেন্দ্রীয় শাসনকাঠামো সুস্থ করতে পারেননি। সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির ফলে এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা খুব কঠিন ছিল। একনায়কত্বে বা বৈরেশাসনের দিয়ি সালতানাত পতনের আরেকটি কারণ। দিয়ি সালতানাত ছিল সামরিক শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণের স্বাভাবিক অনুগত্য বা জাতীয়তাবোধের ওপর নয়। তাই সালতানাতের নিরাপত্তার ব্যাপারে জনগণের কোনো আগ্রহ ছিল না। অধিকাংশ সুলতান ধর্মান্বাদ ও সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ অযুসলিমগণ সর্বদাই সালতানাতের ধর্ম কামনা করত। বাহ্যিক কিন্তু কারণ যেমন— মোঝাল আক্রমণ, তৈমুর লংজের আক্রমণ ও বাবরের আক্রমণের ফলে দিয়ি সালতানাতের পতনের পথ সুগম হয়। এভাবেই বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে দিয়ি সালতানাতের পতন ঘূর্ণিত হয়।

প্রশ্ন ▶ **৩৪** সারা তার বাবার মুখে ইতিহাসের এক মহান ব্যক্তির গল্প শুনছিল। এই মহান ব্যক্তি চন্দ্রগ্রহণকালে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে তিনি ছিলেন তুর্কি। বাল্যকালে ক্রীতদাসরূপে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে একজনের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই মহান শাসককে ভারতবর্ষে এক স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন।

বেদজা পাবলিক স্কুল এত কলেজ চৌধুরী

ক. সুলতান মাহমুদ কোথাকার শাসক ছিলেন? ১

খ. 'চালিশ চক্র' কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মহান শাসকের পরিচয় তুলে ধর। ৩

ঘ. ভারতবর্ষে এক স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠায় উক্ত মহান শাসকের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান মাহমুদ গজনির শাসক ছিলেন।

খ সুলতান ইলতুংমিশের ক্রীতদাসের মধ্যে যে চালিশজন বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য তুর্কি ছিল। তাদের নিয়ে গঠিত চক্রকে চালিশ চক্র বলা হয়। ইলতুংমিশের সময় এ চালিশ জনকে নিয়ে গঠিত হয় 'বন্দেগান-ই চেহেলগান'। ইলতুংমিশের সময় তারা শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা ইলতুংমিশের দুর্বল উত্তরাধিকারী সুলতানদের শাসনামলে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন।

ঘ উদ্দীপকে কুতুবউদ্দিন আইবেকে ইঞ্জিত করা হয়েছে।

ইতিহাসে যে কয়জন ব্যক্তি সামান্য ক্রীতদাস থেকে ক্ষমতার উচ্চশিখের আরোহণ করেন তাদের মধ্যে কুতুবউদ্দিন আইবেক অন্যতম। তিনি বাল্যকালে মুহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাসরূপে জীবন শুরু করে রীয় যোগ্যতা ও গুণবলির ফলে ভারতবর্ষে একটি স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, এক মহান ব্যক্তি চন্দ্রগ্রহণকালে জন্মগ্রহণ করেন। এবং তিনি জাতিতে তুর্কি। বাল্যকালে ক্রীতদাসরূপে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে একজনের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতবর্ষে এক স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে কুতুবউদ্দিন আইবেক চন্দ্রগ্রহণ করেন। এজন তার নাম রাখা হয় আইবেক। আইবেকের আদি নিবাস তুর্কিস্থানে। শৈশবে আইবেক পারস্যের একজন দাস ব্যবসায়ীর হাতে পড়েন। উক্ত পারস্যক দাস ব্যবসায়ী তাকে

মিশাপুরের কাজী ফখরুদ্দিন আকুল আজিজ কুফীর নিকট বিত্তি করে দেন। কাজীর মৃত্যুর পর তার পুত্রগণ তাকে একজন দাস ব্যবসায়ীর নিকট বিত্তি করেন এবং পরে তিনি তাকে গজনির মুহাম্মদ ঘুরীর নিকট বিত্তি করে দেন। প্রচল আজিজিশাস, দুরদৃষ্টি এবং সমরকুশলতার পুরণে আইবেক মুহাম্মদ ঘুরীর সবচেয়ে বিষ্ণু অনুচরে পরিষ্ঠত হন। ভারত অভিযানকালে তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি হিসেবে নিজ দক্ষতার পরিচয় দেন। ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের ছিতোয় যুদ্ধে উয়লাভ করলে মুহাম্মদ ঘুরী তাকে ভারতবর্ষে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ ঘুরী মৃত্যুবরণ করলে তিনি ভারতে স্বাধীন দিলি সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে কৃত্বউদ্দিন আইবেকেরই প্রতিষ্ঠিত ফুটে উঠেছে।

৩ ভারতবর্ষে এক স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠায় উত্ত মহান শাসক তথা কৃত্বউদ্দিন আইবেকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

কৃত্বউদ্দিন আইবেক ছিলেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি তার স্বীয় গুণাবলীর বদৌলতে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীন সুলতান হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন এবং দিলি সালতানাতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। যেমনটি উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী অপৃতক অবস্থায় মারা গেলে তার অধীন কর্মকর্তাদের মধ্যে তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ, নাসিরউদ্দিন কুবাচা এবং কৃত্বউদ্দিন আইবেক সার্বভৌম ক্ষমতা দখলে তৎপর হয়ে ওঠেন। এ তিনি জনের মধ্যে কৃত্বউদ্দিন আইবেক ছিলেন সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মুহাম্মদ ঘুরীর সবচেয়ে বিষ্ণু ও অনুগত। ঘুরী তার জীবদ্ধশাতেই কৃত্বউদ্দিন আইবেককে ভারতের বিজিত অঞ্চলের রাজ প্রতিনিধি নিয়েও ও 'মালিক' উপাধি দেন।

মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর তিন মাস পর ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জুন লাহোরে আন্দুনিকভাবে ভারতের মুসলিম রাজ্যের সুলতান হিসেবে কৃত্বউদ্দিন আইবেক ক্ষমতা গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তরাধিকারী সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ঘুরী কৃত্বউদ্দিনকে রাজদণ্ড প্রদান ও সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 'দাসতু মুক্তি সনদ' দান করেন। আর এতাবেই আইবেক স্বাধীন দিলি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রক্রিতে প্রতীয়মান হয় যে, কৃত্বউদ্দিন আইবেক স্বীয় কৃতিত্ব বলে স্বাধীন দিলি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন ৩৫ মাহিম খুব ভাগ্যবান। বাল্যকালে তাকে ইসফান সাহেব এতিমখানা থেকে ক্রম করে নিয়ে আসেন নিজের সন্তানদের সাথে তাকে সব রকম শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন। মাহিম স্বীয় মেধা ও অধ্যবসায়ের বলে রাস্তের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

//বি এ এম স্বাধীন জনসঙ্গ চৈত্য//

- ক. কৃত্বউদ্দিনার কোথায় অবস্থিত? ১
- খ. কৃত্বউদ্দিনকে 'আইবেক' বলা হয় কেন? ২
- গ. মাহিমের সাথে দাস বংশের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত দাস বংশের উত্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃত্বউদ্দিনার দিলিতে অবস্থিত।

খ কৃত্বউদ্দিন জাতিতে তুর্কি এবং তিনি তুর্কিস্থানের অধিবাসী ছিলেন। তুর্কি ভাষায় 'আইবেক' শব্দের অর্থ চন্দ দেবতা। স্যার ডগ্রিউ হেগ এর মতে, চন্দ্রগ্রহকালে জন্মগ্রহণ করায় সম্ভবত তিনি এ নামে অভিহিত হয়েছেন। ঐতিহাসিক ফিরিশতার মতে, কৃত্বউদ্দিনের বাম হাতের ক্ষমতায় আঙুলটি ভাঙা ছিল বলে তাকে আইবেক বলা হয়। তবে তার জীবনী পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তুর্কিস্থানের আইবেক পরিবারের লোক ছিলেন বলে আইবেক নামে পরিচিত হন।

গ সূজনশীল ৩৪ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ৩৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ৩৬ অটোমান সুলতান বায়েজিদ অত্যন্ত জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। তিনি জনকল্যাণকর কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্যের বিধবা, এতিম, বয়স্কদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ধাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেন।

/বেগুন প্রবলিক স্তুতি এত কলেজ চট্টগ্রাম/

- ক. ভারতের 'তোতা পাখি' কাকে বলা হয়? ১
- খ. 'কিতাব-উল-হিন্দ' পুস্তকটি বর্ণনা দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের শাসকের কার্যক্রমের যে মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের শাসকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমীর খসবুকে ভারতের 'তোতা পাখি' বলা হয়।

খ আল বিরুনির সর্বৈশক্তা উল্লেখযোগ্য প্রলম্ব হলো কিতাবুল হিন্দ। কিতাবুল হিন্দ প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের ইতিহাস জানার জন্য অতি মূলবান একটি প্রলম্ব। আল বিরুনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে এ দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজব্যবস্থা, সভ্যতা, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করেন। তার এ গবেষণালক্ষ তথ্যাদি কিতাবুল হিন্দে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

গ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের দিক থেকে উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের কর্মকাণ্ড সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কোনো এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অপরিহার্য। দিলি সালতানাতের সুলতানগণ এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক একেতে অগ্রগতি হিলেন। উদ্দীপকে বর্ণিত অটোমান সুলতান ফিরোজ শাহের কাজেরই প্রতিফলন রয়েছে।

সুলতান বায়েজিদ রাজ্যের বিধবা, এতিম ও বয়স্কদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেন। তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও স্থাপন করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ও অনুরূপ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনদরদি শাসক হিসেবে ঝাত হয়েছিলেন। প্রজাদের জন্য তিনি নিবেদিত প্রণ হিলেন। তিনি দুস্থ, দরিদ্র ও অনাথদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার জন্য দিলিতে 'দারুস শিক্ষা' নামক একটি বিখ্যাত দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এ হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান ছাড়াও ওমুখ সরবরাহ করা হতো। এছাড়া প্রজাদের কল্যাণের জন্য তিনি বেশ কিছু জনকল্যাণকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি দরিদ্র প্রজাদের সাহায্যে ও তাদের কল্যাণের বিবাহদান এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য দেওয়ান-ই-খয়রাত বিভাগ স্থাপন করেন। তিনি বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য চাকরি দণ্ড স্থাপন করেন। তাছাড়াও তিনি প্রজাদের কল্যাণে সরাইখানা এবং নলকূপ স্থাপন করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। তার এসব জনদরদি কর্মকাণ্ড ইতিহাসে 'মাতামহীসুলত ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জনগণের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে উদ্দীপকের সুলতান এবং ফিরোজ শাহ তুঘলক একই ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই বিদ্যমান। জনগণের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা প্রত্যেক শাসকেরই কর্তব্য। ফিরোজ শাহ তুঘলক একেতে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মানবদরদি শাসক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি প্রজাদের স্বার্থে যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা ছিল প্রকৃতপক্ষে কল্যাণকর। উদ্দীপকের শাসকও জনহিতকর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তবে কিছু কিছু কর্মকাণ্ডে দুজন শাসকের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের অটোমান সুলতান বায়েজিদ রাজ্যের বিধবা, এতিম, বয়স্কদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেন। ফিরোজশাহ তুঘলকও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সুলতান বায়েজিদ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলক শিক্ষা ক্ষেত্রে সেরকম কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যেটি উভয়

শাসকের মধ্যে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে। ফিরোজ শাহ তুঘলক উদ্দীপকের শাসকের থেকে আরো বহুমুখী ব্যবস্থা প্রাপ্ত করেন। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য চাকরি দফতর স্থাপন করেন। তিনি কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নিয়ে ব্যবহার্য দ্রব্যসূলভ করার উদ্দেশ্যে ৩৬টি শিল্পকারখানা গড়ে তোলেন। ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থে দিওয়ান-ই-ইন্সটহক প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পূর্ববর্তী সময়ের সুলতানদের দেওয়া খণ্ড মণ্ডকুফ করে দেন। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি বহু সংখ্যক সেচখাল খনন করেন। কৃষি ব্যবস্থায় ও বাণিজ্যে উন্নতি সাধনের জন্য আস্তপ্রাদেশিক শুল্ক উঠিয়ে দেন। এর ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে ফিরোজশাহ তুঘলকের কর্মকাণ্ডের যৌগিক সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ রাজা শামসির সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা, উন্নতির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শূন্য অর্থভাণ্ডার পূরণের উদ্দেশ্যে কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শূন্ত উদ্দেশ্য ও উচ্চাদর্শ থাকা সত্ত্বেও নিজের ধৈর্য ও মাঝাবোধের অভাবে শামসিরের জীবন চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

- ক. তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
- খ. মালিক কাফুর সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শামসিরের পরিকল্পনার সাথে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কোন দৃষ্টি পরিকল্পনার সামঞ্জস্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতার কারণ পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গিয়াসউদ্দিন তুঘলক।
খ মালিক কাফুর ছিলেন আলাউদ্দিনে খলজির দক্ষিণাত্য অভিযানের সেনাপতি।

আলাউদ্দিন খলজির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নিজীক সেনাপতি মালিক কাফুর ছিলেন একজন খোজা হিন্দু। সুলতান তার গুণাবলিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে ‘মালিক-তাজ-উল-মালিক কাফুর’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এক হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে ত্রুট করা হয়েছিল বলে তাকে হাজার দিনারি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা শামসিরের পরিকল্পনার সাথে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও উন্নতির শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দিয়িতে রাজধানী স্থাপন ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধির সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজা শামসির সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা, উন্নতির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং শূন্য অর্থভাণ্ডার পূরণের উদ্দেশ্যে কতিপয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকও এমন প্রেক্ষাপটে কিছু উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। রাজধানী স্থানান্তর ও দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি এমনই দুটি পরিকল্পনা।

সহজতর নজরদারি, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহতকরণ ও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিয়ি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। পরবর্তীকালে রাজধানীর নাম রাখেন দৌলতাবাদ। কিন্তু তার এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। রাজভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য তিনি দোয়াবে কর বৃদ্ধি করেন। কারণ দোয়াব ছিল দিয়ি সালতানাতের সর্বাপেক্ষা উর্বর ভূমি। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী এ ভূভাগে পানির অভাব না থাকায় এখানে শস্যের ফলন সর্বদা ভালো হতো। দিয়ির সুলতানরা সুযোগ বুঝে সর্বদা দোয়াবে কর বৃদ্ধি করতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দোয়াবে উৎপন্ন শস্যের শতকরা ৫০ ভাগ বা অর্ধেক কর ধার্য করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এতেও দোয়াবের রায়তদের কোনো অসুবিধা হতো না, কারণ দোয়াব সত্তিই উর্বর ছিল। তবে তুঘলকের এ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। অতিরিক্ত করদানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক ক্লেশ বৃদ্ধি এবং সংকট সৃষ্টি হয়। এর ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। উদ্দীপকে উক্ত পরিকল্পনা দুটিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ২৭ এর ‘ঘ’ নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ খুব কম বয়সেই ক্রীতদাসে পরিষ্ঠিত হয়েছিল ‘ক’। কালক্রমে নিজের যোগ্যতা ও মেধাগুণে নিজ দেশের শাসক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তিনি। একসময় তিনি একটি বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দানশীলতার জন্য তাকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেননি। এ বংশের মেটি এগারো জন শাসক ছিলেন। তবে এদের সবাই দাস ছিলেন না।

১. রাজপ্রাপ্তি সরকারি মহিলা কলেজ
ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক কে ছিলেন?
খ. কুতুবউদ্দিন আইবেককে ‘লাখবক্স’ বলা হয় কেন?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ‘ক’ এর কৃতিত্বের সাথে তোমার পঠিত দিয়ি সালতানাতের কোন শাসকের কৃতিত্বের সাথে তোমার পঠিত দিয়ি সামজ্ঞস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ‘ক’ রাজার কৃতিত্বের তুলনার তোমার পঠিত শাসকের কৃতিত্ব অধিক প্রশংসন দাবিদার— যুক্তি দাও।

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুতুবউদ্দিন আইবেক দিয়ি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা।
খ সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা জনগণের মাঝে দান করতেন বলে তাকে লাখবক্স বা লক্ষ টাকা দানকারী বলা হয়। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন এক মহানৃত্ব শাসক। তার বদান্যতা কিংবদন্তির পর্যায়ভূক্ত ছিল। আর দানশীলতায় তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। প্রতিদিন তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা জনগণের মাঝে দান করতেন। বদান্যতায় তিনি ছিলেন বিতীয় হাতেম।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ‘ক’-এর কৃতিত্বের সাথে দিয়ি সালতানাতের শাসক কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্ব সামজ্ঞস্যপূর্ণ।

জনাব ‘ক’ একজন ক্রীতদাস ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের অবস্থানকে সুসংহত করতে তিনি বিভিন্ন শক্তিধর ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সুত্রে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। দানশীলতার জন্য তিনি বিশেষ উপাধিও পান। সুলতান কুতুবউদ্দিনের জীবনেও এরূপ ঘটনাপ্রাবাহ লক্ষ করা যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক নিজ যোগ্যতাবলে সুলতানের ঘোড়াশালের দায়িত্ব পান। ভারত বিজয়ের সময় তিনি ঘূরীর অন্যতম সেনাপতির দায়িত্ব লাভ করেন। ১২০৬ সালে মুহাম্মদ ঘূরী মৃত্যুবরণ করলে তার ভ্রাতৃক্ষেত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ গজনির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কুতুবউদ্দিনকে দাসত্বের ছাড়পত্রসহ দিয়ির স্বাধীন সুলতানের স্বীকৃতি দেন। কুতুবউদ্দিন নিজের অবস্থানকে সুসংহত করার লক্ষ্যে মুহাম্মদ ঘূরীর সেনাপতি এবং কিরমানের শাসনকর্তা ইলদুজের ভাগিকে বিয়ে করেন। তিনি নিজের ভাগিকে সিন্ধুর শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচার সাথে বিবাহ দেন। উপরন্তু তিনি ইলতুর্থমিশ্রের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এছাড়া তার উদারতা, দানশীলতা এবং বদান্যতা সম্পর্কে সমকালীন ঐতিহাসিকগণ প্রশংসিত হয়ে তাকে ‘লাখ-বক্স’ উপাধিতে ভূষিত করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের ‘ক’ শাসক সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের সাথে তুলনীয়।

ঘ উদ্দীপকের ‘ক’ রাজা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ ছিলেন। কিন্তু কুতুবউদ্দিন আইবেক বিজেতা ও ন্যায়বিচারক হিসেবে একজন সফল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাই ‘ক’ শাসকের চেয়ে তিনি অধিক কৃতিত্বের দাবিদার বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, ‘ক’ রাজা একজন ক্রীতদাস হওয়া সত্ত্বেও প্রভূর মন জয় করে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তার ব্যর্থতা তার সফলতাকে মিলন করে দেয়। অপরদিকে, একজন সুদৃঢ় যোগ্য ও বিজেতা হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্ব সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

মুহাম্মদ ঘূরীর প্রতিনিধি হিসেবে একাধিক রাজ্য বিস্তৃতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের সামরিক সাফল্যের পরিচয় বহন করে। তিনি দিয়ি, মিরাট, রংথঠোর, হানসি, বাদাউন ও কনোজ দখল করে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধন করেন। উপরন্তু তিনি বারানসি, কালিঙ্গ ও মাহেৰা দখল করে তার সামরিক প্রতিভা ও সাহসিকতার অসামান্য পরিচয় প্রদান করেন। তার অসামান্য সামরিক প্রতিভা বলেই তিনি বিশ বছরের মধ্যে সিন্ধু থেকে গঙ্গা এবং হিমালয় থেকে বিন্ধ্যা পর্যন্ত পর্বত পর্যন্ত সমগ্র উক্তর ভারতের একচ্ছত্র

অধিপতি হতে সক্ষম হন। এছাড়া তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক এবং ন্যায়বিচারক। রাজশাসন এবং প্রজাপালনের কৃতিত্ব তার অপরাপর গুণাবলিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক একজন সৃষ্টি শাসক, বিজেতা ও ন্যায়বিচারক হিসেবে উকীপকের 'ক' শাসক অপেক্ষা অনেক এগিয়ে।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ সুলত জেনারেল স্টোরের ব্যবস্থাপনা ক্রেতাদের মুগ্ধ করে। এ দোকানে সকল পণ্য নির্ধারিত দামে বিক্রি হয়। দোকানের প্রবেশ পথের একধারে বড় একটি চাটে নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের মূল্য দেওয়া আছে। মূল্য তালিকার অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

মুক্তব্যের নাম	পরিমাণ	মূল্য
আটা	প্রতি কেজি	৫.০০
সিন্ধ চাল	প্রতি কেজি	৭.০০
ভাল দেশি	প্রতি কেজি	২০.০০
তেল সম্মাবিন (বোতলজাত)	প্রতি লিটার	১০.০০

(রাজস্বার্থী সরকারি মহিলা কলেজ)

- ক. আলাউদ্দিন খলজির আমলে বাজার তদারককারী কর্মকর্তার পদবি কী ছিল? ১
 খ. মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. সুলত জেনারেল স্টোরের ব্যবস্থাপনা তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত ব্যবস্থা ছারা দেশের সবাই উপকৃত হয়েছিলেন? যুক্তি দাও। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আলাউদ্দিন খলজির আমলে বাজার তদারককারী কর্মকর্তার পদবি ছিল শাহানা-ই-রিয়াসত।

খ. আলাউদ্দিন খলজি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে যে নীতি গ্রহণ করেন, ইতিহাসে সেটিই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নামে পরিচিত। সুলতান আলাউদ্দিন খলজি অর্থবেতনে সৈন্য পোষণের লক্ষ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ ব্যবস্থায় তিনি পণ্যের বাজারদুর নির্ধারণ করেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য তিনি পণ্য বাজার স্থাপন, বাজার পরিদর্শন ব্যবস্থা, নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করা এবং মজুদ নিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

গ. সুলত জেনারেল স্টোরের ব্যবস্থাপনার সাথে পাঠ্যবইয়ের আলাউদ্দিন খলজির খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

উকীপকে উল্লিখিত দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যের জন্য মূল্য তালিকা নির্ধারিত রয়েছে। পাশাপাশি এই মূল্য তালিকা কার্যকর হচ্ছে কি না তার তদারকির জন্য সুব্যবস্থাও করা হয়েছে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থা সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলেও বিদ্যমান ছিল। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির প্রশাসনিক সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি। এ জন্য তাকে 'শহান রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সুলতান দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী, যেমন: গম, বার্লি, চাল, আটা, ভাল, তেল, সোজা ইত্যাদির মূল্য বেঁধে দেন। এছাড়া অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ও বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণ করেন। পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা সবাইকে দিয়ির সেহেরা আদল নামক স্থানে বন্ধ আমদানি করতে হতো। এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সুলতান বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং নির্ধারিত দামে দোকানদাররা বিক্রি করছে কি না তা নজরদারি করতেন। সুলতান তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম সকল ব্যবসায়ীকে রাস্তায় দণ্ডে নাম রেজিস্ট্রি করার নির্দেশ দেন। সরকারি অনুমতিপত্র ছাড়া ব্যবসায়ীদের কৃষকদের কাছ থেকে শস্যক্রয় নিষিদ্ধ করা ছাড়াও কঠোর হস্তে চোরা কারবার দমনের ব্যবস্থা করেন।

ঘ. সুলতান আলাউদ্দিন খলজির উক্ত মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা সবার কাছে প্রশংসিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর ছারা দেশের সবাই উপকৃত হয়নি। সুলতানের মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি জনগণের স্বতঃস্বীকৃত সমর্থনের ওপর নয়, বরং ভয়ভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু সেনাবাহিনী ছাড়া

জনগণের উন্নতি সাধিত হয়নি। মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শুধু দিয়ি ও তার আশপাশের এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্রাজ্যের সব অঞ্চলে এ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়নি। দিয়ির সকল নাগরিক এ ব্যবস্থা ছারা উপকৃত হলেও খাদ্যশস্যের মূল্য নিন্দিত হওয়ার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দ দেখা দিয়েছিল। ফলে সুলতানের মৃত্যুর সাথে সাথে এ ব্যবস্থার অপমৃত্যু হয়। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তার এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রশংসা করেছে। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রশংসা করে বাজারে শস্যের অপরিবর্তিত মূল্যকে সে যুগের অন্যতম বিস্ময় বলে মনে করেন। ইংরী প্রসাদের মতে, আলাউদ্দিন খলজির বাজার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি মধ্যমুপে রাস্তানীতি অঙ্গনে অন্যতম বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। তাই বলা যায়, আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সব ক্ষেত্রে রাজ্যের সবাই উপকৃত না হলেও প্রত্যেক প্রজাই কোনো না কোনো দিক দিয়ে উপকৃত হয়েছিল। কেননা এই ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হয়েছিল, খাদ্য সমস্যার সমাধান ও জনগণের জীবনমানের উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বসাধারণের উপকার সাধিত হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ৪০ 'S' প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়ে জানতে পারে যে, তৃঘলক বৎশের একজন শাসনকর্তা শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কিছু উচ্চাভিলাষী মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ লক্ষে উক্ত শাসক রাজধানী দিয়ি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন। বিদ্রোহীদের দমন করতে খোরাসান, কারাচিলে (চীন) অভিযান প্রেরণ এবং তাম্রমুদ্রার প্রচলন, কর বৃন্দি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোযোগী হন। বস্তুত দিয়ির সুলতানের মধ্যে তিনি সর্বাধিক বিস্ময় ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

- ক. কুতুবমিনার কোথায় অবস্থিত? ১
 খ. প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. উকীপকে 'S' ভারতের ইতিহাসের কোন শাসনকর্তা সম্পর্কে জানতে পারেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উক্ত শাসনকর্তার গৃহীত মহাপরিকল্পনাসমূহ দিয়ির সালতানাতে কতটুকু প্রভাব ফেলেছিল? মতামত দাও। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কুতুবমিনার বিস্তৃতে অবস্থিত।

খ. সুলতান মুহাম্মদ বিন তৃঘলক প্রচলিত সোনা ও রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে যে নতুন মুদ্রা প্রচলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেটিই তাম্রমুদ্রা প্রচলন পরিকল্পনা নামে পরিচিত।

মুহাম্মদ বিন তৃঘলক তার রাজকোষের ঘাটতি দূর করা, চতুর্দশ শতকে ভারতে স্বৰ্ণ ও রৌপ্যের অভাব, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং লেনদেন ও বিনিয়য় সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে প্রতীকী তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি স্বৰ্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার ন্যায় তাম্রমুদ্রাকেও বিনিয়োগ প্রতীকী মুদ্রা বলে ঘোষণা করেন। তবে প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের ফলাফল ছিল মারাত্মক। এ ব্যবস্থায় জনগণ প্রচুর জালমুদ্রা তৈরি করে সেগুলো দিয়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে থাকে। ফলে মুদ্রার মান কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

গ. উকীপকের 'S' প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উচ্চাভিলাষী শাসনকর্তা মুহাম্মদ বিন তৃঘলক সম্পর্কে জানতে পারেন।

উকীপকের 'S' ইতিহাস অধ্যয়ন করে একজন তৃঘলক শাসকের কিছু উচ্চাভিলাষী মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারেন। উক্ত শাসক শাসনকার্যের সুবিধার জন্য রাজধানী দিয়ি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন। তাছাড়া তিনি বিদ্রোহ দমনে অভিযান প্রেরণ করেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে পদক্ষেপ নেন। এ সকল তথ্য মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের শাসননীতির সাথে সম্পর্কিত।

মুহাম্মদ বিন তৃঘলক প্রশাসনিক সুবিধা বিবেচনা করেই রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেছিলেন। দেবগিরিকে রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে পরিবার-পরিজন, আমির-ওমরাহ, অভিজাত ব্যক্তিগণ এবং দিয়ির জনগণসহ দেবগিরিতে গমন করেন। তিনি রাজ্যবিস্তারের

উদ্দেশ্যে খোরাসান ও কারাচিলে অভিযান পরিচালনা করেন। তার এ দুটি অভিযানই ছিল অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। তাছাড়া সুলতান অধীনেতিক সমস্যার সমাধানে প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করেন। অবশ্য প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি; বরং এর ফলে মুদ্রার মান কমে যায় এবং মুদ্রাস্থীভিত্তি দেখা দেয়। এই ব্যার্থতা কাটিয়ে ওঠার জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দি করেন। সামরিক শক্তি বৃন্দি এবং শাসনব্যবস্থাকে সুগঠিত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানই ছিল এই কর বৃন্দির কারণ। উদ্দীপকে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের এ কার্যক্রমগুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

ব দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক গৃহীত মহাপরিকল্পনাসমূহ সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অপরিকল্পিত উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ এবং সাম্রাজ্য শাসনে অক্ষমতা দিল্লি সালতানাতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা ও শিথিলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অরাজকতা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। এবং সালতানাতের ঐক্যবিবোধী শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে ওঠে। এসময়ে ক্রমাগতভাবে সালতানাতের সীমানা সংকুচিত হয়ে পড়ে। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সালতানাতের পতনোন্মুখ্যতা পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের গৃহীত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা সমন্বে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে, এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় বিভিন্ন কারণেই, যেমন দিল্লির জনগণ নতুন পরিবেশে ও দেবগিরির আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনি, দিল্লির মুসলমানদের হিন্দু অধ্যুষিত দেবগিরিতে বসবাসে অসম্ভাব্য ছিল এবং মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কায় উত্তর ভারতে সুলতানের উপরিক্ষিতির প্রয়োজনীয়তা এবং তদাঙ্গলে সুলতানের আধিপত্যের শিথিলতা। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মোরল্যাদের বলেন, তার কার্যসমূহ ছিল একটি অসংগতির স্তুপ।

নিরপেক্ষ বিচারে দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্য মুহাম্মদ বিন তুঘলককে বিশেষভাবে দায়ী করা অনেকাইসিক প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। কেননা তার রাজত্বকালে বিভিন্ন বিদ্রোহ সংঘটিত হয় সত্য, তবে প্রজাসাধারণ তার প্রতি পুরোপুরি বিরূপ ছিল তার কোনো প্রয়াণ পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন ▶ ৪১ এশিয়া মাইনরে গুপ্তিগতক সম্প্রদায়ের হত্যা ও লুটতরাজ এতটাই বৃন্দি পেয়েছিল যে এশিয়া ইউরোপের মধ্যকার ব্যবসায়-বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে ইংল্যান্ড রাজ রিচার্ড গুপ্তিগতক সম্প্রদায়কে দমন করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে রাজা রিচার্ড মোঙ্গলদের সাথে যৌথভাবে গুপ্তিগতক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে বহুলাংশে সফল হন। গুপ্তিগতকদের সাথে রিচার্ডের সন্ধি স্থাপনের ফলে তারা এই অঞ্চলে দস্যুরুত্ব পরিচালনা থেকে বিরত থাকে।

/জ্ঞান আনন্দ রাজক মিটানিসিপ্যাল কলেজ, বশের/

- ক. দিল্লির সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
- খ. চরিশ চক্র বল্তৈ কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকে গুপ্তিগতক সম্প্রদায়ের সাথে বলবনের শাসনামলের কোন সম্প্রদায়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে ইংল্যান্ড রাজা রিচার্ডের অভিযানের ফলাফলের সাথে বলবনের দস্যু বিরোধী অভিযানের ফলাফলের বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা শামসুদ্দিন ইলতুর্থমিশ।

খ সৃজনশীল ৩৪ এর ‘খ’ নং প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকে গুপ্তিগতক সম্প্রদায়ের সাথে বলবনের শাসনামলের মেওয়াটি দস্যু সম্প্রদায়ের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, গুপ্তিগতক সম্প্রদায় হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকত, যা কিনা অনেকটা মেওয়াটি দস্যুদের চরিত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ। মেওয়াটের পর্যন্ত অধিবাসী দস্যুরা দিল্লি ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোতে লুটতরাজ, হত্যা, অপহরণ ইত্যাদি শুরু করলে জনজীবনে মারাত্মক আতঙ্ক দেখা দেয়। এসময় ব্যবসায়ী ও

পথচারী কেউই নিরাপদ বোধ করত না। ঈশ্বরী প্রসাদের বর্ণনা মতে, তাদের উত্তর্ত্ব এতখানি বৃন্দি পেয়েছিল যে, আসর নামাজের পর রাজধানী দিল্লির পশ্চিম ফটক বন্দ করে দেওয়া হতো। বলবন জনগণের জানমাল ও দিল্লির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেওয়াটি দস্যুদের কঠোর হস্তে দমন করেন। দস্যুদের অভয়ারণ্য দিল্লির আশপাশের বড় বড় জঙ্গলগুলো কেটে পরিষ্কার করা হয়। দিল্লির চতুর্পাশে সুরক্ষিত সামরিক পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। ভবিষ্যতে তাদের উপর রোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্থানে পুলিশ চৌকি স্থাপন করা হয়। অনেক মেওয়াটি দস্যুকে হত্যা করা হয়। এভাবে বলবন কঠোর হস্তে মেওয়াটি পর্যন্ত দস্যুদের দমন করেন, যা উদ্দীপকের গুপ্তিগতক সম্প্রদায়ের দমনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ব উদ্দীপকে ইংল্যান্ড রাজা রিচার্ডের অভিযানের ফলাফলের সাথে বলবনের দস্যু বিরোধী অভিযানের ফলাফলের বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মেওয়াটি দস্যুদের দমনে অন্য কোনো শক্তির সাহায্য কামনা করেননি। বলবনের Blood and Iron Policy এর মতোই তিনি দস্যুদের প্রতি নমনীয় হননি এবং কোন সন্ধি করেননি। বলবন অসংখ্য মেওয়াটি দস্যুর পশ্চাত্বাবন করে তাদের হত্যা করেন। প্রচুর পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন ও কঠোর নীতির মাধ্যমে তিনি দস্যুদের দমন করেন। যা উদ্দীপকের গৃহীত পদক্ষেপ থেকে কিছুটা ভিন্ন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে— এশিয়ার মাইনরে (বর্তমান তুরস্ক) গুপ্তিগতক সম্প্রদায়ের হত্যা ও লুটতরাজ বৃন্দি পাওয়ার তাদের প্রতিকারকে ইংল্যান্ড রাজা রিচার্ড মোঙ্গলদের সাথে যৌথভাবে গুপ্তিগতক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে বহুলাংশে সফল হন।

গুপ্তিগতকদের সাথে রাজা রিচার্ডের সন্ধি স্থাপনের ফলে তারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে (এশিয়া মাইনর) দস্যুবৃন্দি পরিচালনা থেকে বিরত থাকে। অপরদিকে মেওয়াটি দস্যুদের প্রতি কঠোর নীতির কারণে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। পরিশেষে বলা যায়, মধ্যযুগের গুপ্তিগতক সম্প্রদায়ের এর বিস্তৃতি ছিল এশিয়া ও ইউরোপ এর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। তাদের কর্মতৎপরতাও বহু বছর টিকে ছিল। কিন্তু মেওয়াটি দস্যুদের কর্মতৎপরতা অত দীর্ঘ হতে পারেনি। বলবন তাদের অঙ্কুরেই বিনাশের পন্থা অবলম্বন করেন।

গ্রন্থ ▶ ৪২ বিদেশ থাকা বন্ধু জিম তার বন্ধু সিমুদের বাড়িতে এসে তার সাথে পাইকারি বাজারে যায়। বাজারে প্রবেশ মুখেই তার চোখে পড়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সম্প্রলিপ্ত একটি তালিকা বোর্ড। তালিকা অনুযায়ী চালের মূল্য ৩০ টাকা কেজি হওয়াসত্ত্বেও বাজারে চালের মূল্য ৪০ টাকা। বিস্মিত হয়ে জিম খোঁজ নিয়ে জানতে পারে সরকারের সার, বীজ ইত্যাদিতে ভূর্তুকির পরিমাণ কম হওয়ায় চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম তালিকা থেকে অনেক বেশি।

/জ্ঞান আনন্দ রাজক মিটানিসিপ্যাল কলেজ, বশের/

- ক. লাখবক্স কার উপাধি ছিল? ১
- খ. সুলতান রাজিয়া কে ছিলেন? ২
- গ. জিমের দেখা মূল্য তালিকার সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সিমুদের দেশের সরকার কীভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক এর উপাধি ছিল লাখ বক্স।

খ সুলতান রাজিয়া ছিলেন ইলতুর্থমিশের কন্যা।

* ইলতুর্থমিশের পুত্রদের কেউই সুলতান পদের ধোগ্য ছিলেন না এজন্য সুলতান তাঁর কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু তুর্কি আমিরদের এটা পছন্দ ছিল না। তাই তারা ইলতুর্থমিশের পুত্র ফিরোজকে সিংহাসনে বসায়। কিন্তু দিল্লির অধিবাসীদের সমর্থনে রাজিয়া ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন দখল করে ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি বাহরামের সৈন্যবাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে পলায়নকালে জনৈক হিন্দু আততায়ী কর্তৃক ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন।

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের দিলি সালতানাতের সুলতান আলাউদ্দিন খলজির কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।
সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে কর্মতারোহণ করেই নানাশূরী সংস্কার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সুলতানের এ সংস্কার কার্যগুলোর মধ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্যতম। মূলত আলাউদ্দিন খলজি সাম্রাজ্যের আর্থিক স্থিতিশীলতা বিধান, জনসাধারণের সুবিধা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, বিশাল সৈন্যবাহিনীর ভরণ-পোষণ এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংস্থান বিধানের জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

উদ্দীপকে একটি বাজারের দ্রব্যমূল্যের অস্থিতিশীল অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করছে না। এ রকম অবস্থার প্রেক্ষিতেই সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। আলাউদ্দিন খলজি খাদ্যশস্য সুলতমূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন— গম, বার্ষি, চাল, চিনি, আটা, ডাল, তৈল, সোডা ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণ করে দেন। এছাড়া তিনি বন্ধ, পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্যের তালিকা করে দেন। আলাউদ্দিন খলজি কেবল দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি দ্রব্যাদির চাহিদা অনুসারে সরবরাহের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে খাদ্যঘাটতি পূরণ করার উদ্দেশ্যে তিনি দিলির উপকর্তে এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলেন। তিনি লোভী ব্যবসায়ীদের মজুদদারি নিরোধে তাদের নামের তালিকা করে জরিমানা ও পণ্য বাজেয়ান্ত করাসহ নানা ধরনের শাস্তিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি বন্ধ, পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্যের তালিকা করে দেন। উদ্দীপকে এরকমই একটি মূল্য তালিকার কথা বলা হয়েছে, যা আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দৃষ্টিতে বহন করছে।

ঘ. উদ্দীপকে সিমুদের সরকারকে আলাউদ্দিন খলজির মতো মুদ্রাস্ফীতি রোধ, গুদামঘর নির্মাণ এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের দমনের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকর দৃষ্টিতে স্থাপন করেছিলেন। তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণে পণ্য বাজার স্থাপন, বাজার পরিদর্শন ব্যবস্থা, নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করা, মজুত নিরোধব্যবস্থা ইত্যাদি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। উদ্দীপকের সিমুদের সরকারও এরূপ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে সফল হতে পারেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণে সিমুদের সরকারকে প্রথমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এছাড়া খাদ্যঘাটতি পূরণ করার জন্য শস্যাগার বা গুদামঘর নির্মাণ করার মাধ্যমে তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা যাতে কোনো অসদুপায় অবলম্বন করতে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তারা লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায়ীদের প্রতিরোধের মাধ্যমেও এ ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারে। পণ্যদ্রব্য যাতে সময়মতো ক্রেতার নিকট সরবরাহ করা যায় সেজন্য পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া বাজারের ফটক ব্যবসায়ীদের দমন করে সিমুদের সরকার এ নীতি ক্ষার্যকর করতে পারেন। পণ্যদ্রব্য মজুত করে মজুতদাররা যাতে ক্রিম অভাব সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্যও তারা কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করতে সিমুদের সরকারকে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মতোই কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রদা ৪৩ শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েই ফায়িম সাহেব সমাজ উন্নয়ন ও তাকে সহযোগিতার জন্য নিজ বংশ ও দলের যোগ্য কতিপয় বাস্তিদের নিয়ে একটি 'আর্থীয় সভা' নামক সংগঠন তৈরি করেন। উক্ত সংগঠনটি তার আমলে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সংগঠনটির সদস্যদের ব্যক্তিগত লোড ও অভ্যন্তরীণ কলহের কারণে তারা উগ্র হয়ে ওঠে। তাদেরকে আইনের আওতায় আনার জন্য পরবর্তী চেয়ারম্যান রেজাউল হক অতি নিষ্ঠুর ও কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের দমনসহ উক্ত সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটান। ফলে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শাস্তি ও উন্নতি অব্যাহত থাকে।

/জ্যোতি আকুল রাজ্যক মিটিনিপ্পাস কলেজ, মুক্তো/

- ক. কৃতৃব মিনার কার নামে নির্মিত হয়? ১
- খ. বন্দেগান-চেহেলগান বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের আর্থীয় সভার সাথে ইলতুঁধিশের যে সংগঠনের মিল আছে তার স্বরূপ তুলে ধর। ৩
- ঘ. রেজাউল সাহেবের পদক্ষেপ সুলতান বলবনের কঠোর নীতিরই প্রতিজ্ঞা— মূল্যায়ন কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কৃতৃব মিনার প্রথ্যাত সাধক কৃতৃব উদ্দিন বথতিয়ার কাকীর নামে নির্মিত হয়।

খ. 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' অর্থ চলিশ আমির দল।

সুলতান ইলতুঁধিশ দিলি সালতানাতের যোগ্য শাসকদের ধারাবাহিক আগমন নিশ্চিতকরণের জন্য ৪০ জন সাহসী, যোগ্য ও দুরদশী ক্ষীতিদাসকে নিয়ে একটি দল গঠন করেন, যা 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামে পরিচিত। গিয়াসউদ্দিন বলবন এর সদস্য ছিলেন।

গ. সুজনশীল ১৯ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সুজনশীল ১৯ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রদা ৪৪ আমাদের দেশে সামাজিক অপরাধের ধারা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। যেমন— শিশু ও নারী নির্যাতন, গৃহপরিচারিকা নির্যাতন, মাদক ব্যবসা ইত্যাদি দেশে আইন রয়েছে তা প্রয়োগে সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অথচ দিলির এক সুলতান এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যে, তার সামনে কেউ চাকরের পায়েও হাত তোলার সাহস পেতন। উক্ত সুলতান রাজ দরবারের অমাত্য কর্মচারীদের প্রভাব বিনষ্ট করেছিলেন। তাদের গতিবিধির উপর কড়া নজরদারি ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। তার Blood & Iron Policy ইতিহাস খ্যাত নীতি ছিল। /সফিউকিন সরকার একজোড়ী এজ কলেজ, গাজীপুর/

ক. চলিশ চক্র কে গঠন করেন?

খ. Blood & Iron Policy কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে দিলির কোন সুলতানের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অপরাধ দমন ও শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় উক্ত সুলতানের গৃহীত পদক্ষেপ প্রশংসার দাবিদার— উক্তিটির পক্ষে মতামত দাও। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সুলতান ইলতুঁধিশ 'চলিশ চক্র' গঠন করেন।

খ. অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিরাক্তমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন Blood & Iron Policy গ্রহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময়ে তুর্কি অভিজাতদের বড়যন্ত এবং বহিরাক্তমণ মারাত্তক বৃপ্ত ধারণ করে। সুলতান বলবন বড়যন্তপ্রায়ণ অভিজাতদের দমনের জন্য কঠোর শাসন নীতি গ্রহণ করেন। তাছাড়া মোজালদের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্যও তিনি কঠিন দৃঢ়তার পরিচয় দেন। সুতরাং অভ্যন্তরীণ কলহ ও শত্রু দমনের জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

ঘ. উদ্দীপকে আলোচ্য বিষয়ে দিলির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক শাসকের অস্তিত্ব রয়েছে। যারা ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে নিজের যোগ্যতায় রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। তারা শাসন ক্ষমতায় গিয়ে রাষ্ট্রের প্রভাবশালীদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল অনিয়ম দূর করে রাষ্ট্রকে শান্তিশালী করেছেন। এমনই একজন শাসক ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বলবন। উদ্দীপকেও তার এ বিষয়গুলোর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলবনের কথা বলা হয়েছে যিনি রাজাদরবারের অমাত্য কর্মচারীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বর্বর করে তাদের গতিবিধির ওপরও কড়া নজরদারী ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। কেননা তিনিই অভিজাতদের চক্র অর্থাৎ চলিশ চক্র কে দমন করেন। ইলতুঁধিশের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের যুগে রাজ্য প্রশাসন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এরা

সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। বলবন তাদের দমন করার উদ্দেশ্যে তাদের বিশেষ সুবিধা বাতিল, অবাধ মেলামেশা বন্ধ, রাজদরবারে হাসি-ঠাট্টার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুলতান তাদের জায়গিরদারি বাতিল করে এবং সামান্য অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে তাদের ক্ষমতা খর্ব করেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলোর ইঙ্গিত রয়েছে।

৩ অপরাধ দমন ও শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় উক্ত সুলতান অর্থাৎ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রশংসার দাবিদার— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে দিল্লির একজন শাসকের কথা বলা হয়েছে, যার সমানে কেউ চাকরের গায়েও হাত তোলার সাহস পেত না। এখানে দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের অপরাধ দমন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এখানে সুলতানের ন্যায়বিচারের দিকটিই ফুটে উঠেছে। কেননা তার ন্যায়বিচারের জন্য লোকে এত ভীত ও সন্তুষ্ট থাকত যে, ভৃত্য ও ক্ষীতদাসের প্রতিও কেউ দুর্ব্যবস্থার করতে সাহস পেত না। এ বিষয়টি ছাড়াও তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আরও অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সুলতান বলবন সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার অরাজকতা ও বিদ্রোহ দমনে তৎপর ছিলেন। তার শাসনামলের প্রথম দিকে মেওয়াটি নামক রাজপুত দসুগণ পথিকদের সর্বস্ব অপহরণ, পাইকারিভাবে নরহত্যা, লুটতরাজ এবং অত্যাচার কার্য চালিয়ে জনজীবন বিপন্ন করে তোলে। এ কারণে সুলতান শত-সহস্র মেওয়াটিদের হত্যা করে রাজধানী দিল্লি এবং তার উপকর্তৃ শাস্তি স্থাপন করেন। এ সময় দোয়াবের হিন্দুরাও দোয়াব অঞ্চলে বেআইনি কার্যকলাপ পরিচালনা করে জনজীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। এ অবস্থার নিরসনে বলবন কাম্পল, পাতিওয়ালা ও ভোজপুরে অবস্থিত তাদের শক্তিশালী ঘাটিগুলো দখল করে সেখানে দুর্গ তৈরি করে জনগণের নিরাপত্তা বিধান করেন। এছাড়াও তিনি উপজাতীয়দের বিদ্রোহ দমনসহ অন্যান্য ছেটখাটো বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলাও যথাসময়ে দমন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের অপরাধ দমন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ প্রশংসার দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ শাসক ইসমাইল গাজী আদর্শবাদী সংঠরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সেই সাথে তিনি ছিলেন দাশনিক, ন্যায়বিচারক, দয়ালু, উদার, বিদ্রোহসাহসী ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান ও সম্প্রসারণ এবং সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা লাভ করেন।

/সরকারি আকবর আলী কলেজ, ঢাক্কার, সিরাজগঞ্জ/

ক. ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কে? ১

খ. 'চলিশ চক্র' বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসক ইসমাইল গাজীর শাসনব্যবস্থায় সুলতানি আমলের একজন শাসকের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে তা মূল্যায়ন কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের শাসনকালে তাঁর রাষ্ট্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পাদপীঠে পরিণত হয়েছে— পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উক্তর

ক ভারতে স্বাধীন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবউদ্দিন আইবেক।

খ সুলতান ইলতুর্মিশের সময়কার (১২১১-১২৩৬ খ্রি.) ক্ষীতদাসদের মধ্যে যে চলিশজন বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য ক্ষীতদাস ছিল তাদের নিয়ে গঠিত চক্রকে চলিশ চক্র বলা হয়।

ইলতুর্মিশের সময় এ চলিশ জনকে নিয়ে গঠিত হয় 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান'। ইলতুর্মিশের সময় তারা শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইলতুর্মিশ পরবর্তী দুর্বল সুলতানদের (বুকন উদ্দিন ফিরোজ শাহ, মাইজউদ্দিন বাহরাম প্রমুখ) শাসনামলে তারা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ইসমাইল গাজীর শাসনব্যবস্থায় সুলতানি আমলের শাসক শামসুদ্দিন ইলতুর্মিশের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের ইসমাইল গাজী এমন একজন শাসক যিনি ধার্মিক, ন্যায়বিচারক, দয়ালু, উদার, বিদ্রোহসাহসী ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব রক্ষা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান ও সম্প্রসারণ ছাড়াও তিনি তার রাজ্যে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সুলতানি আমলের শাসক ইলতুর্মিশও এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

ইলতুর্মিশ এক অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ক্ষমতায় আরোহণ করেছিলেন। তবে সমস্যাসজুলু পরিস্থিতিতেও তিনি বিচলিত হননি। তিনি আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে দুর্ধর্ষ মোজাল দলনেতা চেজিস থানের আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছেন। ভারতীয় উপমহাদেশে দিল্লি সুলতানদের মধ্যে ইলতুর্মিশই সর্বপ্রথম খাটি আরবি রোপামুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি বিদ্রোহ দমন ও সামরিক অভিযান নিয়ে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকলেও শিল্প ও সুস্থির রাষ্ট্র সৃষ্টি, নিউক ও ন্যায়ভিত্তিক বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের ন্যায় ইলতুর্মিশও একটি কার্যকর শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ সুলতান ইলতুর্মিশকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি' বলাকে আমি সম্পর্করূপে যৌক্তিক বলে মনে করি।

১২১১ খ্রিস্টাব্দে ইলতুর্মিশ 'শামসুদ্দিন' উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লি সালতানাতের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও ইলতুর্মিশকে নিঃসন্দেহে প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্যের 'সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি' বলা যেতে পারে।

উক্ত শাসক তথা সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুর্মিশের শাসনকালে তার রাষ্ট্র সভ্যতা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পাদপীঠে পরিণত হয়েছিল।

ইলতুর্মিশ শিল্পসাহিত্যের প্রতি অনুরূপী ছিলেন। তিনি সামরিক অভিযান ও বিদ্রোহ দমনে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করলেও শিক্ষাদীক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা ও জ্ঞানী-গুণীদের সমাদর এবং দরবারে আশ্রয়দান করতে কখনও কুঠাবোধ করেননি।

সুলতান ইলতুর্মিশের রাজসভায় বহু কবি, সাহিত্যিক, বিহান ও সাধক-তাপসেরা সমবেত হতেন। জমিউল হিকায়েতের রচয়িতা নূর উদ্দিন মাহমুদ উফী এ সময়ে দিল্লিতে ছিলেন। মিনহাজ উস সিরাজের বর্ণনায় জানা যায় যে, সুলতান ধার্মিক, দয়াবান ও জ্ঞানীদের প্রতি আন্দোলী ছিলেন। প্রতিশ্বাসিক আল বেরুনির মতে, তার রাজত্বকাল সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবময় ছিল। তার সময় একটি কলেজসহ তাসংখ্য মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল। তিনি একজন উদার সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং তার শাসনামলে রাজধানী দিল্লি সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ পাদপীঠে পরিণত হয়। মুসলিম ও ভারতীয় শিল্পকলার সংমিশ্রণে তার সময় এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তিনি কুতুব মিনার নির্মাণসহ অনেক মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কার করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি একজন উদার সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বস্তুত দিল্লি সালতানাতের চরম সংকটকালে ইলতুর্মিশের ন্যায় সুযোগ্য শাসকের আবির্ভাব না হলে দিল্লি সালতানাত টিকত কি না সন্দেহ ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ইলতুর্মিশ সংস্কৃতিমন্ত্র শাসক হিসেবে সফলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, যা ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ সুলতানা নাসরিন বানু একজন বিদুষী মহিলা। বিশ্ব ইতিহাসে তিনিই সর্ব প্রথম মুসলিম নারী শাসক। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি বিভিন্ন উম্ময়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। এতে তিনি তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ও রাজ কর্মচারীদের বিরাগভাজন হন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করা হয়। /ক্যাটল্যান্ডে পাবলিক স্কুল এচ কলেজ, রংপুর/

ক. সুলতান রাজিয়ার পিতার নাম কী? ১

খ. কুতুবমিনার কোথায় এবং কার নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতান নাসরিন বানুর সাথে তোমার পঠিত কোন নারী শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থান করো। ৩

ঘ. 'তুমি কি মনে কর উক্ত নারী শাসক তাঁর যুগ অপেক্ষা অনেক উন্নত মানসিকতার অধিকারী ছিলেন? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতানা রাজিয়ার পিতার নাম ইলতুঃমিশ।

ব কুতুবমিনার দিলিতে অবস্থিত কুতুবউদ্দিন আইবেকের নির্মিত সর্বশেষ স্থাপত্যকীর্তি।

১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়। এটি তৎকালীন বিশ্বের সর্বোচ্চ মিনার। মিনারটি ইসলামের বিজয়গীথা বিশ্বদরবারে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়।

গ উদ্দীপকে সুলতান নাসরিনের সঙ্গে দিলিলির সালতানাতের শাসক সুলতান রাজিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে।

পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা চিরকালই অবহেলিত হয়ে আসছে। এই অবহেলার মাঝেও নারীরা স্বীয় যোগ্যতাবলে সমাজের উন্নয়নে অংশীদার হয়েছে। নানা বাধার সমৃদ্ধীর হয়েও তারা সফল হয়েছে; সকল সমালোচনার উচিত জবাব দিয়েছে। উদ্দীপকের সুলতান নাসরিন এবং সুলতান রাজিয়া এমনই দুজন নারী ব্যক্তিত্ব।

সুলতান রাজিয়া ছিলেন মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী শাসক। তিনি ক্ষমতা প্রহর করার পর তুর্কি অভিজাত শ্রেণির সমালোচনার মুখোয়ুখি হন। তারা নারী বলে তাকে শাসনকার্যে অনুপযোগী ও অদক্ষ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু নিজ মেধা-গুণ, তেজস্বিতা আর কর্মদক্ষতার গুণে তিনি সকল বিশ্বজ্ঞান ও দৈনন্দিন প্রতিহত করে রাজ্যের উন্নতি সাধন করেন। সুলতান রাজিয়া একইভাবে ১২৩৬ থেকে ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দিলিলির সিংহাসনে বসে সুলতানি শাসন পরিচালনা করেন। তার ৪ বছরের রাজত্বকাল মধ্যমুগ্ধের ভারতীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে সাম্রাজ্যের বিশ্বজ্ঞান ও বিদ্রোহ প্রতিহত করেন। তিনি উপমহাদেশের ইতিহাসে শৃঙ্খল প্রথম মহিলা শাসনকর্তা মন বরং তার সাহসিকতা, দক্ষতা ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তুর্কি জাতির সাহসিকতা ও দুরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। তার উদার রাজনৈতিক চিন্তাধারা বস্তুত মুসলিম শাসনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকে সুলতান রাজিয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত নারী শাসক অর্থাৎ সুলতান রাজিয়া তার যুগ অপেক্ষা অনেক উন্নত মানসিকতার অধিকারী ছিলেন।

ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে দিলিলির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র নারী ছিলেন সুলতান রাজিয়া। শাসনকার্যে চারিপাশে দৃঢ়তায় তিনি নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতর প্রমাণ করেন। তিনি তার প্রশাসনের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তুর্কি অভিজাত শ্রেণি নারী বলে সুলতান রাজিয়ার এ সকল কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেন। কিন্তু সুলতান রাজিয়া তার কর্মকাণ্ডে প্রমাণ করে গেছেন যে তিনি তার যুগ অপেক্ষা উন্নত মানসিকতার অধিকারী ছিলেন।

সালতানাতের এক সংকটকালে সুলতান রাজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ উস-সিরাজের হিসেবে মতে, ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পর্ক এবং অসাধারণ প্রতিভাশালিনী একজন নারী। প্রচলিত মুদ্রায় তিনি নিজেকে উমদাদ-উল-নিসওয়ান (নারীদের মধ্যে বিশিষ্ট) বলে উল্লেখ করেন। মিনহাজ উস সিরাজ তাকে মহান নৃপতি, বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ ও মহানৃত্ব বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন সার্বজোয় নৃপতির প্রয়োজনীয় সকল গুণবলি ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এ.বি.এম. হবিবুল্লাহের মতে, সাহসিকতা ও অদম্য দৃঢ়তাই (Courage and unflinching determination) ছিল রাজিয়ার আদর্শ। চারিপাশে দৃঢ়তায় তিনি নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতর প্রমাণ করেন। ব্যক্তিগত দৃঢ়তা ও যোগ্যতাই তার ক্ষমতা ও অস্তিত্বের চাবিকাঠি ছিল। সুলতান রাজিয়া প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিত্যাগ করেন, অশ্বারোহণে জনসমক্ষে বের হন এবং প্রকাশ্যে দরবার পরিচালনা করেন। অধ্যাপক কে.এ. নিজামী যথার্থে বলেছেন, “অঙ্গীকার করার অবকাশ নেই যে, তিনি ছিলেন ইলতুঃমিশের উক্তরাধিকারীদের মধ্যে যোগ্যতম।”

পরিশেষে বলা যায়, সুলতান রাজিয়া ছিলেন অপরিসীম কৃতিত্বের অধিকারী।

প্রশ্ন ► ৪৭ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি ই-কমার্স কোম্পানি হচ্ছে amazon.com ওয়াশিংটনের সিয়াটলে এরসদর দপ্তর অবস্থিত। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ইন্টারনেটভিত্তিক খুচুরা বিক্রেতা। এখানে যাবতীয় খাদ্যশস্য যেমন: খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ, আসবাবপত্র, গয়না, যাবতীয় ইলেক্ট্রনিকস গুডস প্রত্বিতির মূল্যের একটি তালিকা ট্যাকিং করা আছে। ক্রেতা তাঁর ইচ্ছামতো তালিকায় প্রদর্শিত মূল্য পরিশোধ করে পছন্দের মূব্যাটি ক্রয় করে থাকে। ফলে ওয়াশিংটনের সরকারি মুদ্রাস্বীতি নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য সমস্যা সমাধান এবং জনগণের জীবন মানের উন্নতি বিধানে সক্ষম হয়েছে।

১. কত খ্রিষ্টাব্দে খলজি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

২. খলজিদের পরিচয় ব্যাখ্যা করো। ২

৩. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

৪. তুমি কি মনে করি উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থার ফলাফল এবং উক্ত শাসকের কর্মকাণ্ডের ফলাফল একই ছিল? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে খলজি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব তুর্কি মামলুক শাসনের অবসানের পর ১২৯০ খ্রিষ্টাব্দে যে রাজবংশের শাসনকাল শুরু হয় সেটাই খলজি বংশ নামে পরিচিত। খলজিদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রবল মতান্বেক্য বিদ্যমান। ডি.এ. স্যাথের মতে, খলজিরা আফগান বংশোদ্ধৃত। তবে অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন খলজিরা আফগান নয়, বরং তুর্কি। তুর্কিরা জাতিতে তুর্কি এবং ইলবারি তুর্কিদের ন্যায় তাদের এ আদি নিবাস তুর্কিস্থান। মিনহাজ উস সিরাজ খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালাল উদ্দিন খলজিকে চেঙ্গাস থানের জামাতা কালিজ থানের উত্তর পুরুষ বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, এ কালিজ থেকে খলজি নামের উৎপত্তি।

গ সৃজনশীল ও এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যবস্থার ফলাফল এবং উক্ত শাসক অর্থাৎ আলাউদ্দিন খলজি প্রবর্তিত মুব্যামূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলাফল একই ছিল।

আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন একজন মহান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকবিদ। তার প্রবর্তিত অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। আর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল সুলতানের শাসন ব্যবস্থার দক্ষতার প্রতীক। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সুলতান তার বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ এবং প্রজাসাধারণের কল্যাণের ব্যবস্থা করেন।

উদ্দীপকের ই-কমার্স কোম্পানির মুব্যামূল্য নিয়ন্ত্রণের ও পরিচালনার মাধ্যমে ওয়াশিংটনের সরকারি মুদ্রাস্বীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। খাদ্যদ্রব্যের সমস্যা সমাধান এবং জনগণের জীবন-মানের উন্নতি বিধান করেছে। অনুরূপভাবে আলাউদ্দিন খলজি কঠোর নজরদারি, কর্তৃত্বপ্রাপ্তি এবং জনগণের সহযোগিতায় তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল করার মাধ্যমে মুদ্রাস্বীতি রোধ করেন। রাজ্যের খাদ্যসমস্যার সমাধান এবং জনগণের জীবনমানের উন্নতি বিধান করেন। সর্বোপরি সুলতানের পক্ষে অন্ন বেতনে এক বিশাল বাহিনী প্রতিপালন করতে সক্ষম হন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ই-কমার্স কোম্পানির মূল্য ব্যবস্থার ফলাফলের ন্যায় আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলাফলও একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন ► ৪৮ সিরাজ সাহেব হাশিমপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে সম্প্রতি দায়িত্ব নিয়ে কয়েকটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিকল্পনা হলো প্রশাসনিক কেন্দ্র যাদবপুর থেকে গয়েশপুরে স্থানান্তর, ইন্দোকপুরে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, অতিরিক্ত কর ধার্য, পার্শ্ববর্তী চেয়ারম্যানের সাথে প্রতিযোগিতা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার নতুন পদ্ধতি প্রচলন। তার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মহৎ থাকা সম্ভবে সময়ের তুলনায় ব্যতিক্রমী ও অগ্রবর্তী হওয়ায় তা ব্যর্থ হয়।

চেয়ারম্যান সরকারি কলেজ, চেয়ারম্যান।

ক. সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক কত খ্রিষ্টানে সিংহাসনে
আরোহণ করেন? ১

খ. তৈমুর লঙ্ঘ কে ছিলেন? ২

গ. উদ্দীপকের পরিকল্পনাগুলো তোমার পঠিত কোন শাসকের
পরিকল্পনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের যেকোনো একটি পরিকল্পনা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬ খ্রিষ্টানে সিংহাসনে আরোহণ
করেন।

খ. ১৩৩৬ খ্রিষ্টানে তুর্কি গোত্রের বারলাম শাখায় মধ্য এশিয়ার ট্রাঙ্ক
অঙ্গীয়ানার ক্ষেত্রে (সেবজার) নামক স্থানে তৈমুর লঙ্ঘ জন্মগ্রহণ
করেন।

তৈমুর লঙ্ঘের পিতা আবির তুরগে (Turgay) প্রথ্যাত চাষতাই তুর্কি
উপজাতি বারলাম শাখার দলপতি ছিলেন। তিনি সিস্তানের শাসনকর্তা
জালালউদ্দিন মাহমুদের বিশ্বাসঘাতকতায় একটি পা ও একটি হাত
হারান। তাই ইতিহাসে তিনি খোঁড়া তৈমুর নামেও পরিচিত। তৈমুর
১৩৬৯ খ্রিষ্টানে সমরবল্লের সিংহাসনে আরোহণ করে আমির উপাধি
গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে (১৪০৫) তিনি অন্তত ২৭টি রাজ্য (মধ্য
এশিয়া, পারস্য, সিরিয়া, ইরাক, ভারতবর্ষ, অটোমান সাম্রাজ্য, রাশিয়া
প্রভৃতির বিস্তীর্ণ অঞ্চল) জীব সাম্রাজ্যভূক্ত করেন।

গ. সৃজনশীল ১৫ এর 'গ' নং প্রশ্নের উত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ১৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ জনাব মহিউদ্দিন একজন জনদরদি শাসক ছিলেন। প্রজা
সাধারণের জীবনযাত্রাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য তিনি একটি
অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। এ কারণে তাকে মহান রাজনৈতিক
অর্থনৈতিক বলা হয়। তাঁর এ সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য তিনি প্রতিটি
ন্ট্রের মূল্য নির্ধারণ করে দেন। ন্ট্রের মূল্যের নাম সঠিক আছে কিনা তা
পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনি বাজার পরিদর্শক নিয়োগ দেন। কিন্তু তাঁর
মৃত্যুর পর এ ব্যবস্থা বেশি দিন টিকে থাকতে পারেন।

/ক্লাসনথেক পারদিক স্কুল ও কলেজ রপ্তান/

ক. খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. দিল্লি সালতানাতের পতনের দুটি কারণ উল্লেখ করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে ভারতবর্ষের কোন শাসকের
মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের দুর্বল উত্তরাধিকারিগণের দুর্বলতাই তার মূল্য
নিয়ন্ত্রণ নীতির বার্থাতার জন্য দায়ী— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান জালাল উদ্দিন ফিরোজ খলজি।

খ. দিল্লি সালতানাতের পতনের পেছনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয়
কারণই দায়ী ছিল।

দিল্লি সালতানাতের পতনের অন্যতম কারণ ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের
শিথিলতা। বিশাল দিল্লি সালতানাতে প্রদেশগুলোর ওপর কেন্দ্রীয়
শাসনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে সুলতান ইত্তাহীম
লোদির প্রশাসনিক দুর্বলতা, আফগান আমিরদের ক্ষমতা খর্ব করার
প্রচেষ্টা ইত্তাহীম কারণে বীত্তশূন্ত অভিজাতবর্গের আমন্ত্রণে বাবর দিল্লি
আক্রমণ করলে পানিপথের প্রথম ঘুম্বে ইত্তাহীম লোদি পরাজিত হন
এবং দিল্লি সালতানাতের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে ভারতবর্ষের শাসক আলাউদ্দিন
খলজির মিল রয়েছে।

আর্থিক স্থিতিশীলতা, জনসাধারণের সুবিধা এবং সাম্রাজ্যের সর্বাধিক
উন্নতির জন্য সুলতান আলাউদ্দিন খলজি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন
সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার পাশাপাশি দ্রব্যাদির বাজার দরও নির্দিষ্ট হারে
বেধে দেন। এ ধরনের উদ্যোগ ব্যবসায়ীদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের
পথকে বন্ধ করে এবং প্রজাসাধারণের জন্য সুফল বয়ে আনে; যার
প্রতিফলন উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনদরদি শাসক জনাব মহিউদ্দিন ব্যবসায়ীদের
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অসৎ উদ্দেশ্যকে নস্যাত করতে দ্রব্যমূল্যের তালিকা তৈরি
করে বিভিন্ন স্থানে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। যার ফলে প্রজাসাধারণ
স্বাচ্ছন্দ্য দিন কাটাতে শুরু করে। একইভাবে সুলতান আলাউদ্দিন
খলজি ও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা এবং কম বেতনে সেনাবাহিনী
পোষণসহ সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ
ব্যবস্থা চালু করেন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সকল
খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন। তিনি দ্রব্যাদির চাহিদা অনুসারে
সরবরাহের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। সুলতান খাদ্যসম্পদের মূল্য নিয়ন্ত্রণের
সাথে সাথে বস্তি, পশু এবং জন্য দ্রব্যাদির মূল্যও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই বলা
যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সরবরাহের গৃহীত ব্যবস্থার সাথে আলাউদ্দিন
খলজির মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার সুম্পত্তি মিল রয়েছে।

ঘ. উক্ত শাসক অর্থাৎ আলাউদ্দিন খলজির দুর্বল উত্তরাধিকারীগণের
দুর্বলতাই তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির বার্থাতার জন্য দায়ী— কথাটি যথার্থ
নয়।

আলাউদ্দিন খলজির শাসনব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য
বৈশিষ্ট্য ছিল মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসে সন্তুষ্ট
তিনিই একমাত্র শাসক, যিনি একটি বৈপ্রিক অর্থনৈতিক সংস্কার
ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। তবে এ ব্যবস্থা বেশিদিন টিকে থাকতে
পারেন। উদ্দীপকের মহিউদ্দিনের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের শাসক মহিউদ্দিন প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রাকে স্বাচ্ছন্দ্যময়
করার জন্য তিনি একটি অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। যা
আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আলাউদ্দিন
খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি একটি কালোকীর্ণ ব্যবস্থা হলেও এটা
জনগণের ব্রতঃস্মৃতি সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছিল। এ ব্যবস্থা ডর-
ভীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অধ্যাপক
শ্রীরাম শর্ম ও সরণের মতে, তার এ মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তার মৃত্যুর
সঙ্গে সঙ্গেই পতন ঘটে। অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে কেন্দ্রের ন্যায় ব্যবস্থা
কার্যকরী হতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে দাম নির্ধারিত করে দেয়ায়
কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আলাউদ্দিন খলজির মূল্য
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি তার দুর্বল উত্তরাধিকারিগণের অসফলতার ফলে নয়,
বরং সর্বসাধারণের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হওয়ায় এ নীতি সফল হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫০ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি হাসে দিল্লি সালতানাত
সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সায়েন্দুর স্যার এফন একজন শাসকের
কথা উল্লেখ করেন যিনি শৈশবে দাস হিসেবে বিত্তি হয়েও নিজ যোগ্যতা
ও গুণাবলির দ্বারা পরবর্তীতে দিল্লি সালতানাতের শাসকে পরিণত
হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর গৌরবের সাথে রাজত্ব করেন। তিনি
নিজেকে 'আঘাত বাদাদের সাহায্যকারী' বলে মনে করতেন। স্যার
আরও বলেন, "তিনিই ছিলেন মূলত দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত
প্রতিষ্ঠাতা"।

ক. দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. দেওয়ান-ই-বল্দেগান কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সায়েন্দুর স্যার যে শাসকের ইংলিশ প্রদান করেছেন দিল্লির
সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে তার অবদান বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সায়েন্দুর স্যারের শেষোক্ত উক্তির সাথে তুমি কি একমত?
যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কুতুব উদ্দিন আইবেক।

খ. দেওয়ান-ই-বল্দেগান হলো দাস-দাসীদের কল্প্যাণের জন্য সুলতান
ফিরোজশাহ তুঘলকের প্রতিষ্ঠিত একটি মন্ত্রণালয়।

সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের শাসনামলে দাস প্রথার বিস্তার ঘটে। এর
মধ্যে ৪০,০০০ হাজার জন রাজপ্রাসাদে নিযুক্ত ছিল। এ বিশাল দাস-
বাহিনীর তদারকির জন্য তিনি দেওয়ান-ই-বল্দেগান নামে একটি পৃথক
মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

গ সায়েন্দুর স্যার যে শাসকের প্রতি ইংরিজ প্রদান করেছেন তিনি সুলতান শাসনের ইলতুঃমিশ। দিল্লির সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে তার অবদান সর্বাধিক।

ইলতুঃমিশ প্রাথমিক জীবনে একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তার বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের পর দিল্লি সালতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের মধ্যেও এ প্রতিভার প্রতিফলন ঘটেছে।

সায়েন্দুর স্যার এমন একজন শাসকের কথা বলেন যিনি ক্রীতদাস হয়েও নিজ বুন্দি ছাড়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। একইভাবে শাসনসুদ্ধিন ইলতুঃমিশও ছিলেন যুক্তবিদ্যাসহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। পাঞ্জাবের খোকার বিদ্রোহ দমনে মুহাম্মদ শুরীকে প্রভৃতি সহায়তার পুরস্কার হিসেবে সুলতানের নির্দেশে আইবেক তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত দেন এবং 'আমির উল উমারাহ' পদবি প্রদান করে বাদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি সালতানাতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি সামরিক ও কৃটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করে অযোধ্যা, বারানসি, বাদাউন সিঙ্গালিকসহ দিল্লিতে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেন। দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের আক্রমণকে প্রতিহত করে তিনি দিল্লি সালতানাতকে বহিঃশত্রু নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেন। তিনি নিজেকে আঞ্চলিক সাহায্যকারী মনে করতেন। তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে ইলতুঃমিশের ২৫ বছর রাজত্ব করেন। উদ্দীপকে সুলতান এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কেই বলা হয়েছে।।

ঘ হ্যাঁ সায়েন্দুর স্যারের শেষোক্ত উক্তি—“সুলতান ইলতুঃমিশ ছিলেন দিল্লির সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা” এর সাথে আমি একমত।

১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান কৃতবউদ্দিনের ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করে মাত্র দু দশকের মধ্যে ভারতবর্ষে তুর্কি সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন ইলতুঃমিশ। ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যবৃক্ষীয় ইতিহাসে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তিনি ছিলেন সৃচ্ছুর, নিভীক ও দুর্দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবাদী। একমাত্র আঞ্চলিকসের ওপর নির্ভর করেই তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত দিল্লি সালতানাতকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর হাত হতে রক্ষা করেন। তিনি সুলতানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি ও বংশানুক্রমিক রাজত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন।

সুলতান ইলতুঃমিশ বন্দেগান-ই চেহেলগাম নামক রাজকর্মচারী নিযুক্ত করে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ভিতকে শক্তিশালী করেন। অন্যদিকে বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে দমন করে সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তি দান করেন। এ কারণে তাকে দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ‘বংশানুক্রমিক রাজত্বের আদর্শ জনগণের তথ্য শাসকগোষ্ঠীর মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল যে, ইলতুঃমিশের পরেও তিশ বছর ধরে তার বংশধরেরাই সিংহাসনে বসার একমাত্র অধিকারী বলে বিবেচিত হয়েছিল। ইলতুঃমিশ বিরুদ্ধবাদী আমিরগণকে তার কর্তৃত ঝীকারে বাধ্য করেন এবং তাজাউদ্দিন ইয়ালদুজ ও নাসিরউদ্দিন কুরবাচার দুর্ভিসন্ধি নস্যাং করে দিতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি কঠোর হস্তে বাংলার বিদ্রোহ দমন করেন। ইলতুঃমিশের কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, ‘১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী দিল্লির তুর্কি সালতানাতে প্রাথমিক যুগের সুলতানদের মধ্যে ইলতুঃমিশকে ন্যায়সংগতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান বলে গণ্য করা যেতে পারে।’

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপর্যুক্ত হওয়া যায় যে, ইলতুঃমিশই ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রশ্ন **১১** রংপুরের রাহুল তার ঢাকার বন্ধু রাতুলের বাসায় বেড়াতে এসে একদিন কাওরান বাজারে বেড়াতে যান। বাজারে ঢোকার পথেই তার চোখে পড়ে নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সম্পর্কিত একটি মূল্য তালিকা বোর্ড। তালিকায় চাল, ডাল, আটা, চিনি, লবণ, তেলসহ অন্যান্য পণ্যের মূল্য দেওয়া আছে। উল্লিখিত দ্রব্য নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য একটি কমিটি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির জরিমানাসহ কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

/পাজীপুর সরকারী পাইলা কলেজ/

ক. আলাউদ্দিন খলজি কত খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন?

১

খ. মালিক কাফুর কে ছিলেন? তাকে ‘হাজর দিনারি’ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দ্রব্য মূল্য নির্ধারণের সাথে আলাউদ্দিন খলজির দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কী সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ন্যায় আলাউদ্দিন খলজির বাজার তত্ত্বাবধানে ‘শাহানা-ই-মান্ডি’ ও ‘দেওয়ান-ই-রিয়াসতে’র কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনের আরোহণ করেন।

খ মালিক কাফুর ছিলেন আলাউদ্দিন খলজির দার্ঢিগাত্য অভিযানের সেনাপতি।

আলাউদ্দিন খলজির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও নিভীক সেনাপতি মালিক কাফুর ছিলেন একজন খোজা হিন্দু। সুলতান তার গুণবলিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে ‘মালিক-তাজ-উল-মালিক কাফুরী’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এক হাজার টাকার বিনিময়ে ক্রয় করা হয়েছিল বলে তাকে হাজার দিনারি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কাওরান বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সম্পর্কিত মূল্য তালিকা বোর্ড এর সাথে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়ার বিষয়টির মিল রয়েছে।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে স্থানারোহণ করেই নানামুখী সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সুলতানের এ সংস্কার কার্যগুলোর মধ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্যতম। তিনি মূলত সাম্রাজ্যের আর্থিক স্থিতিশীলতা বিধান, জনসাধারণের সুবিধা, মুদ্রাস্কীতি রোধ, বিশাল সৈন্যবাহিনীর বেতন পোষণ এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংস্থাপন জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দীপকেও তার এ ব্যবস্থার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কাওরান বাজারে প্রয়োজনীয় প্রতিটি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পণ্যের সঠিক ওজন ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও তার শাসনামলে খাদ্যশস্য সুলত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন। সুলতান কেবল দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করেই ক্ষতি হননি। তিনি তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত কাওরান বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম সম্পর্কিত একটি মূল্য তালিকা বোর্ডের সুলতান আলাউদ্দিন খলজির এ কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবিই ঝুঁটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকের ন্যায় আলাউদ্দিন খলজির বাজার তত্ত্বাবধানে শাহানা-ই-মান্ডি ও দেওয়ান-ই-রিয়াসতের কর্মকাণ্ড অনেক বিস্তৃত ও বহুমুখী।

আলাউদ্দিন খলজির প্রবর্তিত সংস্কারসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষ উল্লেখযোগ্য ছিল মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য তিনি যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাতে ফলপ্রসূ হয় সেজন্য তিনি বাজার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য শাহানা-ই-মান্ডি এবং দেওয়ান-ই-রিয়াসত নামক দুইজন কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছিলেন। তারা এ ব্যবস্থা কার্যকর করতে সর্বদা তৎপর ছিলেন।

শাহানা-ই-মান্ডি এবং দেওয়ান-ই-রিয়াসত অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার দায়িত্ব পালন করেন। শাহানা-ই-মান্ডি ছিলেন শস্যের বাজারের তত্ত্বাবধায়ক। অন্যদিকে দেওয়ান-ই-রিয়াসত বস্তু ও সাধারণ বাজারের দেখাশুনা করতেন। মালিক কাফুর ‘শাহানা-ই-মান্ডি’ হিসেবে দায়িত্বপালন করতেন। তার কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তার জন্য বহু অধিক্ষেত্র কর্মচারি ছিল। দোকানীরা যাতে নিয়মিত শস্য বাজারে নিয়ে আসে, নিদিষ্ট দরে বিক্রয় করে এবং কোনোরূপ চোরাকারবার না করে, তার প্রতি নজর রাখা ছিল তার কর্তব্য। ইয়াকুব দেওয়ান-ই-রিয়াসত হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ব্যবসায়ীদের নাম সংবলিত একটি তালিকা রাখতেন। পণ্য হিসেবে যে পরিমাণ শস্য বাজারে আনা হত, তা তালিকায় লিখা হতো।

পরিশেষে বলা যায় যে, ‘শাহানা-ই-মান্ডি’ এবং ‘দেওয়ান-ই-রিয়াসত’ এর কর্মকাণ্ড ছিল মূল্য নিয়ন্ত্রণ কার্যকরের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রা ▶ ১২ জনাব হেকমত চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েই জনগণের মতামত উপেক্ষা করে শুধুমাত্র নিজের কাজের সুবিধার্থে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় দুর্গাপুর হতে ইউনিয়নের এক প্রান্তে নিজের গ্রাম মনিপুরে স্থানান্তর করেন। ফলে অধিকাংশ জনগণের রোধানলে পড়েন এবং বাধ্য হয়ে পূর্বের জায়গায় ফিরে আসেন। এতে বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়। এ জন্য চেয়ারম্যান জনগণের ওপর অধিক হারে ট্যাক্স ধার্য করেন। কিন্তু জনগণের বিরোধিতার কারণে তা ব্যর্থ হয়।

/গুরুপুর সরকারী মহিলা কলেজ/

- ক. ফিরোজশাহ তুঘলকের পিতার নাম কী? ১
খ. 'মাতামহী সুলত' ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় স্থানান্তরের সাথে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চেয়ারম্যানের ট্যাক্স নির্ধারণের সাথে মুহাম্মদ-বিন-তুঘলকের দোষাবে কর বৃন্দির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফিরোজ শাহ তুঘলকের পিতার নাম মালিক রজা।

খ সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের গৃহীত কতগুলো মানবীয় সংস্কার ইতিহাসে মাতামহীসুলত ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

ফিরোজ শাহ তুঘলক সিংহাসনে বসে দরিদ্র অসহায় মুসলমান মেয়েদের বিয়ের বন্দোবস্ত করেন এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য 'দিশুয়ান-ই-খায়রাত' নামে আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করেন। বেকারদের চাকরি প্রদানের জন্য চাকরি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। অসুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষুধপত্র প্রদানের জন্য দিনিতে 'বিমারিস্তান' বা দারুল শিফা নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। আর উপর্যুক্ত বিষয়গুলোই মাতামহীসুলত ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের দুর্গাপুর হতে ইউনিয়ন পরিষদ মনিপুরে স্থানান্তরের সাথে আমার পঠিত সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী সুলতান। তিনি সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার (১৩২৫ খ্রি) প্রথম ভাগে পাঁচটি উচ্চাকাঞ্চকামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার এ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার অন্যতম শাসনতাত্ত্বিক পদক্ষেপ ছিল দিনি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, জনাব হেকমত জনগণের মতামত উপেক্ষা করে ইউনিয়ন পরিষদ দুর্গাপুর হতে ইউনিয়নের এক প্রান্তে নিজের গ্রামে মনিপুরে স্থানান্তর করে। অনুরূপভাবে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকও কতগুলো যৌক্তিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে দিনি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের অন্যতম কারণ ছিল এর ভৌগোলিক অবস্থান ও গুরুত্ব। দেবগিরি বিশাল দিনি সালতানাতের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় কৌশলগত ও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য কেন্দ্রভূমিতে রাজধানী স্থাপন অধিক যৌক্তিক বলে সুলতান মনে করেছিলেন। তাছাড়া মোঙ্গল আক্রমণের পটভূমিতে দিনি অপেক্ষা দেবগিরি ছিল অনেক বেশি নিরাপদ। অন্যদিকে দাঙ্গিগাত্রের ওপর নজরদারি ও এর ধনৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ ও সম্ভবহারের উদ্দেশ্যে দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন অধিক সমীচীন ছিল। এ সকল কারণেই মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাম্রাজ্যের রাজধানী দিনি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করা হয়, যা উদ্দীপকের ইউনিয়ন স্থানান্তরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত চেয়ারম্যানের ট্যাক্স নির্ধারণের সাথে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দোষাবে অঞ্চলে কর বৃন্দির পদক্ষেপের মিল পরিলক্ষিত হয়।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী সুলতান। তিনি তার রাজত্বের প্রথম ভাগে পাঁচটি উচ্চাকাঞ্চকামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দি করা ছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও শাসন ব্যবস্থাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ বিন তুঘলক দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দি করেন। উদ্দীপকে হেকমত চেয়ারম্যানের কাজেও এ বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় হেকমত ইউনিয়ন দুর্গাপুর হতে মনিপুরে স্থানান্তর করেন। এর ফলে বিপুল অর্থের অপচয় হয়। এজন্য তিনি জনগণের ওপর অধিক ট্যাক্স ধার্য করেন। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বিন তুঘলক গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চলে দোষাবে কর বৃন্দি করে। দিনি সালতানাতের 'শস্য ভাণ্ডার' নামে খ্যাত এ দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দি ছিল মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিকল্পনা। রাজধানী স্থানান্তর খোরাসান ও কারাচিল অভিযান এবং মুদ্রা প্রবর্তনের পরিকল্পনা ব্যর্থতার ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়লে তিনি এ অঞ্চলে কর বৃন্দি করেন। কিন্তু দোয়াব অঞ্চলে বিত্তবানদের বিদ্রোহ, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় এবং দুর্ভিক্ষের কারণে সুলতানের কর বৃন্দির এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তাই বলা যায় যে, জনাব হেকমত-এর অধিক ট্যাক্স ধার্য ও মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কর বৃন্দির ঘটনা পরম্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রা ▶ ১৩ জনাব আজমল একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি তার মর্যাদা বৃন্দির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন- তিনি অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে সর্বদা গুরু-গন্তব্য আচরণ করেন এবং কোনো শিক্ষকক তাঁর সামনে চেয়ারে বসতে বা একে অপরের সাথে হাসি-ঠাণ্ডা করতে পারেন না। এক কথায় তিনি অন্য শিক্ষকদের ওপর লৌহ কঠিন আচরণ করেন।

- /প্রোজেক্ট সরকারী মহিলা কলেজ/
ক. আইবেক অর্থ কী? ১
খ. বন্দেগান-ই চেহেলগাম কাকে বলে? ২
গ. জনাব আজমলের সাথে কোন সুলতানের মিল পাওয়া যায়? তাঁর "Blood and Iron Policy" আলোচনা কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের মোঙ্গল নীতি আলোচনা কর। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইবেক শব্দের অর্থ চন্দ্র দেবতা।

খ সূজনশীল ২০ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কঠোর নীতির সাথে সালতানাতের শাসক গিয়াসউদ্দিন বলবনের কঠোর নীতির মিল রয়েছে।

দিনি সালতানাতের সুদূর্চীকরণে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ভারতবর্ষ তথা ইসলামের ইতিহাসে এক নবদিগন্তের সূচনা করেন। সামান্য ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করে যারা স্বীয় মেধা ও দক্ষতা বলে ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছেন, বলবন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি দিনি সালতানাতকে সুদৃঢ় করার নিমিত্তে রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। উদ্দীপকেও এ শাসকের প্রতি ইজিত করা হয়েছে।

জনাব আজমল তার মর্যাদা বৃন্দির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার সামনে চেয়ারে বসতে বা এতে অপরের সাথে হাসি-ঠাণ্ডা করতে পারতেন না। তিনি লৌহ কঠিন আচরণ করেন। অনুরূপভাবে গিয়াসউদ্দিন বলবনও দিনি সালতানাতকে সুদৃঢ় করণ ও স্বীয় ক্ষমতার ভিতকে মজবুত করতে যাবতীয় কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। তিনি সুলতানকে আঞ্চাহর প্রতিনিধির মর্যাদায় ভূষিত করেন। ফলে তিনি পারসিক আদব-কায়দায় সিজদাহ ও পাইবস রীতি প্রবর্তন করেন এবং রাজদরবারের গান্ধীর্ঘ রুক্ষার জন্য সুলতান লঘু চপলতা, হাসি-ঠাণ্ডা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেন। এছাড়া বলবন চারিশচক্রের সকল সুযোগ-সুবিধা নিষিদ্ধ করে এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদানের নীতি গ্রহণ করেন। যদিও বলবন নিজেই চারিশচক্রের একজন সদস্য ছিলেন। এভাবে বলবন দিনি সালতানাতকে শক্তিশালীকরণ ও স্বীয় ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্য কঠোর নীতি গ্রহণ করেন, যা উদ্দীপকের জনাব আজমলের গৃহীত কঠোর নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৪ উক্ত শাসকের অধীন গিয়াসউদ্দিন বলবনের মোজাল নীতি ছিল অত্যন্ত কার্যকর।

গিয়াসউদ্দিন বলবন দিয়ি সালতানাতের শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বলবনের রাজত্বকালে মোজালগণ বাস্তবায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হামলা পরিচালনা করে সুলতানকে ব্যতিব্যন্ত করে তুলত। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যকে বিপদমুক্ত করার সাথে সাথে সুলতান মোজালদের আক্রমণ হতে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নীতি গ্রহণ করেন, যা মোজাল নীতি নামে পরিচিত।

গিয়াসউদ্দিন বলবন মোজাল আক্রমণ প্রতিহতকরণ ও তাদেরকে দমন করার জন্য প্রথমে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠনের স্বার্থে বৃন্দ সৈনিকদেরকে ক্রমাবয়ে ছাঁটাই করেন। অন্যদেরকে উরাত ধরনের অন্তর্শন্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামে সজ্জিত করেন। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোত সুলতান নতুন দুর্গ নির্মাণ এবং পুরাতন দুর্গগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। সুলতান মুলতান সীমান্তবর্তী প্রদেশ গঠন করে সুদৃঢ় শাসনকর্তাদের ওপর সেগুলোর শাসনভার অর্পণ করেন। বলবন নতুন রাজ্য বিজয়নীতি পরিহার করেন এবং কখনো দুর্বলতার এলাকায় যুদ্ধাভিযান পরিচালনা না করে রাজনীতিতেই অবস্থানের নীতি গ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বলবন মোজাল আক্রমণের গতি-প্রকৃতি ও গুরুত্ব উপরিখ্য করে হৃত রাজ্য পুনরুন্ধার অথবা নতুন রাজ্য বিজয়ে উৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে মোজাল হামলা মোকাবিলার জন্য বেশি সচেষ্ট হয়ে যাবতীয় নীতি গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ▶ ৫৪ জমিদার বুধাই মণ্ডল মৃত্যুর পূর্বে তার বিদ্যুষী ও বুদ্ধিমত্তি কন্যা গোলাপিকে তার বিশাল জমিদারির উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করেন। আপনজনদের নানামূর্চি বিবেচিতার সম্মুখীন হয়ে তাকে জমিদারি হারাতে হয়েছিল। কিন্তু শত্রুদের হাতে তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি জমিদারি ফিরে পান। সকল যোগ্যতা থাকা সঙ্গেও নারীসুলভ দুর্বলতার কারণে নানা ঘৃত্যত্বের শিকার হয়ে কাঙ্ক্ষিত সফলতার পরিচয় দিতে পারেননি।

(নিউ গড় জিপি কলেজ, রাজশাহী)

ক. আইবেক শব্দের অর্থ কী?

১

খ. বৃক্তপাত ও কঠোর নীতি কে কেন গ্রহণ করেছিলেন?

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদারের কন্যার সাথে দিয়ি সালতানাতের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. গোলাপি ও উক্ত নারী শাসকের ব্যর্থতার কারণ একই সূত্রে গোথা— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ‘আইবেক’ শব্দের অর্থ চন্দ্রদেবতা।

খ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময়ে তুর্কি অভিজাতদের ঘৃত্যত্ব এবং বহিরাক্রমণ মারাত্তাক রূপ ধারণ করে। সুলতান বলবন ঘৃত্যত্বপরায়ণ অভিজাতদের দমনের জন্য কঠোর শাসন নীতি গ্রহণ করেন। তাছাড়া মোজালদের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্যও তিনি কঠিন দৃঢ়তার পরিচয় দেন। সুতরাং অভ্যন্তরীণ কলহ ও শত্রু দমনের জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদারের কন্যার সাথে দিয়ি সালতানাতের সুলতান রাজিয়ার মিল রয়েছে।

সুলতান ইলতুর্থিশ পুত্রদের তুলনায় কন্যা রাজিয়াকেই সালতানাত পরিচালনায় অধিক যোগ্য বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি কন্যা রাজিয়াকে দিয়ি সালতানাতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। রাজিয়া দিয়ি সালতানাতের দায়িত্ব নিলে তার কাছের মানুষেরা বিবেচিতায় লিপ্ত হয়। তাদের বিবেচিতা চরম আকার ধারণ করলে রাজিয়াকে ক্ষমতা হারাতে হয়। উদ্দীপকেও এ ধরনের ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বুধাই মণ্ডলের মৃত্যুর পর তার যোগ্য কন্যা জমিদারি লাভ করলে আপনজনরা বিবেচিতা করে। এ ধরনের আপন লোকেরাই সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটিয়েছিল। সুলতান হিসেবে

রাজিয়াকে নানা বাধা-বিপত্তি, ঘৃত্যত্ব ও বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। রাজিয়াকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে অভিজাত আলেম-উলেমা এবং আঞ্চলিক নানা ধরনের বিবেচিতা করেন। ভিন্ন সাম্রাজ্যের সাথে বিবেচিতা থাকলে অথবা প্রতিষ্ঠানে থাকলে তাতে জয় লাভ করা যায়। কিন্তু নিজের অভিজাতদের মধ্যে শত্রুতা থাকলে তা অনেক সময় পরাজয় দেকে আনে। উদ্দীপকের গোলাপি ও দিয়ি সালতানাতের রাজিয়ার ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে।

ঘ যোগ্যতা থাকা সঙ্গেও শুধু নারীত্বের কারণেই গোলাপি ও সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটেছিল।

ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে দিয়ির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র নারী ছিলেন সুলতান রাজিয়া। শাসনকার্যে চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি নিজেকে পুরুষ আপেক্ষা যোগ্যতার প্রমাণ করেন। তিনি তার প্রশাসনের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিভ্যাগ করেন। কিন্তু তুর্কি অভিজাত শ্রেণি নারী বলে সুলতান রাজিয়ার এ সকল কর্মকাণ্ডের বিবেচিতা করেন। অভিজাত শ্রেণির এ বিবেচিতা ও ঘৃত্যত্বের ফলেই তার পতন হয়। গোলাপির ব্যর্থতার পেছনেও এ ধরনের বিষয় প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, গোলাপি জমিদারি গ্রহণ করে সকল যোগ্যতা থাকা সঙ্গেও নারীসুলভ দুর্বলতার কারণে নানা ঘৃত্যত্বের শিকার হয়ে কাঙ্ক্ষিত সফলতার পরিচয় দিতে পারেননি। ঠিক একইভাবে সুলতান রাজিয়াও সিংহাসনে আরোহণ করার পর শাসন ক্ষেত্রে নানাবিধ গুণাবলি ও যোগ্যতার প্রমাণ দিলেও ব্যর্থ হন। মূলত নারীত্বই ছিল তার প্রধান অযোগ্যতা। ডি.ডি.মহাজন বলেন, ‘যদি রাজিয়া একজন নারী না হতেন তাহলে তিনি ভারতের অন্যতম সফলতম শাসক হতেন।’ শক্তিশালী পুরুষ আমির-উমরাহগণ একজন নারী কর্তৃক শাসিত হতে অপমান বোধ করে তার উৎখাত সাধনে ঘৃত্যত্বে মেঝে ওঠেন। তাছাড়া রাজিয়ার দৃঢ় ব্যক্তিগত ও কঠিন হস্তে শাসন পরিচালনা সুলতানি সাম্রাজ্যের ওপর তুর্কি অভিজাতদের অপ্রতিহত ক্ষমতা স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে তুর্কি অভিজাতরা এক্যুবদ্ধ হয়ে ঘৃত্যত্ব শুরু করে এবং সুলতান রাজিয়ার পতন ঘটায়।

ঘ ▶ ৫৫ সানমুন গামেন্টস এর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আঞ্চলিকতা ও স্বার্থের জন্য গামেন্টস-এর ডিতরে শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন দলের সূচী হয়। ফলে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উত্তৃত পরিস্থিতিতে মালিক পক্ষ উক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে বিচক্ষণ মি. আতিকে পরিস্থিতিতে মোকাবিলার দায়িত্ব দিলে তিনি অনেক কর্মকর্তাকে সজ্জিত করেন। সেখানে যে কারো প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করেন। তিনি অফিসে কক্ষটি জমকালোভাবে সজ্জিত করেন। সেখানে যে কারো প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করেন। তিনি অফিসে সার্বক্ষণিক নজরদারির ও ব্যবস্থা করেন।

(নিউ গড় জিপি কলেজ, রাজশাহী)

ক. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?

১

খ. ‘বন্দেগান-ই-চেহেলগান’ কী? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. মি. আতিকের প্রশাসনিক পদক্ষেপগুলোর মধ্য দিয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপগুলোই কি শুধু গিয়াসউদ্দিন বলবনের সালতানাত সুস্থিতীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? যুক্তি সহকারে তোমার মতামত দাও।

৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ১১৯১ সালে সংঘটিত হয়।

ঘ সৃজনশীল ২০ এর ‘ঘ’ নং প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকের জন্ম আতিকের প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহের মধ্য দিয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের চারিশাঙ্কা দমন ও সামরিক বাহিনী পুনর্গঠনের নীতি ফুটে উঠেছে।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সিংহাসনারোহণের পর কতিপয় সমস্যার সমাধানকরে ‘Blood and Iron Policy’ অবলম্বন করে দিয়ি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যা উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সানমুন গামেটিস এর কর্মকর্তাগণ কর্মের খাতিরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। উত্তৃত পরিস্থিতিতে মালিকপক্ষের বিশ্বস্ত উন্নত কর্মকর্তাদের মধ্যে বিচক্ষণ জনাব আতিক অনেক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে নিজের নিরাপত্তা জোরদারে কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেন। যা গিয়াসউদ্দিন বলবনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। তার সময় তুর্কি অভিজাতগণ প্রভৃতি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন, যারা 'বলেগান-ই-চেহেলগান' নামে পরিচিত। বলবন নিজেও এ চক্রের অন্যতম সদস্য ছিলেন। সালতানাতের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ়ীকরণে তিনি এ চক্রের ক্ষমতা খর্ব করেন। অন্যদিকে তিনি অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও বহিশক্তির আক্রমণ প্রতিহতকরণে সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন করেন যা উদ্দীপকে আতিকের প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

৫ উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর অনুরূপ পদক্ষেপগুলোই শুধু গিয়াসউদ্দিন বলবনের সালতানাত সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি বরং একেতে তার আরো কিছু পদক্ষেপ ভূমিকা রেখেছিল।

রাজ্যত্ব সুদৃঢ়ীকরণের মধ্য দিয়ে সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে বলবন সালতানাত সুদৃঢ়করণে মনোযোগী হন। এ লক্ষ্যে তিনি কতিপয় কঠোর নীতি গ্রহণ করেন যা উদ্দীপকে আতিকের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় আতিক তার কার্যক্ষেত্রে কতিপয় পরিবর্তন এনে তার পৃষ্ঠানিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। যা বলবনের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন দিন্দির সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে চারিশক্তি দমন, সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনসহ কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি তার রাজত্বকালে তিনি মেওয়াটি দস্যুদের দমন, দোয়াবের বিশ্বাস দমন, রোহিলাখণ্ডের বিশ্বাস দমন, জাত উপজাতিদের দমনের মাধ্যমে দিনি ও এর আশেপাশের অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান করেন। এছাড়া তিনি সাম্রাজ্য নিজ কর্তৃত প্রতিষ্ঠায় অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পুনর্গঠন গোয়োল্দা ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বিচারব্যবস্থায় কঠোরতা অবলম্বন করেন। তার শাসনামলের অন্যতম কৃতিত্ব ছিল মোঝাল আক্রমণের হাত থেকে দিনি সালতানাতের নিরাপত্তা বিধান।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সালতানাত সুদৃঢ়ীকরণে গিয়াসউদ্দিন বলবন উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো ছাড়া আরো কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ মুক্তি তার ছোট বোন লিপির সাথে বর্তমান দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আলোচনা করছিল। মুক্তি বলল, তুঘলক বংশের এক সুলতানের সময়ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ও গণমান্যের কল্যাণের জন্যই এই মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। লিপি বলল, তিনি যে তাঁর মুদ্রার প্রচলন করেন তা মোটামুটি সাফল্যজনক হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

/নিউ গজ/ জিরী কলেজ, রাজশাহী/

ক. কুতুবউদ্দিনকে ভারত রাজ্যের উত্তরাধিকারী করেন কে? ১

খ. সুলতান রাজিয়া কে ছিলেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের প্রতীকী মুদ্রা প্রবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. লিপির বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে মুক্তি দাও। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুহাম্মদ ঘূরী কুতুবউদ্দিনকে ভারত রাজ্যের উত্তরাধিকারী করেন।

খ. সুলতান রাজিয়া ছিলেন সুলতান ইলতুর্মিশের কন্যা।

ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সুলতান রাজিয়া ছিলেন দিন্দির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র মহিলা। সালতানাতের সংকটকালে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী নারী সুলতান রাজিয়া ছিলেন তার যুগ অপেক্ষা অগ্রসর। প্রচলিত মুদ্রায় তিনি নিজেকে উমদাদ-উল-নিসওয়ান (নারীদের মধ্যে বিশিষ্ট) বলে উল্লেখ করেছেন।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের তথা সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাঁরমুদ্রা প্রবর্তনের কারণ ছিল আর্থিক সংকট মোকাবিলা।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো দেশের প্রচলিত মুদ্রাসমূহের সংস্কার সাধন। ১৩২৯-১৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে

সুলতান প্রচলিত সোনা ও বৃপ্তির পরিবর্তে তাঁরমুদ্রা প্রবর্তন করেন। দেশের আর্থিক সংকট নিরসনের জন্যই চীনের মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই থান এবং পারস্যের গাইকাতুর থানের প্রতীকী কাগজি মুদ্রার দৃষ্টিত্ব অনুসরণ করে সুলতান প্রতীকী তাঁরমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ও গণমান্যের কল্যাণে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁরমুদ্রার প্রচলন করেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক সোনা ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তাঁরমুদ্রা প্রবর্তন করেন। সুলতানের উদারতা ও বদান্যাতা, দান, দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত, রাজ্যবিস্তারের জন্য বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ ও অগ্রিম বেতন প্রদান এবং রাজধানী স্থানান্তরে ব্যর্থতাজনিত কারণে রাজকোষে বিরাটি ঘাটতি দেখা দেয়। সুলতান এ ঘাটতি পূরণের জন্য মুদ্রা সংস্কারে হস্তক্ষেপ করে বৰ্ণ ও বৃপ্তির প্রতীক হিসেবে তামার নোটের প্রচলন করেন। তাহাড়া চতুর্দশ শতকে ভারতে বৃপ্তির আভাব, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং লেনদেন ও বিনিয়য় সহজলভ্য করার বিষয়টি সুলতানের প্রতীকী তাঁরমুদ্রা প্রচলনের কারণ ছিল। সুতরাং বলা যায়, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের তাঁরমুদ্রা প্রবর্তনের কারণ ছিল রাজে সৃষ্টি হওয়া আর্থিক সমস্যার সমাধান করা।

৬ হ্যা, আমি মনে করি সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী মুদ্রা প্রচলনের পরিকল্পনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাঁরমুদ্রা প্রবর্তনের পদক্ষেপটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক হলেও এ মুদ্রানীতি কার্যকর করার বিষয়টি তুচ্ছিক্ষণ ছিল। প্রবর্তিত তামার নোটের কোনো নিরাপত্তা চিহ্ন না থাকায় এবং কালোবাজারিদের রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তির বিধান না থাকায় সুলতানের পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

উদ্দীপকের মুক্তি তার ছোট বোন লিপির সাথে বর্তমান দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে আলোচনা করছিল। মুক্তি বলল, তুঘলক বংশের এক সুলতানের সময়ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। লিপি বলল, তিনি যে তাঁর মুদ্রার প্রচলন করেন তা মোটামুটি সাফল্যজনক হলেও পরবর্তীতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তার এ ব্যক্তব্যটি সঠিক। কারণ উচ্চাভিলাষী শাসক মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাঁর মুদ্রার পরিকল্পনায় জাল মুদ্রা নিরোধে সরকারি পদক্ষেপ না থাকায় অসাধু ব্যক্তির অসংখ্য জাল মুদ্রা তৈরি করে বাজারে ছাড়ে। জনগণ জাল মুদ্রায় রাজস্ব পরিশোধ করায় রাষ্ট্র আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বিদেশিরা প্রতীকী মুদ্রা গ্রহণে অবৈক্রিতি জানালে রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য একেব বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সুলতান বাধ্য হয়ে বাজার থেকে তামার নোট তুলে নেওয়ার আদেশ জারি করেন। এর ফলে রাষ্ট্রের প্রচুর ক্ষতি হয়। এভাবে প্রতীকী তাঁরমুদ্রার পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীকী তাঁর মুদ্রার প্রবর্তনের প্রতীকী তাঁরমুদ্রা চরমভাবে ব্যর্থ হয়। তাই লিপির বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

প্রশ্ন ▶ ৫৭ মালিক শাহ ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান মুসলিম শাসক। তিনি তার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তার আমলে মসজিদ ছাড়াও তিনি অনেকগুলো মিনার, মাদ্রাসা, খানকাহ, দুর্গ, তোরণ প্রতিষ্ঠা নির্মাণ করেন। তার আমলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে অগ্রগতি সাধিত হয়।

/বেগম বদরুস্সেনা সরকারি মহিলা কলেজ, চাকা/

ক. শাহ-ই-বাজালা কাকে বলা হয়? ১

খ. বখতিয়ার খলজি কেন বজা বিজয়ের সিদ্ধান্ত নেন? ২

গ. উদ্দীপকের মালিক শাহের কর্মকাণ্ডের মধ্যে তোমার পঠিত বাংলার কোন শাসকের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলার উত্তর শাসকের কর্মকাণ্ড কী শুধু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শাহ-ই-বাজালা বলা হয় শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে।

খ. বখতিয়ার খলজি ছিলেন একজন ভাগ্যাদ্বৈতী তুর্কি সৈনিক। ফলে বাংলায় দুর্বল সেন শাসনের সুযোগ নিয়ে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বজা বিজয়ের সিদ্ধান্ত নেন।

উচ্চাভিলাসি বখতিয়ার সামান্য বেতনভোগী সিপাহী হয়ে পরিচৃষ্ট ছিলেন না। ফলে স্বীয় কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী বখতিয়ার ধীরে ধীরে শুন্মুক্ষুদ্র রাজ্য লুণ্ঠন ও আক্রমণ করতে শুরু করেন। একসময় বাংলায় স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বাংলায় মুসলমান শাসন তথা তুর্কি শাসন শুরু করেন।

৩। উদ্দীপকের মালিক শাহের কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমার পঠিত শাসক কুতুবউদ্দিন আইবেকের প্রতিফলন ঘটেছে।

মুহাম্মদ ঘূরীর প্রতিনিধি হিসেবে কুতুব উদ্দিন আইবেক ভারতবর্ষে দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক একজন নিখীক, স্বাধীনচেতা, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক শাসক ছিলেন। ইসলামের প্রতি তার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। উদ্দীপকেও এ বিময়টির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের মালিক শাহ ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান মুসলিম শাসক। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদ ছাড়াও তিনি আরো অনেকগুলো মিনার, মাদ্রাসা, খানকাহ, দুর্গ, তোরণ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। যা সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মুসলিম। ইসলামের সেবা ও প্রচারের জন্য তিনি দিল্লিতে ‘কুয়াত উল ইসলাম’ নামে একটি মসজিদ স্থাপন করেন। অনুরূপ একটি মসজিদ নির্মিত হয় যা ‘আড়াই দিন-কা-বোপড়া’ নামে পরিচিত। তিনিই ভারতবর্ষের মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন কুতুব মিনারের নির্মাণ শুরু করেন। এগুলো তার স্থাপত্যরীতির প্রকৃষ্ট নজির। সূতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকের মালিক শাহ এর কর্মকাণ্ডে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের প্রতিফলন ঘটেছে।

৪। উক্ত শাসক অর্থাৎ সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তার কর্মকাণ্ডের পরিধি ছিল আরো বিস্তৃত।

কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন একজন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন শাসক। তিনি মুহাম্মদ ঘূরীর মৃত্যুর পর গজনির প্রভৃতি থেকে মুসলিম অধিকৃত ভারতবর্ষকে মুক্ত করে স্বতন্ত্র শাসন কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসেন এবং দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি রচনা করেন। একই সাথে তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন সুদৃঢ় করেন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উদ্দীপকের মালিক শাহ এর কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তার কর্মকাণ্ড কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ, মিনার, খানকাহ নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কর্মকাণ্ড ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণেই সীমিত ছিল না। শিক্ষা, স্থাপত্য, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হবার পাশাপাশি তিনি ছিলেন দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। একজন দক্ষ সেনানায়ক হবার সাথে সাথে তিনি ছিলেন একজন সফল শাসক।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের মাধ্যমেই ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন হয়েছিল। মুহাম্মদ ঘূরীর মৃত্যুর পর তিনি গজনির কর্তৃত্ব থেকে মুসলিম অধিকৃত ভারতবর্ষকে মুক্ত করে দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি রচনা করেন। তিনি একজন সফল সেনানায়ক হিসেবে মুহাম্মদ ঘূরীর যোগ্য সহচর হয়েছিলেন। শাসনক্ষমতা গ্রহণের পরে তিনি শাসক হিসেবেও সফলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সালতানাতের নিরাপত্তা বিধান, অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং প্রজাকল্যাণ নিশ্চিতকরণে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। উদ্দীপকে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্বের এই দিকগুলোর কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত আলাউদ্দিন

হোসেন শাহের শির-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ কেবল কুতুবউদ্দিন আইবেকের কৃতিত্বের আংশিক চিত্র মাত্র। তাই উদ্দীপকে সুলতানের কৃতিত্বের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না।

প্রশ্ন ▶ ৫৮। বানী ইসাবেলা পেরনকে আধুনিক বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট বলা হয়। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করার পর দেশ-বিদেশের কতিপয় অভিজাত শ্রেণির সমালোচনার মুখোয়াখি হন। সমালোচকগণ নারী বলে রানীকে শাসনকার্যে অনুপযোগী, অদক্ষ বলে অভিহিত করেন। কিন্তু নিজ মেধা-মননে, তেজবিতা, আর কর্মদক্ষতার গুণে রানী ইসাবেলা দেশের সকল বিশ্বজ্ঞলা ও দুর্নীতি প্রতিহত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের উন্নতি করেন।

ক. দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. ইলতুর্থমিশ দাস রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে রানী ইসাবেলার সঙ্গে দিল্লির সালতানাতের কেন

নারী শাসকদের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত নারী শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সুলতান ইলতুর্থমিশ।

খ. সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুর্থমিশ দাস রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

ভারতে তুর্কি আধিপত্য যখন বিপদাপন্ন, সেই সংকটময় মুহূর্তে সুলতান হিসেবে ইলতুর্থমিশ দায়িত্ব নিয়ে দৃঢ়তা, দুরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও বিচ্ছৃণতার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করে দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই বলা যায়, দাস রাজাদের মধ্যে ইলতুর্থমিশ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

গ. সৃজনশীল ৪৬ এর ‘গ’ নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে সুলতান রাজিয়া ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম ও একমাত্র মহিলা।

উদ্দীপকের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট ইসাবেলা পেরন যেমন করে সকল সমালোচনাকে তোয়াক্ষা না করে স্বীয় যোগ্যতা বলে রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তেমনি সুলতান রাজিয়াও শাসনকার্যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

সালতানাতের এক সংকটকালে সুলতান রাজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঔতিহ্যসিক মিনহাজউস-সিরাজের হিসেব মতে, ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং অসাধারণ প্রতিভাশালিনী একজন নারী। প্রচলিত মুদ্রায় তিনি নিজেকে উমদাদ-উল-নিসওয়ান (নারীদের মধ্যে বিশিষ্ট) বলে উল্লেখ করেন। মিনহাজ উস সিরাজ তাকে মহান নৃপতি, বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ ও মহানুভব বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন সার্বভৌম নৃপতির প্রয়োজনীয় সকল গুণাবলি ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এ.বি.এম. হবিবুর্রাহম মতে, সাহসিকতা ও অদ্যম দৃঢ়তাই (Courage and unflincing determination) ছিল রাজিয়ার আদর্শ। চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা যোগ্যতার প্রমাণ করেন। ব্যক্তিগত দৃঢ়তা ও যোগ্যতাই তার ক্ষমতা ও অন্তিত্বের চারিকাঠি ছিল। সুলতান রাজিয়া প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণের লক্ষ্যেই মহিলা পোশাক পরিত্যাগ করেন, অস্থারোহণে জনসমক্ষে বের হন এবং প্রকাশে দরবার পরিচালনা করেন। অধ্যাপক কে.এ. নিজামী যথার্থই বলেছেন, “অস্থাকার করার অবকাশ নেই যে, তিনি ছিলেন ইলতুর্থমিশের উক্তরাধিকারীদের মধ্যে যোগ্যতম।”

পরিশেষে বলা যায় যে, সুলতান রাজিয়া ছিলেন অপরিসীম কৃতিত্বের অধিকারী।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ আধুনিক গামেন্টস এর উচ্চ পদম্ব কর্মকর্তাগণ আঞ্চলিকতা ও বার্দের খাতিরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ফলে প্রশাসনে বিশুজ্জলা দেখা দেয়। উচ্চত পরিস্থিতিকে মালিক পক্ষের বিশুষ্ট উচ্চ কর্মকর্তাদের মধ্যে বিচক্ষণ জনাব অনুপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে অনেক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করে নিজ অফিস কক্ষটি অত্যন্ত জমকালোভাবে সজ্জিত করেন। সেখানে যে কারো প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করেন। তিনি অফিসে সার্বিকলিক নজরদারিও ব্যবস্থা করেন। ফলে সব ক্ষেত্রে তার কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। /দিলাজপুর সরকারী কলেজ, দিলাজপুর/

ক. কুতুবমিনার কার নামানুসারে নির্মাণ করা হয়? ১

খ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সামাজিক ফলাফল আলোচনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব অনুপ এর প্রশাসনিক পদক্ষেপসমূহের মধ্যাদিয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপগুলোই কি শুধু গিয়াসউদ্দিন বলবনের সালতানাত সুন্দৃঢ়িকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? যুক্তিসংহকারে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দিলির বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বরতিয়ার কাকীর নামানুসারে কুতুবমিনার নির্মাণ করা হয়।

খ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ হিন্দুদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং দুস্মিন্দায়ের মধ্যে শ্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বিজিত অঞ্চলে আরব বসতি ও আন্তর্বিবাহের ফলে আরবদের মধ্যে সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক বীতিনীতি প্রবেশ করে। অনুরূপভাবে সিন্ধুবাসীর জীবনেও অনেক আরবীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পড়ে। আর্য ও সেমেটিক জাতির সংমিশ্রণে যে নতুন জাতির উত্তর ঘটে তারাই প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-সারাসেনীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করে।

গ. সূজনশীল ৫৫ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৫৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬০ "ইত্যাদি জেনারেল স্টোরের" চমৎকার ব্যবস্থা ক্রেতাদের মুক্ত করে। এ দোকানের সকল পণ্য নির্ধারিত দামে বিক্রি হয়। দোকানের প্রবেশ পথের একধারে বড় একটি চাটে নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যের মূল্য দেয়া আছে। মূল্য তালিকার অংশ বিশেষ নিম্নরূপঃ

দ্বার্বের নাম	পরিমাপ	মূল্য
আটা	প্রতি কেজি	৩৫ টাকা
সিন্ধু চাল	" "	৫৫ টাকা
ডাল	" "	১২০ টাকা
সয়াবিন তেল	" "	১০৮ টাকা

দোকান মালিক নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রি হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য সুপারতাইজার নিয়োগ করেন। /দিলাজপুর সরকারী কলেজ, দিলাজপুর/

ক. তারিখ ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১

খ. মালিক কাফুর কে ছিলেন? ২

গ. ইত্যাদি জেনারেল স্টোরের ব্যবস্থাপনা তোমার পাঠ্য পুস্তকের আলাউদ্দিন খলজির কোন বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উত্তর ব্যবস্থা দ্বারা দেশের সবাই উপকৃত হয়েছিলেন? যুক্তি দাও। ৪

৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থের রচয়িতা জিয়াউদ্দিন বারানী।

খ. মালিক কাফুর ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণ্য অভিযানের সেনাপতি।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তাকে এক হাজার দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করেন বলে তাকে 'আলফি' বা 'হাজার দিনার' বলা হয়। তিনি ১৩০৬ খ্রিষ্টাব্দে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রকে পরাজয়ের মাধ্যমে দাক্ষিণ্য অভিযান শুরু করেন। পরে তিনি বরজাল, ছারসমুদ্র, হোয়াসল, পান্ডুরাজ্য প্রভৃতি বিজয় করে দাক্ষিণ্যে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসনব্যবস্থা কার্যম করেন।

গ. ইত্যাদি জেনারেল স্টোরের ব্যবস্থাপনার সাথে পাঠ্যবইয়ের আলাউদ্দিন খলজির বাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যের মূল্য তালিকা নির্ধারিত রয়েছে। পাশাপাশি এই মূল্য তালিকা কার্যকর হচ্ছে কিনা তার তদারকির জন্য সুব্যবস্থাও করা হয়েছে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থা সুলতান আলাউদ্দিন খলজির শাসনামলেও বিদ্যমান ছিল।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির প্রশাসনিক সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি। এ জন্য তাকে 'মহান রাজনৈতিক অধিনীতিবিদ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সুলতান দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্ৰী, যেমন: গম, বালি, চাল, আটা, ডাল, তেল, সোডা ইত্যাদির মূল্য বেঁধে দেন। এছাড়া অন্যান্য দ্রব্যসামগ্ৰী ও বস্তের মূল্য নির্ধারণ করেন। পাইকারি ও খুচুরা বিক্রেতা সবাইকে দিলির সেহুরা আদল নামক স্থানে বন্ধ আহমদানি করতে হতো। এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সুলতান বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং নির্ধারিত দামে দোকানদারো বিক্রি করছে কি না তা নজরদারি করতেন। সুলতান তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম সকল ব্যবসায়ীকে রাষ্ট্রীয় দণ্ডের নাম রেজিস্ট্রি করার নির্দেশ দেন সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত ছাড়া ব্যবসায়ীদের ক্ষমকদের কাছ থেকে শস্যক্রয় নিষিদ্ধ করা ছাড়াও কঠোর হস্তে চোরা কারবার দমনের ব্যবস্থা করেন। উদ্দীপকে আলাউদ্দিন খলজির গৃহীত উল্লিখিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ. সূজনশীল ৩৯ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬১ আব্রাহাম লিংকন এক কৃষকের সন্তান ছিলেন। স্বীয় মেধা-দক্ষতা-মননশীলতা ও অধ্যবসায় কাজে লাগিয়ে তিনি পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোড়শ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার আমলেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে দাস প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং শ্রেতাজ্ঞ ও কৃষ্ণজ্ঞদের মধ্যকার রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ হয়। কৃষক পরিবারের এ সন্তানটিকে অনেক অভিজাত মার্কিনি কোনভাবেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নিতে চায় নি।

ক. শেখ মুজিবুর রহমানকে কখন বজাবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়? ১

খ. বলবনের রক্তপাত ও কঠোরনীতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতারোহণের সাথে কুতুবউদ্দিন আইবেকের ক্ষমতারোহণের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট, কুতুবউদ্দিন আইবেকের চরিত্রের পূর্ণ প্রতিজ্ঞবি নয়— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানের বিশাল গণসংবর্ধনায় শেখ মুজিবুর রহমানকে বজাবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

খ. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং মোজাল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত নিষ্ঠুর ও কঠোর পদক্ষেপই রক্তপাত ও কঠোর নীতি (Blood and Iron policy) নামে পরিচিত।

সিংহাসনে আরোহণ করেই বলবন নানা ধরনের সমস্যা সম্মুখীন হন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আমির-ওমরাহ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ঔন্ধ্যতা, ইন্সু-কলহ ও মড়খন্ত্রমূলক কার্যকলাপ, দিলির সম্মিক্তস্থ মেওয়াটি দসৃয়দের উপদ্রব, উপর্যুপি মোজাল আক্রমণ প্রভৃতি। এসব সমস্যা সাম্রাজ্যের ভিতকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। তাই নিজের ক্ষমতা সুসংহত করে সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি গুপ্তচর প্রথা চালু, বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন, মোজাল নীতি প্রভৃতি বিষয়ে কঠোর ও নিষ্ঠুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এগুলোই বলবনের 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' হিসেবে স্বীকৃত।

গ. উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ক্ষমতারোহণের সাথে কুতুবউদ্দিন আইবেকের ক্ষমতা গ্রহণ করার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ইতিহাসে যে কয়জন ব্যক্তিত্ব সামান্য ত্রুটিদাস থেকে একটি রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ও রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছেন কুতুবউদ্দিন আইবেক তাদের মধ্যে অন্যতম। তবে তিনি স্বীয় দক্ষতা, মেধা, মননশীলতা ও অধ্যবসায়

কাজে লাগিয়ে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, যা উদ্দীপকে আব্রাহাম লিংকনের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, আব্রাহাম লিংকন একজন কৃষকের সন্তান। স্বীয় মেধা, দক্ষতা, মনশীলতা কাজে লাগিয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি দাস প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেন। তবে কৃষক পরিবারের এ সন্তানটিকে অনেক অভিজ্ঞত মার্কিন মেনে নিতে চায়নি, যেমনটি কৃতুবউদ্দিন আইবেকের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। তিনি ছিলেন মুহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস। সামান্য দাস থেকে তিনি স্বীয় যোগ্যতাবলে ভারতে স্বাধীন দিলি সালতানাতের গোড়াপত্তন করেছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ঘুরী তাকে 'দাসত্ব মুক্তির সনদ' দান করেন। এ সময় তাকে আলী মর্দান খলজি, হিন্দু, রাজপুত, তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ প্রমুখ রাজন্যবর্গের বিরোধিতা মোকাবিলা করতে হয়। সুতরাং দেখা যায়, আব্রাহাম লিংকনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা ও কৃতুবউদ্দিন আইবেকের ক্ষমতা গ্রহণ একই সূত্রে গাঁথা।

৪ উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন কৃতুবউদ্দিন আইবেকের চরিত্রের পূর্ণ প্রতিজ্ঞবি নয়— উক্তিটি যথার্থ।

ভারতে দাস বংশ ও দিলি সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান কৃতুবউদ্দিন আইবেক তিনি ছিলেন মুহাম্মদ ঘুরীর একজন ক্রীতদাস। সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ঘুরী তাকে রাজদণ্ড প্রদান ও সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন।

উদ্দীপকের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি একজন কৃষকের সন্তান ছিলেন। স্বীয় যোগ্যতা, মেধা, ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অন্যদিকে কৃতুবউদ্দিন ছিলেন মুহাম্মদ ঘুরীর একজন ক্রীতদাস। মুহাম্মদ ঘুরী অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার অধীন কর্মকর্তাদের মধ্যে তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ, নাসির উদ্দিন কুবাচা ও কৃতুবউদ্দিনের মাঝে ক্ষমতা দখলের ঘন্টা দেখা দেয়। এ তিনি জনের মধ্যে কৃতুবউদ্দিন ছিলেন সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন। ফলে মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর কৃতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের মুসলিম রাজ্যের সুলতান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। মাহমুদ ঘুরী তাকে 'দাসত্ব মুক্তির সনদ' দান করেন। কৃতুবউদ্দিন আইবেক ভারতে দাস বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে আব্রাহাম লিংকন একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। তিনি দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন কৃতুবউদ্দিন আইবেকের চরিত্রের পূর্ণ প্রতিজ্ঞবি নয়।

প্রশ্ন **৬২** সীমান্তের ওপারে কাঁচা মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমিন বাজারে কৃত্রি মানের মুদ্রার অভাব দেখা দেয়, ফলে দোকানিরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে ক্রেতাদের সাদা কাগজে পাওনা লিখে স্বাক্ষরযুক্ত প্রিপ দেয়; যা দোকানে দোকানে মুদ্রার বিকল হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু অন্য দিনের মধ্যেই জাল স্বাক্ষরযুক্ত বহু প্রিপ বাজারে আসতে থাকে। আসল ও নকল প্রিপের পার্থক্য করার ব্যবস্থা না থাকায় ব্যবসায়ীরা অসুবিধায় পড়েন এবং প্রিপ গ্রহণে অসীকৃতি জানান। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থাবিত্ব দেখা দেয়। //স্বীকৃত সরকারী কলেজ, নিমজ্জন/

ক. ভারতের তোতা পাখি কাকে বলা হয়? **১**

খ. মহাকবি ফেরদৌসীর শাহনামার ওপর টীকা লিখ। **২**

গ. উদ্দীপকে মুদ্রার বিকল হিসেবে প্রিপ প্রদান সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কোন পরিকল্পনার অনুরূপ?— আলোচনা কর। **৩**

ঘ. উক্ত পরিকল্পনার ফলাফলের সাথে জাল প্রিপ প্রদানের ফলাফলের তুলনামূলক আলোচনা কর। **৪**

৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতের তোতা পাখি বলা হয় আমির খসরুকে।

খ শাহনামা ইরানের রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস সংবলিত মহাকবি ফেরদৌসির রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

দিলি সালতানাতের সুলতান মাহমুদের অনুরোধে 'গ্রাচের হোমার' নামে

থ্যাত এবং জামানার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ফেরদৌসি 'শাহনামা' রচনা করেন। 'শাহনামা' রচনা করার জন্য সুলতান তাকে ৬০,০০০ র্বণমুদ্রা প্রদানে অঙ্গীকার করেন। কিন্তু পরতীতে ৬০,০০০ রৌপ্য মুদ্রা দিতে চাইলে কবি ক্ষুব্ধ হয়ে বন্দেশ খোরাসানে ফিরে যান। পরে সুলতান তার ভুল বুঝতে পেরে ৬০,০০০ র্বণমুদ্রা প্রেরণ করলেও কবি ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গ উদ্দীপকে উঞ্জিখিত মুদ্রার বিকল হিসেবে ক্রেতাকে প্রিপ প্রদান পাঠ্যবইয়ের সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন পরিকল্পনার অনুরূপ বলে আমি মনে করি।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো দেশের প্রচলিত মুদ্রাসমূহের সংস্কার সাধন। ১৩২৯-১৩৩০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান প্রচলিত সোনা ও রূপার পরিবর্তে তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করেন। দেশের আর্থিক সংকট নিরসনের জন্যই চীনের মোজাল সম্ভাট কুবলাই থান এবং পারস্যের গাইকাতুর থানের প্রতীকী কাগজ মুদ্রার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুলতান প্রতীকী তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের আমিন বাজারে কৃত্রিমানের মুদ্রার অভাব দেখা দিলে দোকানিরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে ক্রেতাকে সাদা কাগজে পাওনা লিখে স্বাক্ষরযুক্ত প্রিপ দেয় যা সে বাজারের যে কোনো দোকানে মুদ্রার বিকল হিসেবে গৃহীত হয়। ঠিক একইভাবে পাঠ্যবইয়ের সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকে সোনা ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করেন। সুলতানের উদারতা ও বদান্যতা, দান, দোয়ার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, মোজাল আক্রমণ প্রতিষ্ঠত, রাজ্যবিস্তারের জন্য বিশাল সেনাবাহিনী পোষণ ও অগ্রিম বেতন প্রদান এবং রাজধানী স্থানান্তরে ব্যর্থতাজনিত কারণে রাজাকোষে বিরাট ঘাটতি দেখা দেয়। সুলতান এ ঘাটতি পূরণের জন্য মুদ্রা সংস্কারে হস্তক্ষেপ করে স্বর্ণ ও রূপার প্রতীক হিসেবে তামার নোট গ্রহণে জনগণের অনীহা, প্রবর্তিত তামার নোটের কোনো নিরাপত্তা চিহ্ন না থাকা এবং কালোবাজারিদের রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তির বিধান না থাকায় সুলতানের পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উদ্দীপকের পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এই একই ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের পরিকল্পনার ফলাফলের মতোই আমার পাঠ্যবইয়ের মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের সাথে উক্ত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের পদক্ষেপটি রাজনৈতিক ও অধিনেতৃত প্রজার পরিচায়ক হলেও এ মুদ্রানীতি কার্যকর করার বিষয়টি ছিল ত্রুটিযুক্ত। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুলতানের অস্পিরতা, তার প্রবর্তিত তামার নোট গ্রহণে জনগণের অনীহা, প্রবর্তিত তামার নোটের কোনো নিরাপত্তা চিহ্ন না থাকা এবং কালোবাজারিদের রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তির বিধান না থাকায় সুলতানের পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উদ্দীপকের পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এই একই ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে আমিন বাজারে মুদ্রার বিকল হিসেবে কাগজের প্রিপ চালু হওয়ার অভিন্নের মধ্যেই জাল স্বাক্ষরযুক্ত বহু প্রিপ বাজারে আসতে শুরু করে। আসল ও নকল প্রিপের পার্থক্য করার ব্যবস্থা না থাকায় ব্যবসায়ীরা অসুবিধায় পড়েন এবং প্রিপ গ্রহণে অসীকৃতি জানায়। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থাবিত্ব দেখা দেয়। ঠিক একইভাবে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের অভিন্নের মধ্যেই মুদ্রার জাল নিরোধে সরকারি পদক্ষেপ না থাকায় অসাধু ব্যক্তিরা অসংখ্য জাল মুদ্রা তৈরি করে বাজারে ছাড়ে। জনগণ জাল মুদ্রায় রাজস্ব পরিশোধ করার রাষ্ট্র আর্থিক অভিত সম্মুখীন হয়। বিদেশিরা প্রতীকী মুদ্রা গ্রহণে অসম্মতি জানালে রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সরকার বাজার থেকে তামার নোট তুলে নেওয়ার আদেশ জারি করে এবং জনসাধারণকে স্বর্ণ ও রূপার মুদ্রা প্রদানের নির্দেশ দেন। এর ফলে রাষ্ট্রের প্রচুর অভিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের ফলাফল ছিল মারাত্মক। এ ব্যবস্থার ফলে মুদ্রার মান কমে যায় এবং মুদ্রানীতি দেখা দেয়। এ ধরনের ব্যর্থতা উদ্দীপকের পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৬৩ প্রশাসনে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়ে দেখলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে আমলা শ্রেণি তৈরি করা হয়েছিল তারাই এখন প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। তারা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে অশোভন আচরণ করে বিশ্বজ্ঞলা সৃষ্টিসহ সিভিকেটভিডিক্যাফিসিয়াল কার্যান্বয় পরিচালনা করেন। এমতাবস্থায় মেয়র প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সিভিকেটদের কঠোরভাবে দমন-বদলি, দ্রুতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিধি নিয়ে আরোপ করেন। ফলে সিটি কর্পোরেশনের সুশাসন ও সুনাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

/অ্যাস্টনুইক্স কলেজ, বঙ্গোপ্সা/

ক. মালিক কাফুর কে ছিলেন?

১

খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমলা সিভিকেটদের সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন সিভিকেটদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মেয়র কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সাথে ইংলিতর্কৃত সুলতান গৃহীত পদক্ষেপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

৪

৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মালিক কাফুর ছিলেন আলাউদ্দিন খলজির দক্ষিণাত্য অভিযানের সেনাপতি।

খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১১৯২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল একটি চড়ান্ত মীমাংসাত্মক যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে মুসলিম অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী ও তার বাহিনী দীপ্ত শপথে যুদ্ধ করে। পৃথিবীজ ও সম্প্রতি রাজপুত বাহিনীকে পর্যন্ত করে। ফলে ভারতীয় রাজাগুলোর ওপর মুহাম্মদ ঘুরীর চড়ান্ত সফলতা সুনির্ণিত হয় এবং ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ. সূজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬৪ একটি পাঁচ টাকার কয়েন গলিয়ে ২টি চামচ তৈরি করে তা দশ টাকায় বিক্রি করার ফলে হাঁটাৎ করে ক দেশে ধাতব মুদ্রার অভাব দেখা দেয়। অভাব মোকাবিলায় সরকার উর্বর অঞ্চলের কর বৃদ্ধি করে। ওদিকে ব্যবসায়ীরা মুদ্রার অভাবে সিলবুক্ত কাগজের লিপ ব্যবহার করতে থাকে, কিন্তু অসাধু ব্যক্তিরা এসব লিপ জাল করে দেশের অর্থনীতিতে বিশ্বজ্ঞরা সৃষ্টি করে।

/অ্যাস্টনুইক্স কলেজ, বঙ্গোপ্সা/

ক. খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

১

খ. কুতুবিনার-এর নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উর্বর অঞ্চলের কর বৃদ্ধির সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. তুমি কি মনে কর: উদ্দীপকে বর্ণিত মুদ্রাব্যবস্থার মতোই ইংলিতর্কৃত শাসকের প্রতীক মুদ্রাব্যবস্থার পরিকল্পনাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়? মতামত দাও।

৪

৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি।

খ. সূজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. সূজনশীল ৮ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬৫ আজিজ সাহেব ইত্তাহিমপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি তুরাব নামে এক ক্ষীতদাসকুল করেন। যদিও তুরাব দাস ছিল না, তথাপি ভাইদের বড়বাট্টে সে দাসে পরিণত হয়। দাস হওয়া সম্মের সুন্মুগ্ন কর্ম ও প্রতিভাব গুণে এলাকার মানুষের কাছে তুরাব বেশ পরিচিত হয়ে ওঠে। তাছাড়া তার প্রতিভা, মেধা ও বিশ্বস্ততার জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে চেয়ারম্যান সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চেয়ারম্যানের কোন সন্তান না থাকায় তুরাব পরবর্তীতে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়।

/চক্র কলেজ, চক্র/

ক. ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে?

১ খ. ইলতুর্মিশের শৈশব ও কৈশোর জীবন কীভাবে কাটে?

২ গ. তুরাবের চরিত্রের সাথে দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের

সাদৃশ্য রয়েছে? বিশ্লেষণ কর।

৩ ঘ. উক্ত শাসকের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ কর।

৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক।

খ. শামসুদ্দিন ইলতুর্মিশ তুর্কিস্থানের ইলবারি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

ভাতুবিরোধের শিকার হয়ে শৈশবেই তিনি জনৈক ব্যক্তির নিকট দাস হিসেবে বিক্রি হন। পরবর্তীকালে তাকে দিল্লিতে কুতুবউদ্দিন আইবেকের নিকট বিক্রি করা হয়। মুহাম্মদ ঘুরীকে সহায়তার পূর্ম্মকার হিসেবে কুতুবউদ্দিন তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন।

গ. উদ্দীপকে আমার পঠিত দিল্লি সালতানাতের শাসক কুতুবউদ্দিন আইবেকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ইতিহাসে যে কয়জন ব্যক্তি সামান্য ক্ষীতদাস থেকে একটি রাষ্ট্রে শাসনকর্তা ও একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছেন, কুতুবউদ্দিন আইবেক তাদের মধ্যে অন্যতম। কুতুবউদ্দিন ছিলেন মুহাম্মদ ঘুরীর ক্ষীতদাস। তবে তিনি তার স্বীয় গুণাবলির বদৌলতে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর স্বাধীন সুলতান হিসেবে শাসনকর্তা পরিচালনা করতে থাকেন এবং তিনি স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন।

কুতুবউদ্দিন আইবেক সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর সামান্য ক্ষীতদাস থেকে স্বীয় যোগাযোগে প্রথমে প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং পরবর্তীতে মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর স্বাধীন সুলতান হিসেবে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তরাধিকারী সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ ঘুরীর নিকট থেকে 'দাস মুক্তি' সনদ গ্রহণ করেন এবং কালিঙ্গের, করুরুবাবাদ, বাদাউন, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্য জয়ের মাধ্যমে স্বীয় রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সুতরাং বলা যায়, তুঘরিল বেগ যেন কুতুবউদ্দিন আইবেকের যোগ প্রতিনিধি।

ঘ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যান তুরাবের চরিত্রের সাথে ইতিহাসের কুতুব উদ্দিন আইবেকের চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন একজন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন শাসক। তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর গজনির প্রভুত্ব থেকে মুসলিম অধিকৃত ভারতবর্ষকে মুক্ত করে স্বতন্ত্র শাসন কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসেন এবং দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি রচনা করেন। একই সাথে তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন সুদৃঢ় করেন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কুতুবউদ্দিন আইবেক ক্ষমতারোহণের পর নানাবিধ সমস্যায় পরিবেশিত হন। মুহাম্মদ ঘুরীর প্রচেষ্টায় সমগ্র উত্তর ভুর্কিন্দের পদান্ত হলেও মুহাম্মদ ঘুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে কালিঙ্গের, বাদাউন, গোয়ালিয়র এসব বিজিত রাজ্যসমূহ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকে। কুতুবউদ্দিন আইবেক এই সমস্ত প্রাথমিক সমস্যাসমূহ দূরীভূত করে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়া তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি বিশেষভাবে অনুরোগী ছিলেন। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় তারিখ-ই-মুবারক শাহী ও তাজুল নাসির গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, কুতুবউদ্দিন আইবেক বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবেই তার শাসকোচিত চরিত্রকে শাশিত করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৬৬ শিমুলিয়ার শাসনকর্তা সিরাজ উদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করে তার রাজবাড়ী স্থানান্তর করেন। বৰ্ণমুদ্রার পরিবর্তে কাগজের মুদ্রা প্রবর্তন করেন। সুদূর বিহার অধিকার করার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। দোলনিয়ার ওপর অতিরিক্ত করারোপ করেন।

/সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর/

ক. তুঘলক বংশের প্রথম সুলতান কে?

১ খ. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরম্পরাগ গুণের মিশ্রণ ঘটেছিল

— বুঝায়ে লিখ।

২ গ. উদ্দীপকের সাথে কোন সুলতানের মিল রয়েছে — তার

পরিকল্পনাগুলো লিখ।

৩ ঘ. উক্ত সুলতানের পরবর্তী সুলতানের পিতামহী সুলত নীতিগুলো

দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্য দায়ী ছিল — ব্যাখ্যা কর।

৪

ক. তৃঘলক বৎশের প্রথম সুলতান গিয়াসউদ্দিন তৃঘলক।

খ. ভালো-মন্দের সংমিশ্রণে মুহাম্মদ বিন তৃঘলক মধ্যমগীয় বিশ্বের এক বিম্বায়কর সৃষ্টি ছিলেন বলে তাকে বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ বলা হয়। মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের মধ্যে পাণ্ডিত্য, মানসিক উৎকর্ষ, উন্নত বুচিবোধ, উচ্চ নৈতিক আদর্শ, ধর্মপরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা, দানশীলতা প্রভৃতি গুণবলির সমাবেশ ঘটেছিল। অন্যদিকে আবেগপ্রবণতা, অস্থিরতা, একগুরুমি, অপরিণামদর্শিতা, রাজনৈতিক অনুরদ্ধর্শিতা ইত্যাদি দোষ-ত্রুটি ও তার চরিত্রকে মান করেছিল। তাই তাকে বিপরীত বৈশিষ্ট্যবলির সংমিশ্রণ অর্থাৎ 'বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ' বলে অভিহিত করা হয়।

গ. উদ্দীপকের সাথে সুলতান মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের মিল রয়েছে। তার পরিকল্পনাগুলো নিম্নরূপ—

সুলতান মুহাম্মদ বিন তৃঘলকের গৃহীত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার সংখ্যা ছিল ৫টি। প্রথমত, তিনি ১৩২৬-২৭ সালে রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তরের পরিকল্পনা করেন। দ্বিতীয়ত, ১৩২৯-৩০ সালে সুলতান সোনা ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করেন। অনেকের মতে, চীনের মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খান এবং পারস্যের গাইকাতুর খানের প্রতীকী কাগজের মুদ্রার দৃষ্টিতে অনুসরণ করে সুলতান প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রচলন করেন। তৃতীয়ত, দোয়াবের বিক্ষিপ্তি কৃষকদের বিদ্রোহী মনোভাব দমন এবং তাদের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে সুলতান দোয়াব অঞ্চলে কর বৃন্দি করেন। চতুর্থত, আর্থিক সম্পদের হাতছানি এবং ক্রিয়ে খোরাসানি আমিরের পরামর্শে তিনি খোরাসান আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আক্রমণে পিছপা হন। পঞ্চমত, ১৩৩২-৩৩ সালে কারাচিল অভিযান। চীন ও হিন্দুস্তানের মধ্যবর্তী কারাচিলে সুলতানের বাহিনী বেশ কিছু শক্রুঘাতি দখল করে এবং পার্বত্য সর্দীরদের আনুগত্যা ও করদানের স্বীকৃতি আদায় করে অভিযানের সমাপ্তি ঘটান।

ঘ. উক্ত সুলতানের পরবর্তী সুলতানের তথ্য সুলতান ফিরোজ শাহ তৃঘলকের পিতামহী সুলত নীতিগুলো দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্য দায়ী ছিল — বক্তব্যটি যথার্থ।

উক্ত শাসকের সাথে ফিরোজ শাহ তৃঘলকের সাদৃশ্য রয়েছে। অনেকে তার কার্যাবলিকে তৃঘলক বৎশের পতনের জন্য দায়ী করেন। আমি তাদের সাথে একমত।

ফিরোজ শাহ তৃঘলকের মানবীয় সংস্কার ও উদার নীতির মধ্যে তৃঘলক বৎশের পতনের বীজ নিহিত ছিল। তার কোনো কোনো নীতি ও কার্যাবলি শুধু তৃঘলক বৎশের নয়, দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্যও দায়ী ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। ড. শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, 'পূর্ববর্তী শাসনকালের বিপরীতে ফিরোজের রাজত্বকালে কোমলতা ও বহু জনহিতকর কাজ পরিদৃষ্ট হলেও তার শাসনকাল অনেকাংশে দিল্লির সালতানাতের ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল।' সুলতান দুর্বল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কঠোরতা প্রদর্শন করে নয়, ক্ষমা ও উদারতা ছাড়া তিনি জনগণের মন জয় করতে চেয়েছিলেন। রক্তপাত পছন্দ করতেন না বলে তার পক্ষে হৃতরাজা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এতে তৃঘলক বৎশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। সুলতানের জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ ছিল। সুলতানের দুর্বল সেনাবাহিনী তৃঘলক বৎশের পতনের জন্য দায়ী ছিল। এছাড়া সুলতানের অনুরদ্ধর্শী ধর্মীয় নীতিও তৃঘলক বৎশের পতন দুরাহিত করেছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফিরোজ শাহ তৃঘলকের শাসননীতি ও কার্যাবলি তৃঘলক বৎশের এমনকি সালতানাতের পতনের পথকে সুগম করেছিল।

ঢ. ৬৭ সোনারগাঁওয়ের জমিদার ঈশা খাঁ তার প্রজাদের সুখ-শান্তির জন্য এবং প্রজাগুর ঘাতে নির্ধারিত মূল্যে দ্রুব্য ক্রয় করতে পারেন তাই জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণ করে দেন এবং উহা বাস্তবায়ন করেন।

/সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর/

ক. দিল্লির প্রথম খলজি বৎশের সুলতান কে ছিলেন? ১

খ. আলাউদ্দিন খলজি কেন নতুন ধর্ম প্রবর্তনের পরিকল্পনা করেছিলেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন সুলতানের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে — আলোচনা কর। ৩

ঘ. উক্ত সুলতান তার নীতি বাস্তবায়নের জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন— মূল্যায়ন কর। ৪

ক. দিল্লির প্রথম খলজি বৎশের সুলতান ছিলেন জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি।

খ. ঐতিহাসিক বারানীর মতে, আলাউদ্দিন খলজির সাফল্য ও উন্নতি তাকে উন্নাদনগ্রস্ত করে তোলে। এ সময় তিনি ভাবেন যে, মুহাম্মদ (স) এর ধর্মমত প্রচারে তার চারজন সহযোগীর অবদান ছিল। কাজেই তিনি তার চারজন সহযোগির সহায়তায় একটি নতুন ধর্মমত প্রচারে সম্মত হবেন। সুলতান এ বিষয়ে তার বিষ্ফল অনুচর আলা-উল-মুলকের পরামর্শ জানতে চাইলে তিনি আলাউদ্দিন খলজিকে নিরুৎসাহিত করেন। খলজি তার পরামর্শ মেনে নিয়ে ধর্মমত প্রবর্তনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন।

গ. সৃজনশীল ও এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ও এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঢ. ৬৮ রাজশাহীর সুলতান বদর উদ্দিন কাজল অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি তার দরবারের প্রভাবশালী বিশজন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি দল ছিল। যারা সব সময় সুলতানের বিরোধিতা করত। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের দমন করেন। তিনি রাজশাহীকে শক্তিশালী করেন।

/সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর/

ক. সুলতানা রাজিয়ার রাজত্বকাল লিখ।

১

খ. পাল বৎশ নামকরণের সার্থকতা কতটুকু?

২

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে কোন সুলতানের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে?

৩

ঘ. সাম্রাজ্য দৃঢ়করণে উক্ত সুলতানের গৃহীত পদক্ষেপগুলো লিখ।

৪

৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সুলতানা রাজিয়ার রাজত্বকাল ১২৩৬ থেকে ১২৪০ সাল পর্যন্ত।

খ. 'পাল' শব্দটি প্রাকৃত ভাষার; এর অর্থ রক্ষাকর্তা। পাল বৎশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোপাল। পরবর্তী সরকুল শাসকরা নামের শেষে পাল ব্যবহার করতেন। অট্টম শতকের মাঝায়াবি শুরু হওয়া এই বৎশ প্রায় ৪০০ বছর বাংলা ও বিহার শাসন করে। পাল বৎশের শাসকরা সুদীর্ঘ সময় তাদের রাজ্য রক্ষা করে 'পাল' নামকে সার্থক করেছিল বলা যায়।

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের আভিজাতদের দমন ও সাম্রাজ্য দৃঢ়করণে মিল রয়েছে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি তার দরবারে সর্বেসর্বী হয়ে উঠা 'বন্দেগান-ই-চেহেলগান' নামক অভিজাতদের ক্ষমতা নাশ করা প্রয়োজন মনে করেন। এ লক্ষ্যে তিনি তাদের সামনে হেয় করেন ও বিশেষ সুবিধা বা জায়গার বাসিন্দাকে কাটিল করে তাদের ক্ষমতাধীন করে ফেলেন। তিনি রাজত্বে সালতানাতের মর্যাদা বৃন্দির মাধ্যমে একে শক্তিশালী করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, রাজশাহীর সুলতান বদর উদ্দিন তার দরবারের প্রভাবশালী বিশজন ব্যক্তিকে কঠোরভাবে দমন করেন। এর সাথে বলবনের চার্লিং চক্র' দমনের মিল আছে। এছাড়া সুলতান বদরের মত সুলতান বলবনও তার রাজ্যকে শক্তিশালী করেন।

ঘ. সাম্রাজ্য দৃঢ়করণে উক্ত সুলতান তথ্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ:

একটি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় সেনাবাহিনী গঠন করে দিল্লি সালতানাতের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা সুদৃঢ় করার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি মেওয়াটোবাসীদের বিদ্রোহ, দোয়াবের বিদ্রোহ ও উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং চার্লিং চক্রের বিলোপ সাধন করেন। তিনি তার সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর ব্যাপারে ভারতবর্ষকে মোজগল আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। তার সময়ে দিল্লি নগরী মুসলিম কুষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিগত হয়েছিল। তিনি তুর্কি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করে তাকে নবজীবন দান করেন; সালতানাতের গৌরব পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন; সাম্রাজ্যের সর্বজ্ঞ অব্যাহত শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে সম্মিল্য ও প্রগতির পথ উন্মুক্ত করেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে মোজগল হামলা থেকে নিরাপত্তা বিধানকরে এক নতুন নীতির প্রবর্তন করেন। এসব দিক পর্যালোচনা করলে বলবনকে 'সালতানাতের প্রকৃত সংরক্ষণকারী' হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্কারের ফল বলবনের সংস্কারের ফলাফলের অনুরূপ।

প্রশ্ন ► ৬৯ পিতার মৃত্যুর পর শাহবাজ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে কতকগুলো পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যা ছিল যুগের অগ্রগামী। যুগোপযোগী না হওয়ায় পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থভায় পর্যবেশিত হয়। জনসাধারণ অনেক দুর্ভোগের শিক্ষার হয়।

/মনমোহন কলেজ, সিলেট/

- ক. মালিক কাফুর কে ছিলেন? ১
- খ. কুতুব মিনার নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থার সাথে কোন শাসকের কোন ব্যবস্থার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত শাসকের পরিকল্পনাগুলো যদি ব্যর্থ না হত তাহলে উক্ত শাসকই হতেন শ্রেষ্ঠ শাসক — মূল্যায়ন কর। ৪

৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালিক কাফুর ছিলেন দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানের সেনাপতি।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'ব' নং প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্দীপকের পরিকল্পনার সাথে আমার পঠিত সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনার সাদৃশ্য রয়েছে।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক চিরাচরিত শাসনপদ্ধতিতে কিছু ব্যতিক্রম ঘটানোর জন্য নতুন নতুন কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মহৎ থাকা সম্মত ও যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ না হওয়ার জন্য তা ব্যর্থ হয়। ঐতিহাসিকগণ তার এ পরিকল্পনাসমূহকে ৫ ভাগে ভাগ করেছেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে শাহবাজ খান পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন সিংহাসনে আরোহণের পর কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বিন তুঘলকও তার রাজত্বের প্রথম ভাগে পাঁচটি উচ্চাকাঞ্জকামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার পরিকল্পনাগুলো হলো দিল্লি হতে দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্তন, খোরাসান অভিযান, প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রচলন, কারাচিল অভিযান এবং দোয়াব অঞ্চলের কর বৃদ্ধি। সাম্রাজ্যের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো উদ্দীপকের ন্যায় মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলো যদি ব্যর্থ না হত তাহলে তিনিই হতেন শ্রেষ্ঠ শাসক। উক্তিটি হথার্থ।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী সুলতান। তিনি সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার (১৩২৫ খ্রি.) প্রথম ভাগে পাঁচটি উচ্চাকাঞ্জকামূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার এ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার অন্যতম শাসনতাত্ত্বিক পদক্ষেপ ছিল দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন উৎসাহী সংস্কারক। উচ্চাবন ও অভিনবত্ব ছিল তার প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি তার গৃহীত মহাপরিকল্পনাসমূহের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শাসন সুদৃঢ়করণেও নানা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এসব পরিকল্পনার মধ্যে সুলতানের আধুনিক ও গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তার পরিকল্পনাগুলো সার্থক হয়নি। এ ব্যর্থতার পেছনে সুলতানের নিজস্ব দায় যেমন ছিল, তেমনি পারিপার্শ্বিক নানা কারণও ছিল। দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ, আলেম-উলেমাসহ রক্ষণশীল জনগণের অনুদার ও বিরূপ মনোভাব এবং কর্মচারীদের সহযোগিতা ইত্যাদি ছিল পারিপার্শ্বিক কারণসমূহের অন্যতম। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুলতানের সদিজ্ঞার অভাব ছিল না সত্য, তবে তার অন্তিভুক্তি, সাংগঠনিক দুর্বলতা ও কার্যপদ্ধতির ঝুঁটির কারণে তিনি সফলকাম হতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিতে সুলতান ছিলেন তাঁর নিজ সময় ও সমাজ হতে অনেক অগ্রসর। তাঁর পরিকল্পনাসমূহ ছিল সমকালীন বাস্তবতা থেকে অনেকটা অগ্রগামী। দেশের সাধারণ জনগণ সুলতানের যুগধর্মের অগ্রবাতী পরিকল্পনার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারেনি। ফলে অনেকেই এর বিরোধিতা করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাসমূহ ব্যর্থ না হলে তিনিই হতেন শ্রেষ্ঠ শাসক।

প্রশ্ন ► ৭০ অনলাইন শপিং এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মানুষের ব্যক্তি ও কর্মপরিষি বাড়তে থাকায় তারা আজ বাজারে যাবার পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছে না। তাছাড়া প্রতিটি পণ্যের দাম নির্ধারিত থাকায় সঠিক ওজন ও পণ্যের গুণগত মানের নিচ্ছয়তা বিধান করায় এবং শপিং ব্যবস্থার ওপর ক্রেতার আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্যের সরবরাহ নির্বিয়, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দ্রব্য সামগ্রীর বিপুল সমাহার ও বৈচিত্র্য থাকায় অনলাইন শপিং মানুষের সময় ও অর্থ দুটোই সাম্রয় করছে।

/মনমোহন কলেজ, সিলেট/

- ক. মামলুক শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. জায়গির প্রধার প্রবর্তন ফিরোজ শাহ তুঘলকের বড় ভুল হিসাবে চিহ্নিত করা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনলাইন শপিং ব্যবস্থাপনার সাথে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মিল কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর অনলাইন শপিং ফলপূর্ণ করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মতো সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও উক্ত ব্যবস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মামলুক শব্দের অর্থ দাস।

খ জায়গির প্রধার প্রবর্তন তুঘলক বংশের পতনের অন্যতম কারণ হওয়ায় তা ফিরোজ শাহ তুঘলকের বড় ভুল বলে চিহ্নিত করা হয়। ফিরোজ শাহ তুঘলক জায়গির প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করলে জায়গির প্রাপ্ত অভিজাতবর্গ নিজ নিজ এলাকায় প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তাদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণও শিথিল হয়ে পড়ে। এর ফলে তুঘলক বংশের পতন দ্রুতিপূর্ণ হয়।

গ সৃজনশীল ৩ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ► ৭১* ফাসের রাজা ওয়াটসন একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তার রাজনৈতিক দক্ষতা ও বৃদ্ধিমত্তার দ্বারা ফাসের সিংহাসনে আরোহণ করেন। একমাত্র আজুবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ফাসকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশুরু হাত থেকে রক্ত করে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য তিনি একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তার এ সকল কৃতিত্বের জন্য তাকে ফাসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

/মনমোহন কলেজ, সিলেট/

- ক. দিল্লির কোন সুলতান রক্তপাত ও কঠোর নীতি প্রয়োগ করেন? ১
- খ. মাতামহীসুলত ব্যবস্থা বলতে কী বোবায়? ২
- গ. উদ্দীপকের বর্ণনা দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যপুস্তকের যে শাসকের কৃতিত্বের মিল রয়েছে তা মূল্যায়ন কর। ৪

৭১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিল্লির সুলতান গিয়াউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি প্রয়োগ করেন।

খ সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের গৃহীত কতগুলো মানবীয় সংস্কার ইতিহাসে মাতামহীসুলত ব্যবস্থা (Grandmotherly Legislati) নামে পরিচিত।

ফিরোজ শাহ তুঘলক সিংহাসনে বসে দরিদ্র অসহায় মুসলমান যেয়েদের বিয়ের বন্দোবস্ত করেন এবং অনাথ ও বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য 'দিওয়ান-ই-খায়রাত' নামে আলাদা একটি বিভাগ সৃষ্টি করেন। বেকারদের চাকরি প্রদানের জন্য চাকরি দণ্ডের প্রতিষ্ঠা করেন। অসুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধপত্র প্রদানের জন্য দিল্লি বিমারিস্তান' বা দারুল শিকা নামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। আর উপর্যুক্ত বিষয়গুলোই মাতামহীসুলত ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণনা দিল্লি সালতানাতের সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুর্যমিশের কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে।

ইলতুংমিশ প্রাথমিক জীবনে একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তার বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে দিল্লির সিংহসনে আরোহণের পর দিল্লি সালতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা ওয়াটসনের মধ্যেও এ প্রতিভার প্রতিফলন ঘটেছে।

ওয়াটসন একজন ক্রীতদাস হয়েও রাজনৈতিক দক্ষতা ও বৃদ্ধিমত্তার ছারা ছাসের সিংহসনে আরোহণ করেন। তিনি ছাসকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তিতে হাত থেকে রক্ষা করে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। একইভাবে শামসুদ্দিন ইলতুংমিশও ছিলেন যুদ্ধবিদ্যাসহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। পাঞ্জাবের খোকার বিদ্রোহ দমনে মুহাম্মদ ঘুরীকে প্রভৃত সহায়তার পুরস্কার হিসেবে সুলতানের নির্দেশে আইবেকে তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন এবং ‘আমির উল উমারাহ’ পদবি প্রদান করে বাদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে তিনি ১২১১ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি সালতানাতের সিংহসনে অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি সামরিক ও কৃষ্ণনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করে অযোধ্যা, বারানসি, বাদাউন, সিওয়ালিকসহ দিল্লিতে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেন। দুর্ধর্ষ মোজাল নেতা চেঙিস খানের আক্রমণকে প্রতিহত করে তিনি দিল্লি সালতানাতকে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেন। তার এসব দূরদৃশী কর্মকাণ্ড রাজা ওয়াটসনের কাজেও পরিলক্ষিত হয়।

৩ উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যপুস্তকের শাসক সুলতান ইলতুংমিশের কৃতিত্বের মিল রয়েছে।

১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান কুতুবউদ্দিনের ক্রীতদাস হিসেবে জীবন শুরু করে মাত্র দু দশকের মধ্যে ভারতবর্ষে তুর্কি সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন ইলতুংমিশ। ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তিনি ছিলেন সুচতুর, নিভীক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবন্দ। একমাত্র আঞ্চলিকসামনের ওপর নির্ভর করেই তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত দিল্লি সালতানাতকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির হাত হতে রক্ষা করেন। তিনি সুলতানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি ও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের ভিত্তিও সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন।

‘বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের আদর্শ জনগণের তথা শাসকগোষ্ঠীর মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল যে, ইলতুংমিশের পরেও ত্রিশ বছর ধরে তার বংশধরেরাই সিংহসনে বসার একমাত্র অধিকারী বলে বিবেচিত হয়েছিল। ইলতুংমিশ বিরুদ্ধবাদী আমিরগণকে তার কর্তৃত স্বীকারে বাধ্য করেন এবং তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ ও নাসিরউদ্দিন কুবাচার দূরভিসন্ধি নস্যাং করে দিতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি কঠোর হস্তে বাংলার বিদ্রোহ দমন করেন। ইলতুংমিশের কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, ‘১২৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী দিল্লির তুর্কি সালতানাতে প্রাথমিক যুগের সুলতানদের মধ্যে ইলতুংমিশকে ন্যায়সংগতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান বলে গণ্য করা যেতে পারে।’

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইলতুংমিশ উদ্দীপকের শাসক ওয়াটসনের মতই কৃতিত্বান্ব ছিলেন।

৪ ▶ **৪.১** ইথিতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ছোটবেলা থেকেই ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার। হুসামউদ্দিনের সাম্রাজ্যে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। স্বীয় মেধা ও যোগ্যতার স্বারা তিনি বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন এবং লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। যা সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের ক্ষেত্রেও দ্রষ্টব্য। তার প্রাথমিক জীবন সূথের ছিল না। ভাগ্য পরিক্রমায় গজনির মুহাম্মদ ঘুরীর তাকে ক্রয় করেন। এ সময় তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি হিসেবে ভারত শাসন ও রাজ্য বিস্তারে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর সবচেয়ে বিশ্রেষ্ট ও অনুগত ছিলেন। মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তিনি ভারতের মুসলিম রাজ্যের সুলতান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে ভারতে স্বাধীন দিল্লি সালতানাত ও দাস বংশের শাসনের গোড়াপত্তন হয়।

৪.২ দিল্লির খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

১

৪.৩ দিল্লির সৈয়দ বংশের পতন ঘটে কীভাবে?

২

গ. উদ্দীপকে দিল্লি সালতানাতের কোন শাসকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে ইথিতিয়ার উদ্দিন ও উক্ত শাসক উভয় যেন একই মুদ্রার এপিষ্ট-ওপিষ্ট – উক্তিটি যথার্থতা যাচাই কর।

৭২ নং প্রশ্নের উত্তর

a. দিল্লির খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি।

b. সালতানাতে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলার ফলে অবশেষে বাহলুল লোদির হাতে দিল্লি সৈয়দ বংশের পতন ঘটে।

এ বংশের পতনের নেপথ্যে বিদ্যমান কারণগুলো ছিল রাজ দরবারে আমির ওমরাহদের প্রভাব, সুলতানের অধোগ্যতা, উপর্যুক্ত সামরিক বাহিনীর অনুপস্থিতি, শাসকদের সালতানাত সম্পর্কে উদাসীনতা। যার ফলশ্রুতিতে বাহলুল লোদি এ সকল দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সৈয়দ বংশের ধৰ্মসূলীলার ওপর লোদি বংশের গোড়াপত্তন করেন।

c. উদ্দীপকে দিল্লি সালতানাতের শাসক কুতুবউদ্দিন আইবকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইতিহাসে যে কয়জন ব্যক্তি সামান্য ক্রীতদাস থেকে একটি রাজ্যবংশ প্রতিষ্ঠা করেছেন কুতুবউদ্দিন আইবকে তাদের মধ্যে অন্যতম। কুতুবউদ্দিন ছিলেন মুহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস। তবে তিনি তার স্বীয় গুণাবলির বদলে ভারতের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর স্বাধীন সুলতান হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন এবং তিনি স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের গোড়াপত্তন করেন।

উদ্দীপকে ইথিতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের কথা বলা হয়েছে যিনি স্বীয় যোগ্যতাবলে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে কুতুবউদ্দিন আইবকে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর সামান্য ক্রীতদাস থেকে স্বীয় যোগ্যতাবলে প্রথমে প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং পরবর্তীতে মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর স্বাধীন সুলতান হিসেবে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তরাধিকারী সুলতান মাহমুদ ঘুরীর নিকট থেকে দাস মুক্তির সনদ গ্রহণ করেন এবং কালিঙ্গ, ফরুরুখাবাদ, বাদাউন, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্য জয়ের মাধ্যমে স্বীয় রাজ্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সুতরাং বলা যায়, তুঘরিল বেগ যেন কুতুবউদ্দিন আইবকের যোগ্য প্রতিনিধি।

d. উদ্দীপকের ইথিতিয়ার উদ্দিন ও উক্ত শাসক অর্থাৎ কুতুবউদ্দিন আইবকে যেন একই মুদ্রার এপিষ্ট-ওপিষ্ট – উক্তিটি যথার্থ।

কুতুবউদ্দিন আইবকে স্বীয় যোগ্যতা ও মেধার স্বারা গজনির প্রভৃতি থেকে মুসলিম অধিকৃত ভারতবর্ষকে মুক্ত করে দাস বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করে দিল্লি সালতানাতের ভিত্তি রচনা করেন। যা উদ্দীপকে ইথিতিয়ার উদ্দিন এর ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের বখতিয়ার খলজি ছোটবেলা থেকেই ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার। হুসামউদ্দিনের সাম্রাজ্যে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। স্বীয় মেধা ও যোগ্যতার স্বারা তিনি বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন এবং লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। যা সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের ক্ষেত্রেও দ্রষ্টব্য। তার প্রাথমিক জীবন সূথের ছিল না। ভাগ্য পরিক্রমায় গজনির মুহাম্মদ ঘুরীর তাকে ক্রয় করেন। এ সময় তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর প্রতিনিধি হিসেবে ভারত শাসন ও রাজ্য বিস্তারে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর সবচেয়ে বিশ্রেষ্ট ও অনুগত ছিলেন। মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর তিনি ভারতের মুসলিম রাজ্যের সুলতান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে ভারতে স্বাধীন দিল্লি সালতানাত ও দাস বংশের শাসনের গোড়াপত্তন হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইথিতিয়ার খলজি ও সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক যেন একই মুদ্রার এপিষ্ট-ওপিষ্ট।

প্রশ্ন ▶ ৭৩ সৈদের কেনাকাটা করতে গিয়ে জাফর সাহেব কাপড় চোপড়ের দামের ব্যাপক গড়মিল ও উর্ধ্বগতিতে বাঢ়াদের পছন্দের পোশাক কিনতে না পেতে হতাশায় পড়লেন। কিন্তু একটি বিশেষ ধরনের দোকানে গিয়ে তিনি এর ব্যতিক্রম লক্ষ করে তাবলেন যদি সব জিনিসের দাম এভাবে নির্ধারণ করা থাকত তাহলে সাধারণ জনগণ ভীষণভাবে উপকৃত হতো। যদিও রমজান উপলক্ষে কাঁচা বাজারে কিছুটা দাম বেঁধে দেয়া পদ্ধতি ইতিপূর্বে সরকার চালু করেছে কিন্তু কার্যকর তদারকির অভাবে তা কেবল কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ রয়ে যায়। //বি এ এফ পাহিন কলেজ, ঢাকা।

ক. 'ভারতের তোতা পাখি' কাকে বলা হয়? ১

খ. বন্দেগান-ই-চেহেলগান বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় আলাউদ্দিন খলজীর গৃহীত পদক্ষেপটির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আইন প্রণয়নের চেয়ে বাস্তবায়ন করাই কঠিন উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কবি আমীর খসরুকে ভারতের তোতা পাখি বলা হয়।

খ. স্জনশীল ২০ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় আলাউদ্দিন খলজীর গৃহীত পদক্ষেপটি হলো মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতাবোহণ করেই নানাঘূর্ণী সংস্কারব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সুলতানের এ সংস্কার কার্যগুলোর মধ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্যতম। তিনি মূলত সাম্রাজ্যের আর্থিক নিপত্তিশালিতা বিধান, জনসাধারণের সুবিধা, মুদ্রাস্থানিতি রোধ, বিশাল সৈন্যবাহিনীর বেতন পোষণ এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংস্থান জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দীপকেও তার এ ব্যবস্থার প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জাফর সাহেব সৈদের কেনাকাটা করতে গিয়ে দামের গড়মিল ও উর্ধ্বগতিতে পছন্দের পোশাক কিনতে পারেননি। একটি বিশেষ ধরনের দোকানে তিনি ব্যতিক্রম লক্ষ করলেন এবং ভাবলেন যদি সব জিনিসের দাম এভাবে নির্ধারণ থাকত তাহলে সাধারণ জনগণ ভীষণভাবে উপকৃত হত। দাম নির্ধারণ করার এই পদ্ধতি আলাউদ্দিন খলজি প্রবর্তন করেন।

সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ. আইন প্রণয়নের চেয়ে তা বাস্তবায়ন করাই কঠিন – উক্তিটি যথার্থ। আইন প্রণয়ন করা যতটা সহজ তা বাস্তবায়ন করা ততটাই কঠিন। শুধু আইন প্রণয়ন করলেই হয় না। আইনটিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হয়। কেননা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আইনটি তৈরি রূপার্থক হয়। আইন তৈরির চেয়ে বাস্তবায়ন করা যে কঠটা কঠিন তা উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের সরকারের দাম বেঁধে দেয়া পদ্ধতিটি আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনুরূপ। উদ্দীপকের সরকার কার্যকর তদারকির অভাবে তা কেবল কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তিনি সেটিকে বাস্তবায়ন করতে পারেননি। তবে আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল করার জন্য তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। এ পদ্ধতি তত্ত্বাবধানের জন্য সুলতানকে শাহনা-ই-মান্ডি এবং দিউয়ান-ই-রিয়াসত নামে দুজন কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হয়েছিল। শাহনা-ই-মান্ডি নামক কর্মচারী শস্যের বাজারের তত্ত্বাবধান করতেন। দিউয়ান-ই-রিয়াসত বন্দু ও বাজারের দেখাশূনার দায়িত্ব পালন করতেন। এ দুজন কর্মকর্তা মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যাতে বাস্তবায়িত হয় সেজন্য ঘুরে ঘুরে বাজার পরিদর্শন করতেন। কেউ দাম বৃদ্ধি করলে তার শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। কেউ দাম বৃদ্ধির আশায় গুদাম করে রাখলে তার জন্য শাস্তির

ব্যবস্থা করতেন। শাস্তির পরিমাপে কারচুপির জন্যও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এ সকল কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে আলাউদ্দিন খলজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নিয়ন্ত্রণ মীতি অনেক সহজেই গ্রহণ করেছিলেন, তবে এ ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করতে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭৪ রহমান সাহেব সমাজের একজন প্রগতিশীল মানুষ। তিনি সমাজের তরুণদের নৈতিক অবক্ষয় ও বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিচলিত হয়ে তাদের নিয়ে 'যুব সংঘ' নামের একটি সংগঠন তৈরি করেন। এখানে তিনি বেকার ও অসহায় যুবকদের বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মানবসম্পদে পরিণত করেন এবং বিদেশী একটি এনজিও-র সহায়তায় তাদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। ফলে উক্ত ক্লাবটি স্থানীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত পায়। //বি এ এফ পাহিন কলেজ, ঢাকা।

ক. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. কৃতুব মিনার কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্লাবটির সাথে ফিরোজ শাহ তুঘলকের যে প্রতিষ্ঠানের মিল আছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত ক্লাবের চেয়ে ফিরোজ শাহের প্রতিষ্ঠানটির পরিধি আরো ব্যাপকতর ও বাস্তবধূমী ছিল – বিশ্লেষণ কর। ৪

৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সুলতান ইলতুংমিশ দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

খ. কৃতুব মিনার হলো সুলতান ইলতুংমিশের অন্যতম স্থাপত্য কৃতি। ইলতুংমিশের স্থাপত্য কৃতিত্বের উরেখযোগ্য স্থাপত্যকলার মধ্যে কৃতুব মিনার একটি। কৃতুব মিনার তার অবিনাশী স্থাপত্য শির নিয়ে আজও বিদ্যমান। এটি ভারতবর্ষের একটি সাংস্কৃতিক স্থাপত্য শির। কৃতুব মিনারের উচ্চতা ১২০ মিটার। ইটের তৈরি এ মিনারটি পৃথিবীর উচ্চতম মিনারের মধ্যে অন্যতম। এটি ভারতের দিল্লিতে অবস্থিত।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্লাবটির সাথে ফিরোজ শাহ তুঘলকের দিওয়ান-ই-বন্দেগান' প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে।

ফিরোজ শাহ তুঘলক শাসক ও সংস্কারক হিসেবে ছিলেন দিল্লির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি ছিলেন একজন জননীর শাসক। তিনি জনকল্যাণার্থে কয়েকটি মডুন বিভাগ প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' যেটির প্রতিষ্ঠাবি উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহমান সাহেব সমাজের তরুণদের নৈতিক অবক্ষয় ও বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিচলিত হয়ে তাদের নিয়ে 'যুব সংঘ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। এ সংঘের মাধ্যমে তিনি বেকার ও অসহায় যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবসম্পদে পরিণত করেন এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক ও অনুরূপ একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' নামে পরিচিত। বিশাল দাস বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সুযোগ সুবিধার জন্য সুলতান এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দিওয়ান-ই-বন্দেগানের মাধ্যমে সুলতান যুবকদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং চাকুরির সুবিদ্যোবস্ত করতেন। বেকার ব্যক্তিদের খুজে বের করার দায়িত্ব ছিল দিল্লির কোতোওয়ালের ওপর। সুলতান নিজে তাদের অবস্থা এবং গুণাবলি পরীক্ষা করে উপযুক্ত চাকুরিতে নিয়োগ করতেন। সুলতানের 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যের অনেক বেকার তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। এ বিভাগটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সুতরাং বলা যায়, ফিরোজ শাহ তুঘলকের 'দিওয়ান-ই-বন্দেগান' এবং উদ্দীপকে বর্ণিত ক্লাবটি এক ও অভিন্ন।

৪ উদ্বীপকে বর্ণিত ক্লাবের চেয়ে ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রতিষ্ঠানটির পরিধি আরো ব্যাপক ও বাস্তবধর্মী ছিল মন্তব্যটি যৌক্তিক।

ইতিহাসে এমন অনেক শাসক রয়েছেন, যারা প্রজাকল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। দিলি সালতানাতের সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক জনকল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইতিহাস খ্যাত হয়ে আছেন। তার প্রতিষ্ঠিত ‘দিওয়ান-ই-বন্দেগান’ বিভাগটি ছিল জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থারই একটি সম্প্রসারিত রূপ। সুলতানের সকল জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডই ছিল মানবতার এবং বাস্তবধর্মী।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রতিষ্ঠিত ‘দিওয়ান-ই-বন্দেগান’ বিভাগটির কর্মকাণ্ড উদ্বীপকের ক্লাবটির চেয়েও বিস্তৃত এবং বাস্তবধর্মী। কেননা উদ্বীপকের ক্লাবটি শুধু অসহায় এবং বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। সুলতানের ‘দিওয়ান-ই-বন্দেগান’ বিভাগটি উদ্বীপকের ক্লাবের এ কর্মকাণ্ডের মতো বেকারদের চাকরির সুবল্দোবস্ত করে। তবে এর পাশাপাশি আরো কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। এ বিভাগটি সাম্রাজ্যের বেকার যুবকদের খুজে বের করত। এজন্য কোতোওয়াল নামে একজন কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। বেকার যুবক এবং দাসদের উপর্যুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করত। যোগ্যতা অনুসারে তাদের চাকরিতে নিয়োগ করা হত। সুলতান নিজেই তাদের যোগ্যতার পরীক্ষা নিতেন। কর্মসংস্থান সূচী এবং নিত্য ব্যবহার্য মুব্য সুলভ করার জন্য এ বিভাগটির পাশাপাশি সুলতান ৩৬টি ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাও গড়ে তুলে ছিলেন। সুলতানের এ সকল উদ্যোগের ফলে সাম্রাজ্যে বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্বীপকের ক্লাবের চেয়ে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের ‘দিওয়ান-ই-বন্দেগান’-এর পরিধি আরো ব্যাপক এবং বাস্তবধর্মী।

প্রশ্ন ▶ ৭৫ সিন্তানে আ্যাসাসিন সম্প্রদায়ের হত্যা ও লুটতরাজ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, উক্ত এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে সরকার প্রধান উক্ত সম্প্রদায়কে দমন করে। পরবর্তীকালে যৌথ অভিযানের মাধ্যমে আ্যাসাসিন বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে বহুলাঙ্গে সফল হলেও তাদের সাথে সরকারের সন্ধি স্থাপনের ফলে তারা ঐ অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি থেকে বিরত থাকে।

//বিএএক শাস্তি কলেজ চৰকা/

ক. কিতাবুল হিন্দ কে রচনা করেন? ১

খ. মুহাম্মদ-বিন-কাসিমের মৃত্যু কাহিনী বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে বলবনের শাসনামলের কোন সম্প্রদায়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্বীপকের সরকারের অভিযানের ফলাফলের সাথে বলবনের দস্যু বিরোধী অভিযানের ফলাফলের সাদৃশ্য পর্যালোচনা কর। ৪

৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিতাবুল হিন্দ আল বিরুনী রচনা করেন।

খ খলিফা সুলায়মানের নিকট সিন্ধুর রাজা দাহিরের দুই কন্যা সূর্য দেবী ও পরিমল দেবীর পেশকৃত তাদের ঝীলতাহানির মিথ্যা অভিযোগকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরকে পরাজিত ও হত্যা করে তার দুই কন্যাকে বন্দি করে খলিফা সুলায়মানের নিকট প্রেরণ করেন। সুলায়মানের নিকট তারা কাসিমের বিরুদ্ধে ঝীলতাহানির মিথ্যা অভিযোগ করে। এতে সুলায়মান ক্ষিপ্ত হয়ে কাসিমকে লবণ মাখানো গরুর চামড়ায়

আবস্থা করে দামেস্কে (সিরিয়ায় অবস্থিত) আনার নির্দেশ দেন এবং এভাবে নেওয়ার সময় দামেস্কের পথেই তিনি মারা যান।

গ উদ্বীপকে উল্লিখিত সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে গিয়াসউদ্দিন বলবনের শাসনামলের মেওয়াটি দস্যুদের মিল রয়েছে। মেওয়াটি দস্যুরা সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ছিল। তারা সুলতানের শাসনামলে জনজীবনে মারাত্মক বিপর্যয়ের সূচী করেছিল। তারা ছিল মেওয়াটের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। উদ্বীপকে অনুরূপ সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডই লক্ষণীয়।

উদ্বীপকে দেখা যায়, সিন্তানে আ্যাসাসিন সম্প্রদায়ের হত্যা ও লুটতরাজ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে উক্ত এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ফলে বাধ্য হয়ে সরকার উক্ত সম্প্রদায়কে দমন করেন। সিন্তানের আ্যাসাসিন সম্প্রদায়ের সাথে মেওয়াটি দস্যুরা সাদৃশ্যপূর্ণ। মেওয়াটি পার্বত্য অধিবাসী দস্যুরা দিলি ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে চরম উৎপাত, লুটতরাজ ও নির্দয় হত্যাকাণ্ড চালাত। দীর্ঘী প্রসাদের মতে, ‘তাদের ঔপর্যুক্ত এতবানি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, আছর নামাজের পর রাজধানী দিলির পশ্চিম ফটক বন্ধ করে দিতে হতো। দুর্ধর্ষ মেওয়াটি দস্যুরা প্রকাশ্য দিবালোকে পথচারীদের বর্বর লুটে নিত। বিদ্রোহীরা নিরীহ পরিবাসীর ওপর বর্বর উৎপীড়ন ও অত্যাচার চালিয়ে সমগ্র মেওয়াটি অঞ্চলে আসের রাজত্ব কায়েম করে। সুতৰাং বলা যায়, উদ্বীপকে উল্লিখিত সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে সুলতান বলবনের রাজত্বকালের মেওয়াটি দস্যুদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ উদ্বীপকের সরকারের অভিযানের ফলাফলের সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের দস্যু বিরোধী ফলাফল সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের অন্যাতম কৃতিত্ব মেওয়াটি দস্যুদের দমন। মেওয়াটি দস্যুদের হত্যা ও লুটতরাজের হাত থেকে জনগণকে রক্ষার জন্য সুলতান তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করে সুলতান সাম্রাজ্যে শাস্তিশূলিক স্থাপন করেন। উদ্বীপকের সরকারের অভিযানের অনুরূপ ফলাফল বিদ্যমান।

উদ্বীপকে বর্ণিত সরকার যৌথ অভিযানের মাধ্যমে আ্যাসাসিন বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। বহুলাঙ্গে সফল হলেও সরকার তাদের সাথে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি বন্ধ করেন। উদ্বীপকের সরকারের মতো সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মেওয়াটি দস্যুদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন নি। তবে সুলতান মেওয়াটি দস্যুদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সহায়তায় অভিযান পরিচালনা করেন।

সুলতান জনগণের জানমাল ও দিলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেওয়াটি দস্যুদের কঠোর হস্তে দমন করেন। সুলতানের নির্দেশে দস্যুদের অভয়ারণ্য দিলির আশেপাশের বড় বড় জঙ্গলগুলো কেটে পরিষ্কার করা হয়। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুলতান মেওয়াটিদের শোচনীয়ভাবে পরামুক্ত ও পর্যন্ত করে তোলেন। তারা যাতে আবার গোলযোগ করতে সমর্থ না হয় সেজন্য সুলতান প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করেন। সহস্র মেওয়াটির পশ্চাত্ত্বাবন করে তাদের হত্যা করেন। এভাবে কঠোর হস্তে সুলতান দুর্ধর্ষ পার্বত্য অধিবাসীদের দমন করে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও শাস্তি স্থাপন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্বীপকের সরকারের অভিযানের ফলে যেমন দস্যুবৃত্তি বন্ধ হয়েছিল, তেমনি সুলতান বলবনের মেওয়াটিদের দমনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যে শাস্তি শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭৬ সমীর সাহেব ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান। তাঁর বিশাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠা পরিচালনার জন্য যোগ্য পুত্র না থাকায় তিনি রফিক সাহেবকে দণ্ডক নেন এবং তাকে সন্তুষ্ট মুগ্ধ হয়ে সমীর সাহেব নিজ কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এক সময় সমীর সাহেব মৃত্যুবরণ করলে তাঁর অযোগ্য পুত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের হাল ধরেন। কিন্তু তাঁর খামখেয়ালীতে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ কর্মকর্তার অনুরোধে রফিক সাহেব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু সমীর সাহেবের কিছু আঞ্চলিক ও অনুগত কর্মচারী রফিক সাহেবের বিরোধিতা করতে থাকে। তাঁরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে রফিক সাহেব তাঁদের কঠোরভাবে দমন করে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। রফিক সাহেবের দক্ষ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি শক্তিশালী ও একক স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠানে পরিপন্থ হয়।

(বিঃ এক শাস্তি কলজ, চৰক)

- ক. ভারতের তোতা পাখি কাকে বলা হয়? ১
- খ. তারিখ-ই-ফিরোজশাহী এর ওপর একটি ঢাকা লেখ। ২
- গ. উদ্বীপকের রফিক সাহেবের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে ইলতুর্থমিশের ক্ষমতা গ্রহণের কি মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্বীপকে বর্ণিত রফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সুলতান ইলতুর্থমিশের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. কবি আমীর খসরুকে ভারতের তোতা পাখি বলা হয়।
- খ. জিয়াউদ্দিন বারানী রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
- গ. ফিরোজ শাহ তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতায় জিয়াউদ্দিন বারানী 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটিতে জিয়াউদ্দিন বারানী ফিরোজ শাহ এর শাসনামলের অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই ফিরোজ শাহের শাসনামলের ইতিহাস জানার জন্য এ গ্রন্থটি অতি মূল্যবান।

- ঘ. উদ্বীপকের রফিক সাহেবের সাথে সুলতানি আমলের শাসক শামসউদ্দিন ইলতুর্থমিশের মিল রয়েছে।
- শামসউদ্দিন ইলতুর্থমিশ তুর্কিস্থানের অভিজাত ইলবারি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের শিকার হয়ে তিনি দাস হিসেবে প্রাথমিক জীবন পার করেন। পরবর্তীতে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতাবলে দিল্লি সালতানাতের শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। উদ্বীপকের রফিক সাহেবের জীবনেও এ ঘটনার প্রতিচ্ছবি অঙ্গিত হয়েছে।

- ৱ. রফিক সাহেবকে সমীর সাহেব দণ্ডক নেন। পরবর্তীতে রফিক সাহেব নিজ যোগ্যতাবলে সমীর সাহেবের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং শুশুরের মৃত্যুর পর রফিক সাহেব ব্যবস্থাপনা পরিচালক হন। ঠিক একইভাবে ইলতুর্থমিশ অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ভাতৃবিরোধের শিকার হয়ে শৈশবেই জনৈক ব্যক্তির নিকট দাস হিসেবে বিক্রি হন। পরবর্তীতে তাঁকে দিল্লি এনে কৃতুর্বউদ্দিন আইবেকের নিকট দাস হিসেবে বিক্রয় করা হয়। ইলতুর্থমিশের প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে কৃতুর্বউদ্দিন শীঘ্র কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। কৃতুর্বউদ্দিন আইবেকের নিদেশে তাঁকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে বাদাউনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আইবেকের মৃত্যুর পর ইলতুর্থমিশ দিল্লি সালতানাতে অধিষ্ঠিত হন। উদ্বীপকে এ দৃশ্যপটেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

- ঘ. পাঠ্যপুস্তকের শামসউদ্দিন ইলতুর্থমিশের কর্মকাণ্ডের সাথে রফিক সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

- শুলতানি শামসউদ্দিন ইলতুর্থমিশ দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কেননা তিনি সকল গোলযোগ ও সংকট দূর করে দিল্লি সালতানাতের পূর্বের গৌরব ফিরিয়ে আনেন। সমস্যাসংকুল পরিস্থিতিতে বিচলিত না হয়ে বরং একজন বাস্তববাদী ব্যক্তি হিসেবে

ইলতুর্থমিশ অত্যন্ত বিজ্ঞাতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলায় অগ্রসর হন। তিনি সামরিক ও কৃটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে কয়েক মাসের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করে অবোধ্য, বারানসি, বাদাউন, সিঙ্গালিকসহ দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করেন। উদ্বীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

কৃতুর্বউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর সুলতান আরাম শাহের দুর্বল শাসনের সুযোগে ক্ষমতালোভী অভিজাতবর্গ, আমির-মালিক এবং প্রদেশ পালদের বিদ্রোহ শুরু হয়। এছাড়া সিন্ধু, বাংলা, রণথম্ভোর ও গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজা ঝাঁকীনতা ঘোষণা করে। ফলে ভারতে তুর্কি আধিপত্য বিপন্ন হয়ে পড়ে। এমন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ইলতুর্থমিশ সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে সাহস, দৃঢ়তা, দুরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন ও প্রতিষ্ঠানের প্রারূপ করে দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। একই সাথে সালতানাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিতও করেন। মূলত তাঁর দৃঢ়তা ও উদামশীল কর্মপ্রচেষ্টা ভারতীয় মুসলিম সাম্রাজ্য দিল্লি সালতানাতকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং অঙ্কুরে ধূংসের হাত থেকে রক্ষা করে। ঠিক একইভাবে উদ্বীপকের রফিক সাহেবও কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ গ্রহণ করে কোম্পানীর বিশৃঙ্খলা দূর করে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। পরিশেষে বলা যায়, সুলতান ইলতুর্থমিশের মতোই রফিক সাহেব তাঁর কোম্পানীর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনেন।

প্রশ্ন ▶ ৭৭ আবদুর রহমান একটি দেশের একজন দক্ষ শাসক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শক্তিশালী ও সুশ্রান্ত সৈন্যবাহিনী না থাকলে রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় করা যায় না। তাই নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করতে মনোযোগী হন। তিনি নিজের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং বিভিন্ন বাহিনীকে নতুনভাবে গঠন করে তাঁর পরিচালনার ভার সুদৃঢ় ও বিশ্বস্ত সেনাপতির হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি তাঁদের পদমর্যাদা, বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করেন। এভাবে আবদুর রহমান তাঁর সৈন্যবাহিনীকে দক্ষ ও শক্তিশালী রূপে গঠন করতে সক্ষম হন।

- (চার্টেড কলজ, চট্টগ্রাম)
- ক. ভারতবর্ষে 'তুর্কি' শাসন পদ্ধতির প্রবর্তক বলা হয় কাকে? ১
 - খ. বন্দেগান-ই-চেহেলগান বলতে কী বোঝায়? ২
 - গ. উদ্বীপকে গিয়াস উদ্দিন বলবনের কোন সংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 - ঘ. উল্লিখিত সংস্কারের ফলাফল বলবনের উক্ত সংস্কারের ফলাফলের অনুরূপ – বিশ্লেষণ কর। ৪

৭৭ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ভারতবর্ষের তুর্কি শাসনের প্রবর্তা বলা হয় সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুর্থমিশকে।

- খ. সূজনশীল ২০ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

- গ. উদ্বীপকে গিয়াসউদ্দিন বলবনের সামরিক সংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে।

শক্তিশালী ও সুশ্রান্ত সৈন্যবাহিনী একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক প্রয়োজনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এজন্য উদ্বীপকের আবদুর রহমান একজন দক্ষ শাসক হিসেবে সুদৃঢ় ও বিশ্বস্ত সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছেন। দিল্লি সালতানাতের ইতিহাসে গিয়াসউদ্দিন বলবনও এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বিশ্বাস করতেন, শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সেনাবাহিনী ছাড়া রাজশাস্ত্র সুদৃঢ় করা সম্ভব নয়। তাই তিনি যত্যন্ত নির্মল, বিদ্রোহ দমন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য একটি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় সেনাবাহিনী গঠন করেন। সেনাবাহিনীর আনুগত্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনি জায়গির প্রথার পরিবর্তে নগদ অর্থে বেতন প্রদানের নিয়ম চালু করেন। বলবন সামরিক বাহিনীতে কর্তৃব্য পালনে উপযোগী লোকদের নিয়মিত বাহিনীতে ভর্তি করান। তিনি তাঁদের আকর্ষণীয় বেতন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। বলবন

সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং অভিজ্ঞ ও বিশ্বাস আমিরদের ওপর পদাতিক ও অস্থারোহী বাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গঠনে সুলতানের এ সকল পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ড উদ্দীপকের শাসক আবদুর রহমানের কার্যক্রমের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে।

৭ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্কারের ফলাফলের সাথে গিয়াসউদ্দিন বলবনের সংস্কারের ফলাফলের সাদৃশ্য রয়েছে।

যেকোনো রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সুদৃশ্য, প্রশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর কোনো বিকল্প নেই। উদ্দীপকের শাসক আবদুর রহমানও দক্ষ ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে তার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করতে সমর্থ হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি যে সামরিক সংস্কার করেছেন তা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়েছে। গিয়াসউদ্দিন বলবনের সামরিক সংস্কারের ফলাফলও এরূপ সফল হয়েছিল।

একটি শক্তিশালী ও সুদৃশ্য সেনাবাহিনী গঠন করে দিলি সালতানাতের কর্তৃত ও মর্যাদা সুদৃশ্য করার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন বিদ্রোহীদের কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি মেওয়াটোসীদের বিদ্রোহ, দোয়াবের বিদ্রোহ ও উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং চারিশ চক্রের বিলোপ সাধন করেন। তিনি তার সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর ছারা ভারতবর্ষকে মোজগ্ন আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। তার সময়ে দিলি নগরী মুসলিম কৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি তুর্কি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করে তাকে নবজীবন দান করেন; সালতানাতের গৌরব পুনরুন্মুক্ত করেন; সাম্রাজ্যের সর্বত্র অব্যাহত শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথ উন্মুক্ত করেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে মোজগ্ন হামলা থেকে নিরাপত্তা বিধান করে এক নতুন নীতির প্রবর্তন করেন। এসব দিক পর্যালোচনা করলে বলবনকে 'সালতানাতের প্রকৃত সংরক্ষণকারী' হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্কারের ফল বলবনের সামরিক সংস্কারের ফলাফলের অনুরূপ।

প্রশ্ন ▶ ৭৮ ওয়াটসন একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তার রাজনৈতিক দক্ষতা ও বৃদ্ধিমত্তার ছারা ছাসের সিংহাসনে আরোহণ করেন। একমাত্র আঞ্চলিকসের ওপর ভিত্তি করে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ছাসকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির হাত থেকে রক্ষা করে সুদৃশ্য ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য তিনি একটি ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সকল কৃতিত্বের জন্য তাঁকে ছাসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

- ক. দিলি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. 'চারিশের চক্রের ক্ষমতা' কে কীভাবে ধ্বনি করেন? ২
গ. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ড দিলি সালতানাতের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের ন্যায়বিচার ও মুদ্রা সংস্কার উচ্চসিত প্রশংসা অর্জন করে – পাঠ্য বইয়ের আলোকে লেখ। ৪

৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দিলি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা কৃতুবউদ্দিন আইবেক।

খ সুলতান বলবন চারিশ চক্রের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বাতিল করে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

সুলতান ইলতুর্থমিশের গঠিত চারিশ চক্র তার মৃত্যুর পর পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের আমলে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। তখন বলবন তাদের ক্ষমতা বর্বর করার উদ্দেশ্যে বিশেষ সুবিধা বাতিল করেন এবং অবাধ মেলামেশা, রাজদরবারের হাসি-ঠাট্টার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। জনগণের মন থেকে চারিশ গোষ্ঠীর প্রভাব দূর করার জন্য তিনি সামান্য অপরাধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এভাবে গিয়াসউদ্দিন বলবন চারিশ চক্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গ সূজনশীল ৭১ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুর্থমিশের ন্যায়বিচার ও মুদ্রা সংস্কার প্রভৃতি প্রশংসা লাভ করে।

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুর্থমিশ ছিলেন দিলি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। সুলতান কৃতুবউদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর সুলতান হিসেবে ইলতুর্থমিশ দায়িত্ব নিয়ে দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানীদের পরাভূত করে দিলি সালতানাতকে একটি সুদৃশ্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। শাসক হিসেবে তার সংস্কার কার্যক্রমসমূহ ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের ওয়াটসনসহ তার রাজনৈতিক প্রতিভা ও বৃদ্ধিমত্তার ছারা ছাসে সিংহাসনারোহণ করেন। শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য তিনি ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা করেন। যার ফলে তাকে ছাসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা দেওয়া হয়। যা আমরা সলতান শামসুদ্দিন ইলতুর্থমিশের ক্ষেত্রেও পাই। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনিই প্রথম শাসক যিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে বৃত্তার বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় সুলতান দরবারে একটি শিকল বাঁধা ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখতেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এটি বাজিয়ে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। নিরূপক ও ন্যায়বিচার ব্যবস্থা শুরুতের জন্য তিনি যথেষ্ট ব্যাতি অর্জন করেন। এছাড়া ইলতুর্থমিশই প্রথম আরবীয় বীতিতে রোপ্য ও তাত্ত্ব মুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁর আরবীয় মুদ্রায় আরবিতে আঞ্চলিক নাম খচিত হিল। একটি সঠিক পরিমাপের বৃপ্তাইয়ার ওজন ছিল ১৭৫ গ্রাম। তাঁর মুদ্রায় আবাসীয় খলিফার নাম অঙ্কিত হিল।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিভিন্ন সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুর্থমিশের সংস্কার কার্যক্রমগুলোর আলোকে ডিগ্রিউ হেগ তাঁকে ন্যায়সংজ্ঞাতাবেই দাস বৎশের শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৭৯ চাচাত ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার কোন পৃত সন্তান না থাকায় বাধ্য হয়েই সামিউলকে ভাইয়ের বিশাল তালুকের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হয়। তিনি ছিলেন সুবিচারক এবং উদার শাসক। শাসন ব্যবস্থাকে তিনি জনকল্যাণযুক্তি এবং উদার করেছিলেন। তিনি তার প্রজাদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে বেকার, হত দরিদ্র, অসহায় ও বালিকা শিশুদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া নানা রকম সংস্কার করেও তিনি সুনাম অর্জন করেন। /শ্রীদেবী বীর প্রতিম লে. অন্দেয়ার গার্লস কলেজ/
ক. ফিরোজ শাহ তুঘলক কত খ্রিস্টাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন? ১
খ. তৈমুর লঙ্ঘ এর ভারত আক্রমণের ফলাফল কী ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের সামিউলের সাথে তোমার পঞ্চিত কোন শাসকের কাজের মিল লক্ষ করা যায়? তাঁর জনহিতকর পদক্ষেপ সম্পর্কে সংক্ষেপে বিবৃত কর। ৩
ঘ. তোমার জানামতে শাসকের কোন কোন কাজের জন্য তাঁকে সালতানাতের পতনে আংশিকভাবে দায়ী করা যায়? তুমি কি দেগুলো সমর্থন কর। ৪

৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫১ খ্রিস্টাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খ তৈমুর লঙ্ঘ ১৩৯৮-১৩৯ খ্রিস্টাদে ভারত আক্রমণ করেন।

তৈমুরের ভারত আক্রমণ ভারতীয় উপমহাদেশের একটি স্থারণীয় ঘটনা। দিলি সালতানাত যখন পতনোন্মুখ ঠিক সেই সময়েই মধ্য এশিয়ার দুর্দৃশ্য সমর নেতা আমির তৈমুর লং ভারত আক্রমণ করেন। তিনি বর্ণনাতীত নৃশংস হত্যায়জ ও লুণ করে দিলি সালতানাতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেন।

গ উদ্দীপকের সামিউলের সাথে আমার পঞ্চিত শাসক ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনকল্যাণকর কাজের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ফিরোজ শাহ তুঘলক একজন প্রজারঞ্জক সুলতান ছিলেন। মানবকল্যাণমূলক কার্যবলির জন্য ইতিহাসে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। যেমনটি উদ্দীপকের সামিউলের কর্মকাণ্ডেও সক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, চাচাত ভাইয়ের মৃত্যুর পর সামিউলকে তালুকের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হয়। তিনি ছিলেন সুবিচারক ও উদার শাসক। শাসনব্যবস্থাকে জনকল্যাণযুক্তি করতে তিনি তার প্রজাদের জন্য নানা কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের কর্মকাণ্ডেও অনুরূপ দৃষ্টিতে লক্ষ করা যায়।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রজাহিতৈষণামূলক কয়েকটি পদক্ষেপ ইতিহাসে ‘মাতামহীসুলত ব্যবস্থা’ নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থায় উরেখরোগ্য দিকের মধ্যে ছিল বিবাহ দণ্ডের এবং চাকরি দণ্ডের প্রতিষ্ঠা। বিবাহ দণ্ডের মাধ্যমে গরিব ও অনাথ মেয়েদের সরকারি খরচে বিয়ে এবং বেওয়ারিশ লাশের অভেইডিক্রিয়া সম্পর্কের ব্যবস্থা করা হতো। ‘দিওয়ান-ই-ইস্তহক’ নামক দণ্ডের থেকে দরিদ্র, অনাথ ও বিধবাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হতো। প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুলতান ‘দার উস শেকা’ নামক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। অন্যান্য শহরে একক আরও ৪টি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। সুলতান ৩৬টি কুন্দ ও শিল্পকারখানা গড়ে তুলেছিলেন। কৃষিকাজের উন্নতির জন্য খাল খনন করেন এবং প্রায় ১২০০ উদ্যান নির্মাণ করে আয়ের টাকা দিয়ে খাদ্যঘাটতি পূরণ করেন। এভাবে সুলতান জনমঙ্গলকর কাজের হারা তার শাসনব্যবস্থাকে সারণীয় করে রাখেন।

৫ বেশ কিছু অদুরদশী কার্যকলাপের ফলে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকে সালতানাতের পতনে আঁশিকভাবে দায়ী করা যায়।

ফিরোজ শাহ তুঘলকের মানবীয় সংস্কার ও উদার নীতির মধ্যে তুঘলক বংশের পতনের বীজ নিহিত ছিল। তার কোনো কোনো নীতি ও কার্যবলি শুধু তুঘলক বংশের নয়, দিল্লি সালতানাতের পতনের জন্যও দায়ী ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। রুমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, পূর্ববর্তী শাসন কালের বিপরীতে ফিরোজের রাজত্বকালে কোমলতা ও বহু জনহিতকর কাজ পরিদৃষ্ট হলেও তার শাসনকাল অনেকাংশে দিল্লির সালতানাতের ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল। সুলতান দুর্বল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কঠোরতা প্রদর্শন করে নয় কিন্তু ও উদারতা দ্বারা তিনি জনগণের মন জয় করতে চেয়েছিলেন। রক্তপাত পছন্দ করতেন না বলে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এতে তুঘলক বংশ সংকুচিত হয়ে পড়ে। সুলতানের জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন মারাত্মক ভুল পদক্ষেপ ছিল। সুলতানের দুর্বল সেনাবাহিনী তুঘলক বংশের পতনের জন্য দায়ী ছিল। এছাড়া সুলতানের অদুরদশী ধর্মীয় নীতিও তুঘলক বংশের পতনের জন্য দায়ী ছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসননীতি ও কার্যবলি তুঘলক বংশের এমনকি সালতানাতের পতনের পথকে সুগম করেছিল। আর পি ত্রিপাঠী যথার্থেই বলেছেন, “ইতিহাসের নির্মাণ পরিহাস এই যে, যেসব গুণাবলি ফিরোজকে জনপ্রিয় করেছিল, সেগুলো বিশেষভাবে দিল্লি সালতানাতের অস্তিত্বকে দুর্বল করে ফেলেছিল।”

প্রশ্ন **৮০** আজগর আলী মেঘনা গ্রুপের এমভি হিসেবে সম্প্রতি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি প্রতিষ্ঠানের চিরাচরিত কার্যক্রমের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে ৫টি প্রধান পরিকল্পনা ছিল। এগুলো আজগর আলীর মহাপরিকল্পনা নামে খ্যাত। তার পরিকল্পনার উন্নেশ্য মহৎ থাকা সঙ্গেও সময়ের তুলনায় তা ছিল ব্যতিকূমী ও অগ্রবর্তী ধারণা। ফলে পরিকল্পনাগুলো চৰমভাবে ব্যর্থ হয়।

শহীদ বীর উত্তম সে. এনোমার পার্সেস কলেজ/

- ক. কুতুব উদ্দিন আইবেক কত শ্রিষ্টাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন? ১
- খ. মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে কী জান? ২
- গ. উদ্বীপকের সাথে তোমার পাঠ্য বই এর কোন ঘটনার মিল লক্ষ করা যায়? সংক্ষেপে বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. উক্ত শাসকের ‘তাম্রমুদ্রা প্রচলন’ পরিকল্পনা গ্রহণের কারণ ও ব্যর্থতা লিখ। ৪

৮০ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. কুতুবউদ্দিন আইবেক ১২০৬ শ্রিষ্টাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন।
- খ. মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলাউদ্দিন খলজির একটি অর্থনৈতিক সংস্কারমূলক ব্যবস্থা।

পণ্য সামগ্রীর বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য আলাউদ্দিন খলজি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুদ্রাক্ষেত্রের কারণে মুদ্রার দৃশ্যমান হ্রাস পেলেও নিয়ত ব্যবহার্য দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে এ ব্যবস্থায় সামরিক বেসামরিক নির্বিশেষে প্রজা সাধারণের দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে সুলতান আদ্য দ্রুত্যসহ নিয়ত ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেন।

৬ উদ্বীপকের পরিকল্পনার সাথে আমার পঠিত মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনার সাদৃশ্য রয়েছে।

মুহাম্মদ-বিন-তুঘলক চিরাচরিত শাসনপদ্ধতিতে কিছু ব্যতিকূম ঘটানোর জন্য নতুন নতুন কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার এ পরিকল্পনার উন্নেশ্য মহৎ থাকা সঙ্গেও অবাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য তা ব্যর্থ হয়। ঐতিহাসিকগণ তার এ পরিকল্পনাসমূহকে ৫ ভাগে ভাগ করেছেন। উদ্বীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

আজগর আলী মেঘনা গ্রুপের এমভি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর কিছু নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে ৫টি প্রধান পরিকল্পনা ছিল প্রধান প্রশাসনিক দফতর মতিবিল থেকে মিরপুরে স্থানান্তর, তেজগাঁয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, পার্শ্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের এমভির সাথে প্রতিযোগিতা এবং জালানি ব্যবস্থাপনায় নতুন পদ্ধতি প্রচলন। যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থভাবে পর্যবসিত হয়। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বিন তুঘলকও তার রাজত্বের প্রথম ভাগে পাঁচটি উচ্চাক্ষমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার পরিকল্পনাগুলো হলো দিল্লি হতে দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্তন, খোরাসান অভিযান, প্রতীক তাম্রমুদ্রা প্রচলন, কারাচিল অভিযান এবং দোহাব অঞ্চলের কর বৃদ্ধি। সাম্রাজ্যের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও উদ্বীপকের ন্যায় মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

৭ উক্ত শাসকের অর্ধাং মুহাম্মদ বিন তুঘলকের ‘তাম্রমুদ্রা প্রচলন’ ছিল যুগের প্রয়োজনে ও বাস্তবতার নিরিখে। কিন্তু যথার্থে আইনের প্রয়োগের অভাবে তা ব্যর্থ হয়।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতীকী তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের পদক্ষেপটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক হলেও এ মুদ্রানীতি কার্যকর করার বিষয়টি তুচ্ছিক্ষণ ছিল। প্রবর্তিত তামার নোটের কোনো নিরাপত্তা চিহ্ন না থাকায় এবং কালোবাজারিদের রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তির বিধান না থাকায় সুলতানের পরিকল্পনাটি ব্যর্থভাবে পর্যবসিত হয়।

সুলতান যুগের প্রয়োজনে ও বাস্তবতার নিরিখে ধাতব মুদ্রা চালু করলেও সুবিধাবাদিদের ব্যর্থপ্রবর্তন ও অসহযোগিতার কারণে তা ব্যর্থভাবে পর্যবসিত হয়। উচ্চাভিলাষী শাসক মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রতীকী তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। কিন্তু অন্ন দিনের মধ্যেই জাল মুদ্রা নিরোধে সরকারি পদক্ষেপ না থাকায় অসাধু ব্যক্তির অসংখ্য জাল মুদ্রা তৈরি করে বাজারে ছাড়ে। জনগণ জাল মুদ্রায় রাজস্ব পরিশোধ করায় রাষ্ট্র আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ‘বিদেশিরা প্রতীকী মুদ্রা গ্রহণে অঙ্গীকৃতি জানালে রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সুলতান বাধ্য হয়ে বাজার থেকে তামার নোট তুলে নেওয়ার আদেশ জারি করেন। এর ফলে রাষ্ট্রের প্রচুর ক্ষতি হয়। এভাবে প্রতীকী তাম্র মুদ্রার পরিকল্পনাটি ব্যর্থভাবে পর্যবসিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক প্রবর্তিত প্রতীকী তাম্র মুদ্রা চরমভাবে ব্যর্থ হয়। তা উদ্বীপকের ধাতব মুদ্রার ব্যর্থভাবে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন **৮১** মি. ‘ক’ সর্বপ্রথম বাংলায় অভিযান পরিচালনা করে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার করতে সফলকাম হন। বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি ইসলামের প্রচার ও সমাজ-ব্যবস্থাকে সুদূরপ্রসারী করেন। ইরানী বংশোন্ত মি. ক একজন তেজবী ও রংপুরশীল যোদ্ধা ছিলেন। বাংলা জয়ের পর মাত্র ১৫ জন অস্বারোহীর নিকট একটি অগ্রামী দলের অধিনায়ক হয়ে অতর্কিত আক্রমণে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজাকে রাজ্য ছাড়তে বাধ্য করেন। /বেগম বন্দুজেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা/

ক. কত সালে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

খ. ইবনে বতুতা সম্পর্কে যা জান লেখ।

গ. উদ্দীপকের বিজেতা মি. 'ক' এর সাথে বাংলার কোন শাসকের মিল আছে?

ঘ. উক্ত বিজেতার বজা বিজয়ের সম্পর্কে তোমার ধারণা নিরূপণ কর।

১
২
৩
৪

৮১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ ইবনে বতুতা ছিলেন মরাজ্বোর অধিবাসী ও একজন পর্যটক।

ইবনে বতুতা মাত্র একুশ বছর বয়সে বিশ্বভূমণে বের হন এবং উত্তর-আফ্রিকা, আরব, পারস্য, কনস্ট্যান্টিনোপল, ভারত ও বঙ্গদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ১৩৩০ সালে মতান্তরে ১৩৩২ সালে মুহাম্মদ বিন তুঃলকের শাসনামলে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি দিঘির প্রধান কাজি হিসেবে ৮ বছর সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তার ভ্রমণ কাহিনি 'রিহালা-ই-ইবনে বতুতা' ইতিহাসের একটি অন্যত্যন্ত উপাদান।

গ. উদ্দীপকের বিজেতা মি. 'ক'-এর সাথে বাংলা বিজয়ী মুসলমান শাসক ইথিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির মিল রয়েছে। তাণ্ডি সব সময় মানুষের অনুকূলে থাকে না। তবে প্রচেষ্ট্যা থাকলে শেষ পর্যন্ত সফলতা অনিবার্য। বখতিয়ার খলজি প্রথম জীবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছিল। কিন্তু তিনি নিজ প্রচেষ্টায় সকল ব্যর্থতাকে পাশ কাটিয়া সফলতাকে ছিনিয়ে আনেন। এমনকি তিনি মাত্র ১৭ জন সৈন্য নিয়ে নদীয়া বিজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকেও আমরা দেখতে পাই যে, মি. 'ক' সর্বপ্রথম বাংলায় অভিযান পরিচালনা করে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার করতে সফলকাম হন। বাংলা জয়ের পর তিনি মাত্র ১৫ জনের অস্থানোষ্ঠী একটি অগ্রগামী দলের অধিনায়ক হয়ে অতর্কিত আক্রমণে পাঞ্চবতী রাজ্যের রাজাকে রাজ্য ছাড়তে বাধ্য করেন। অনুরূপভাবে কৃতুবউদ্দিন আইবেক যখন উত্তর-ভারতে রাজাবিস্তারে ব্যস্ত তখন তার সুদক্ষ তুর্কি সেনাপতি ইথিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি পৃথিবীর বিহার ও বাংলা অধিকার করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিহারের উদ্দিনপুর দখল করেন। এরপর ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাত্র ১৭/১৮ জন সৈন্য নিয়ে নদীয়া আক্রমণ করেন এবং নদীয়ার সেন বংশের রাজা লক্ষণ সেনকেও রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। উদ্দীপকেও এ শাসকের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ. উক্ত বিজেতা অর্থাৎ ইথিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বজ্ঞ বিজয় ইতিহাসের অন্যতম চমকপ্রদ ঘটনা।

যেকোনো কাজে সফলতা লাভের জন্য পরিকল্পনা ঠিক করতে হয়। একেতে পরিকল্পনা যত সূক্ষ্ম ও যথাযথ হবে ততই সফলতা লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। উদ্দীপকের মি. 'ক' অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি প্রতিপক্ষ দলের দুর্বলতা চিহ্নিত করে কৌশলে অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন। তার এরূপ কৌশল বখতিয়ার খলজির বজ্ঞবিজয়ের কৌশলের সাথে প্রায় মিলে যায়।

বখতিয়ার অত্যন্ত সর্তকর্তার সঙ্গে বাংলা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বাংলার সেন রাজা লক্ষণ সেন এ সময় ছিলীয় রাজধানী নদীয়াতে অবস্থান করছিলেন। বখতিয়ার বুঝেছিলেন যে, স্বাভাবিক কারণেই সজ্জণ সেন বাংলায় প্রবেশের একমাত্র পথ তেলিয়াগরিতে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। তাই তিনি বাংলা আক্রমণের জন্য বেছে নিলেন ঝাড়খনের জঙ্গল। তিনি তার সেনাবাহিনীকে কুন্দ কুন্দ দলে ডাগ করেন। সতেরো সৈন্যের প্রথম দলের অগ্রভাগে ছিলেন বখতিয়ার খলজি। অগ্রবিক্রিতার ইচ্ছাবেশে তারা বিনা বাধ্যযোগ্য সজ্জণ সেনের নদীয়ার রাজপুরীতে চলে আসেন। মধ্যাহ্ন দুপুরে সজ্জণ সেনের অপ্রস্তুত প্রহরীদের সহজেই তিনি পরাজিত করলেন। এভাবে সহজেই কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি জয়লাভ করলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের কৌশল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ যেন উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক'-এর জয়েরই প্রতিরূপ।

প্রয়োজন যে সব কাজ করতে সক্ষম হয়নি, জামাতা ইয়াহিয়া ঐ সব কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইয়াহিয়া তার শাসনাধীন এলাকায় মুসলিম সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক একটি মিনার নির্মাণ করে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। ইয়াহিয়াকে অপূর্ব নকশাবৃত্ত সমাধিতে সমাহিত করা হয়।

(বেগম বন্দুমেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা)

ক. আডাই-দিন-কা-বোপড়া মসজিদ কোথায় অবস্থিত?

১

খ. ইলতুর্থমিশ সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি রোপ্যমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর।

২

গ. ইয়াহিয়ার মতো পাঠ্যপুস্তকের একজন শাসকের রাজ্য সম্প্রসারণের ইতিহাস বর্ণনা কর।

৩

ঘ. ইয়াহিয়া ছিলেন ইলতুর্থমিশের মত সংগঠক। – মূল্যায়ন কর।

৪

৮২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আডাই-দিন-কা-বোপড়া মসজিদ আজমিরে অবস্থিত।

ব সুলতান ইলতুর্থমিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল রোপ্যমুদ্রার প্রচলন। উপর্যুক্তদেশের মুসলিম শাসকদের মধ্যে সুলতান ইলতুর্থমিশ সর্বপ্রথম 'বৃপাইয়া' নামক রোপ্যমুদ্রা প্রবর্তন করেন। এ মুদ্রায় বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার নামের সাথে 'বিশ্বাসীদের নেতার সাহায্যকারী' হিসেবে নিজের নাম উৎকীর্ণ করা হয়।

গ. ইয়াহিয়ার মতো পাঠ্যপুস্তকের একজন শাসক হলেন সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুর্থমিশ। তিনি রাজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির অধিকারী, দুর্দমনীয় সাহসী ও তেজস্বী, রণনিপূর্ণ যৌব্রূহা সুলতান ইলতুর্থমিশ রাজ্য সম্প্রসারণকারী হিসেবেও সমকালীন ইতিহাসে অনন্য খ্যাতির অধিকারী ছিলেন।

নবজাত তুর্কি সালতানাতের অভ্যন্তরীণ সংকট সমাধান ও সংহতি বিধানের পর সুলতান ইলতুর্থমিশ বিদ্রোহ দমন ও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে দিলি সালতানাতের কর্তৃত্ব সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করেন। ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে রণযোগ্যার এবং ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে মান্দাওয়ার তার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তিনি চৌহান রাজ্য জালোয়ারও জয় করে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১২৩২ খ্�রিস্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়ার পুনরুদ্ধার করেন। ভিলসা এবং মালবের রাজধানী উজ্জয়িনীও ইলতুর্থমিশের পদানত হয়। এছাড়াও বাদাউন, বেনারস, কনৌজ, দোয়াব এবং অযোধ্যা পর্যন্ত দিলি সালতানাতের অধিকার সম্প্রসারিত হয়। আর এ সকল অঞ্চল নিজ শাসনাধীন আনার মাধ্যমে সুলতান ইলতুর্থমিশ তার সাম্রাজ্যবাদের পরিচয় দেন।

ঘ. ইয়াহিয়া ছিলেন ইলতুর্থমিশের মতো সংগঠক উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকের ইয়াহিয়ার কর্মকাণ্ডে দিলির সুলতান ইলতুর্থমিশের কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত রয়েছে। তাই ইয়াহিয়াও ইলতুর্থমিশের মতোই সংগঠক হবেন।

সুলতান ইলতুর্থমিশ দিলি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে দিলি সালতানাতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ কাজটি করতে শিখে তাকে বহুমুখী গুণাবলির পরিচয় দিতে হয়েছে। তার এ বহুমুখী গুণাবলির মধ্যে একটি হলো সাংগঠনিক দক্ষতা। তার এ গুণগুলোর মাধ্যমে তিনি বিবুন্ধবাদী আমিরণগকে কর্তৃত স্থীকারে বাধ্য করেন এবং কঠোর হস্তে বাংলার বিদ্রোহ দমন করেন। রাজপুতদের বিবুন্ধে অন্ধধারণপূর্বক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন ও খাওয়ারিজমের শাহকে রাজ্যে আশ্রয় প্রদানে অধীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং সর্বোপরি, নতুন রাজ্য জয়ের মাধ্যমে দিলিতে সুদৃঢ় রাস্তা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার সাম্রাজ্যের সকল বিদ্রোহ দমন করে সকলকে একই পতাকাতলে সমবেত করেন। আর এ বিষয়গুলো তার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের প্রকাশ ঘটায়।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সুলতান ইলতুর্থমিশ ছিলেন একজন দক্ষ ও সফল সংগঠক। উদ্দীপকের ইয়াহিয়াও এ গুণের অধিকারী বলে বিবেচ্য।